ঢাকা বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান– ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের কারণ–**
i. বৈষম্যমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা
ii. পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার
iii. সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে বৈষম্যমূলক নিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚh ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖh i, ii ও iii

২. **১৯৭২ সালে ঢাকার মিরপুরে কাদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়?**
ক) শহীদদের খ) মুক্তিযোদ্ধাদের
গ) বুদ্ধিজীবীদের ঘ) বিদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জামাল সাহেবের ছাতক অঞ্চলে একটি চুনাপাথরের কারখানা আছে। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি প্রতি বছর কারখানার আয়ের উপর সরকার নির্ধারিত কর পরিশোধ করেন।

৩. **জামাল সাহেবের দায়িত্বটিকে কী বলা যায়?**
ক) আইনগত অধিকার খ) নৈতিক অধিকার
গ) আইনগত কর্তব্য ঘ) নৈতিক কর্তব্য

৪. **জামাল সাহেবের উক্ত দায়িত্বটির সাথে নিচের কোনটি অধিক সম্পর্কযুক্ত?**
ক) নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার খ) নাগরিকের সামাজিক অধিকার
গ) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘ) রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা

৫. **হিরোশিমা ও নাগাসাকি কী?**
ক) দুইটি দেশ খ) দুইটি শহর গ) দুইটি সংস্থা ঘ) দুইটি জাহাজ

৬. **জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে–**
i. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ii. আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা
iii. সব রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭. **যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা স্থায়ী ছিল —— দিন।**
ক) ৫০ খ) ৫৩ গ) ৫৬ ঘ) ৫৯

৮. **লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কে?**
ক) এ. কে ফজলুল হক খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গ) শেখ মুজিবুর রহমান ঘ) শহীদ সোহরাওয়ার্দী

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জামিল সকাল বেলা খালি পায়ে একটি র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে। উক্ত র‍্যালিটিতে অনেকে বিভিন্ন বর্ণমালা যুক্ত ফেস্টুন বহন করেছিল। র‍্যালি শেষে সে শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক নিবেদন করে।

৯. **উদ্দীপকটি কোন আন্দোলনকে ইঙ্গিত করে?**
ক) ছয় দফা খ) একুশ দফা গ) অসহযোগ ঘ) ভাষা

১০. **উক্ত আন্দোনটির মাধ্যমে–**
ক) ধর্মীয় চিন্তা বৃদ্ধি পায়
খ) শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতি বন্ধ হয়
গ) পরোক্ষ ভোটের অধিকার নিশ্চিত হয়
ঘ) জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আরও বেগবান হয়

১১. **পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প-গুজব করা কোন ধরনের কাজ?**
ক) শিক্ষামূলক খ) রাজনৈতিক গ) অর্থনৈতিক ঘ) বিনোদনমূলক

১২. **মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে গঠিত হয় —— পরিবার।**
ক) একক খ) যৌথ গ) নয়াবাস ঘ) একপত্নীক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শিমুলের সহপাঠি কান্তা। শিমুলের পরিবারটি তার বাবার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। কিন্তু কান্তার পরিবারটি পরিচালিত হয় তার মায়ের নেতৃত্বে।

১৩. **শিমুলের পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার?**
ক) পিতৃতান্ত্রিক খ) মাতৃতান্ত্রিক গ) একক ঘ) যৌথ

১৪. **কান্তার পরিবারের জন্য প্রযোজ্য–**
i. মায়ের বংশপরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত
ii. পিতার বংশ পরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত
iii. মা পরিবারে নেতৃত্ব দেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. **নিচের কোনটি সামাজিক অধিকার?**
ক) ভোটাধিকার খ) যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া
গ) পরিবার গঠন ঘ) অবকাশ লাভ

১৬. **তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কোন কোন তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়?**
i. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পর্কিত আগাম তথ্য
ii. তদন্তাধীন কোনো বিষয়ের তথ্য iii. কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের তথ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৭. **শাসন বিভাগের অপর নাম কী?**
ক) আইন বিভাগ খ) নির্বাহী বিভাগ গ) বিচার বিভাগ ঘ) আপিল বিভাগ

১৮. **বর্তমান বাংলাদেশ কত সাল হতে কত সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিল?**
ক) ১৭৫৮–১৯৪৬ খ) ১৭৫৭–১৯৪৭ গ) ১৭৫৮–১৯৪৮ ঘ) ১৭৫৭–১৭৫৯

১৯. **বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের মূল কাজ হলো–**
i. মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ii. প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা নিয়োগ
iii. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২০. **ভাষা আন্দোলন বাংলার মানুষের মধ্যে কোনটি জাগ্রত করে?**
ক) গণতান্ত্রিক মনোভাব খ) অধিকারের চেতনা
গ) ধর্মীয় মূল্যবোধ ঘ) দেশ গড়ার চেতনা

২১. **একজন অস্ট্রেলীয় নাগরিক বাংলাদেশে ভোট দিতে চাইলে সর্বপ্রথম তাকে কী করতে হবে?**
ক) বিবাহ করা খ) নাগরিকতা অর্জন গ) কর প্রদান ঘ) সম্পত্তি ক্রয়

২২. **রিফাতের বাবা একজন সাংসদ। তিনি কোন কাজটি করতে পারেন?**
ক) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা খ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ
গ) আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ঘ) জরুরি অবস্থা ঘোষণা

২৩. **কোন ধরনের রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে না?**
ক) সমাজতান্ত্রিক খ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র
গ) একনায়কতান্ত্রিক ঘ) গণতান্ত্রিক

২৪. **সংবিধান হলো রাষ্ট্রের–**
ক) প্রকৃতি খ) দর্পণ গ) কাঠামো ঘ) ধরন

২৫. **লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো–**
i. সুস্পষ্টতা ii. প্রগতির সহায়ক iii. স্থিতিশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৬. **বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?**
ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণ
খ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন
গ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন
ঘ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পুনপ্রবর্তন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
A দেশটিতে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। এ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন এবং কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশ পরিচালিত হয়। অন্যদিকে B দেশটি A দেশ থেকে অনেকটা ভিন্ন। B দেশে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজিত।

২৭. **উদ্দীপকে 'A' দেশে বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা–**
i. সংসদীয় ii. এককেন্দ্রিক iii. রাজতান্ত্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৮. **উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী 'B' দেশের শাসন ব্যবস্থা–**
ক) এককেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় গ) রাজতান্ত্রিক ঘ) সমাজতান্ত্রিক

২৯. **উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনটি?**
ক) গণতন্ত্র খ) রাজতন্ত্র গ) সমাজতন্ত্র ঘ) একনায়কতন্ত্র

৩০. **বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কে?**
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব ঘ) অর্থমন্ত্রী

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড | 1 | 4 | 0 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। দৃশ্যকল্প-১ : রনি একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকুরী করেন। তার স্ত্রী ঘরে বসে "আউট সোর্সিং"-এর মাধ্যমে ভালো আয় করেন। এতে সংসার ভালোই চলছে।

দৃশ্যকল্প-২ : রমজান সাহেব একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও বৃদ্ধ মাকে নিয়ে গ্রামে বসবাস করেন। সম্প্রতি তিনি বড় ছেলে জনিকে বিয়ে করান। জনির অসুবিধার কথা চিন্তা করে রমজান সাহেব পুত্রবধুকে ছেলের সংগে শহরের বাসায় পাঠিয়ে দেন।

ক. Civitas সিভিটাস শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ঐশী মতবাদ বলতে কী বুঝ? ২

গ. পরিবারের কাঠামোর ভিত্তিতে রমজান সাহেবের ছেলে জনির পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রনির স্ত্রীর কাজ তার পরিবারের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

২। শিমুলতলী গ্রামের কৃষকগণ একটি সমিতি গঠন করে এর কার্যপ্রণালি বাস্তবায়নের জন্য কিছু নিয়মনীতি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এতে বিধান রাখা হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালা পরিবর্তন করা যাবে। অন্যদিকে একই গ্রামের দুগ্ধ খামারিরা সমিতির নিয়মনীতি পরিবর্তনের জন্য দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন উল্লেখ করে।

ক. বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ কয়টি? ১

খ. "সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের কৃষকদের সমিতির নিয়মাবলি কোন ধরনের সংবিধানের সংগে মিল রয়েছে তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুগ্ধ খামারী সমিতির বিধিবিধান কি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিচ্ছবি? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। জনাব মামুন বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি উচ্চশিক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং আবেদনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি মিতা নামের বাংলাদেশি বংশদ্ভূত বৃটিশ নাগরিককে বিয়ে করেন। তাদের ১ম সন্তান বৃটেনে জন্ম নিলেও ২য় সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে।

ক. নাগরিকতা কী? ১

খ. নৈতিক অধিকার বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মামুন সাহেবের যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মামুন ও মিতা" দম্পতির ১ম সন্তান ও ২য় সন্তানের নাগরিকত্বের ধরন কি একই রকম হবে? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। 'ক' ও 'খ রাষ্ট্র দুইটি পাশাপাশি হলেও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভিন্ন। 'ক' রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করতে পারে। অন্যদিকে 'খ' রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন শাসকের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকায় এই দলের নেতাই সরকার প্রধান হয়।

ক. অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কত ধরনের? ১

খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'খ' রাষ্ট্রটির শাসন ব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রটি জনগণের দ্বারা জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসন ব্যবস্থা– উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। ঘটনা-১ : ১৯৮৯ সালে তিউনিসিয়ার জনগণ দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতা আকড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট আইন আল আবেদিন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে যা পরে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

ঘটনা-২ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বর গেটিসবার্গে একটি বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেছিলেন। এই ভাষণে তিনি দীপ্তকণ্ঠে ক্রীতদাসদের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৬৫ সালে মার্কিন গৃহযুদ্ধের অবসানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ১ম ঘটনার উল্লিখিত আন্দোলনের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষণের সাথে আমাদের যে ঐতিহাসিক ভাষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

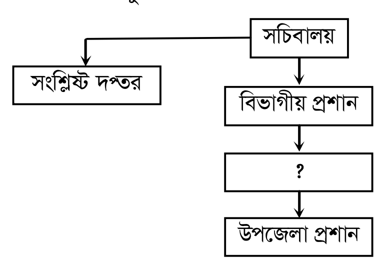

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে? ১

খ. রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. '?' চিহ্নিত স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির পদমর্যাদা কী? তাঁর উন্নয়নমূলক কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উন্নয়নমূলক কাজই কি তাঁর একমাত্র কাজ? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

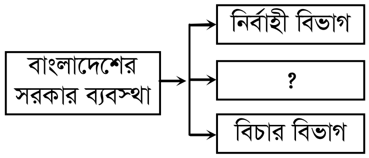

ক. সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? ১

খ. উপজেলা প্রশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. "?" চিহ্নিত স্থানের বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় "নির্বাহী বিভাগই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"– তুমি কি এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৮।

ক. মৌলিক গণতন্ত্রের ধারা প্রবর্তন করেন কে? ১

খ. গেরিলা যুদ্ধ বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি কোন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধে উপরোক্ত আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা আছে।"– তুমি কি এ কথায় একমত? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'ক' রাষ্ট্র	'খ' রাষ্ট্র
১. শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত।	১. শাসনভার মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত।
২. জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।	২. আইনসভার সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।
৩. রাষ্ট্রপতির পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত।	৩. নির্বাচনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে।

ক. একনায়কতন্ত্রের মূল আদর্শ কী? ১

খ. "গণতন্ত্রই হলো জনগণের ক্ষমতার উৎস"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার আলোকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্র দুইটির সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি উত্তম বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। মাসুদের বিদ্যালয়ে এবার অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে বিজয় দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান শিক্ষক বলেন, "আজকের এই দিনটি আমরা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করেছি। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ"। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন পরিচালনা নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। যে আদর্শ ও চেতনা নিয়ে তারা যুদ্ধে নেমেছিল তার পরিপূর্ণতা আমাদের সংবিধান দিয়েছে।

ক. ছয়দফা দাবি কে পেশ করেন? ১

খ. ৬ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিজয় দিবস অর্জনের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "যে আদর্শ ও চেতনা নিয়ে তারা যুদ্ধে নেমেছিল তার পরিপূর্ণতা আমাদের সংবিধান দিয়েছে"– বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

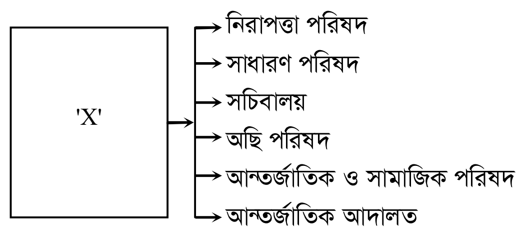

ক. OIC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. লিগ অব নেশন কেন গঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ডায়াগ্রামে প্রদর্শিত 'X' সংস্থাটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সঙ্গে উক্ত সংস্থাটির সম্পর্ক মধুর ও নিবিড়"– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	M	৩	M	৪	M	৫	L	৬	N	৭	M	৮	K	৯	N	১০	N	১১	N	১২	K	১৩	K	১৪	M	১৫	M
	১৬	K	১৭	L	১৮	L	১৯	L	২০	L	২১	L	২২	L	২৩	M	২৪	L	২৫	M	২৬	K	২৭	K	২৮	L	২৯	L	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ দৃশ্যকল্প-১ : রনি একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকুরী করেন। তার স্ত্রী ঘরে বসে "আউট সোর্সিং"-এর মাধ্যমে ভালো আয় করেন। এতে সংসার ভালোই চলছে।

দৃশ্যকল্প-২ : রমজান সাহেব একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও বৃদ্ধ মাকে নিয়ে গ্রামে বসবাস করেন। সম্প্রতি তিনি বড় ছেলে জনিকে বিয়ে করান। জনির অসুবিধার কথা চিন্তা করে রমজান সাহেব পুত্রবধুকে ছেলের সংগে শহরের বাসায় পাঠিয়ে দেন।

ক. Civitas সিভিটাস শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ঐশী মতবাদ বলতে কী বুঝ? ২

গ. পরিবারের কাঠামোর ভিত্তিতে রমজান সাহেবের ছেলে জনির পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রনির স্ত্রীর কাজ তার পরিবারের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক Civitas শব্দের অর্থ হলো নগর রাষ্ট্র।

খ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত ঐশী মতবাদ সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ। ঐশী মতবাদের মৌলিক ধারণা এমন যে, বিধাতা বা স্রষ্টা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক প্রতিনিধি এবং তিনি তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টা বা বিধাতার নিকট দায়ী; কিন্তু জনগণের নিকট নয়। এ মতবাদ অনুসারে শাসক, একাধারে যেমন রাষ্ট্রপ্রধান এবং অন্যদিকে তিনিই আবার ধর্মীয় প্রধান। এ মতবাদকে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ হিসেবেও অবিহিত করা হয়।

গ পরিবারের কাঠামোর ভিত্তিতে রমজান সাহেবের ছেলে জনির পরিবারটি হলো একক পরিবার।

পারিবারিক গঠন কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা– একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার গঠিত হয় বাবা-মা ও ভাইবোন নিয়ে। অর্থাৎ যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তান একত্রে বসবাস করে সে পরিবারকে একক পরিবার বলা হয়। এ ধরনের পরিবার ছোট হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর জনি রমজান সাহেবের বড় ছেলে। রমজান সাহেব তাকে বিয়ে দিয়ে তাকে শহরে বসবাসের জন্য পাঠান। তার সাথে তার স্ত্রীও বসবাস করবে। জনির দ্বারা সৃষ্ট এ ধরনের পরিবারটি হলো একক পরিবার। কারণ জনির পরিবারে সে এবং তার স্ত্রী বসবাস করবে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায়, জনির গঠিত পরিবারটি হলো একটি একক পরিবার।

ঘ রনির স্ত্রীর কাজটি পরিবারের অর্থনৈতিক কাজকে নির্দেশ করে। তার কাজটি পরিবারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যেসব কাজের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকে সেগুলোকেই পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ বলে। পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন চাহিদা মিটিয়ে পূরণের দায়িত্ব পরিবারের। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা মিটিয়ে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়েছে। আর এভাবেই বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে পরিবার সকল অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে।

উদ্দীপকের রনির স্ত্রী ঘরে বসে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে আয় করেন। এর মাধ্যমে তাদের সংসার ভালোই চলে। রনির স্ত্রীর এ কাজটি পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে। রনির স্ত্রীর এ ধরনের কাজের গুরুত্ব খুবই বেশি। কেননা পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ পরিবারের সকল চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করে। বলা যায়, অর্থনৈতিক কার্যাবলির মাধ্যমে পরিবারের অন্যান্য কার্যাবলি অর্থবহ হয়ে ওঠে। সময়ের পরিবর্তনে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরাও সেসব কর্মক্ষেত্রে অবদান রেখে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে যেমনটি উদ্দীপকের রনির স্ত্রীর কর্মকাণ্ডে লক্ষ করা যায়।

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায়, রনির স্ত্রীর উক্ত অর্থনৈতিক কাজ পরিবারের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০২ শিমুলতলী গ্রামের কৃষকগণ একটি সমিতি গঠন করে এর কার্যপ্রণালি বাস্তবায়নের জন্য কিছু নিয়মনীতি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এতে বিধান রাখা হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালা পরিবর্তন করা যাবে। অন্যদিকে একই গ্রামের দুগ্ধ খামারিরা সমিতির নিয়মনীতি পরিবর্তনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন উল্লেখ করে।

ক. বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ কয়টি? ১

খ. "সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের কৃষকদের সমিতির নিয়মাবলি কোন ধরনের সংবিধানের সংগে মিল রয়েছে তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুগ্ধ খামারী সমিতির বিধি বিধান কী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিচ্ছবি? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫৩টি।

খ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান।

সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়, তাহলে ঐ আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, ততোখানি বাতিল হয়ে যাবে। তাই সংবিধানই হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের কৃষকদের সমিতির নিয়মাবলির সাথে লিখিত সংবিধানের মিল রয়েছে।

লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের। যথা– লিখিত ও অলিখিত সংবিধান। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবন্ধ থাকে। সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে– এসব বিষয় সংবিধানে লিখিত আকারে লিপিবন্ধ থাকে। এক্ষেত্রে কোনো রীতিনীতি ও নিয়মকানুন পরিবর্তন করতে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির প্রয়োজন হয়।

উদ্দীপকের শিমুলতলী গ্রামের কৃষকগণ তাদের গঠিত সমিতির কার্যপ্রণালী বাস্তবায়নের জন্য কিছু নিয়মনীতি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। এতে বিধান রাখা হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালা পরিবর্তন করা যাবে। শিমুলতলী গ্রামের সমিতির এরূপ বর্ণনায় লিখিত সংবিধানের মিল পাওয়া যায়। কারণ লিখিত সংবিধানের ধারাগুলো নির্দিষ্ট দলিলে লিপিবন্ধ আকারে থাকে। এমনকি এ ধরনের সংবিধানের কোনো ধারা পরিবর্তনের জন্য বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজন হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুগ্ধ খামারি সমিতির বিধি বিধান আংশিকভাবে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিচ্ছবি।

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল যাতে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। কারণ এর কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এ সংবিধানে নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব (জনগণের মৌলিক অধিকার) তা উল্লেখ থাকায় এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন– জীবনধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি। এছাড়াও সংবিধানে সর্বজনীন ভোটাধিকার, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং জনগণের পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার কথা উল্লেখ রয়েছে।

উদ্দীপকের শিমুলতলী গ্রামের দুগ্ধ খামারিরা সমিতির নিয়মনীতি পরিবর্তনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন উল্লেখ করে। বাংলাদেশের সংবিধানের পরিবর্তন, সংশোধনের জন্য এরূপ নিয়ম লিপিবন্ধ রয়েছে। এদিক দিয়ে সমিতির নিয়মকানুন বাংলাদেশের সংবিধানকে ধারণ করে। তবে এর বাইরেও বাংলাদেশ সংবিধানের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, দুগ্ধ খামারিদের সমতিরি নিয়মকানুন বাংলাদেশ সংবিধানের আংশিক প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব মামুন বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি উচ্চশিক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং আবেদনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি মিতা নামের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিককে বিয়ে করেন। তাদের ১ম সন্তান বৃটেনে জন্ম নিলেও ২য় সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে।

ক. নাগরিকতা কী? ১

খ. নৈতিক অধিকার বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মামুন সাহেবের যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মামুন ও মিতা"– দম্পতির ১ম সন্তান ও ২য় সন্তানের নাগরিকত্বের ধরন কি একই রকম হবে? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান ভোগ করে তাই নাগরিকতা।

খ মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত অধিকারকে নৈতিক অধিকার বলে।

নৈতিক অধিকার মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। যেমন– দুর্বলের সাহায্য লাভের অধিকার নৈতিক অধিকার। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না যার ফলে এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। তাছাড়া এ অধিকার ভঙ্গকারীকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। নৈতিক অধিকার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

গ উদ্দীপকের মামুন সাহেব অনুমোদন সূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেন।

কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো– ১. সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, ২. সরকারি চাকরি করা, ৩. সততার পরিচয় দেওয়া, ৪. সে দেশের ভাষা জানা, ৫. সম্পত্তি ক্রয় করা, ৬. দীর্ঘদিন বসবাস করা ও ৭. সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে। কোনো ব্যক্তি যদি এর মধ্যে এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে, তবে সে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদন ওই রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে সে অনুমোদনসূত্রে দেশটির নাগরিক হবে।

উদ্দীপকের জনাব মামুন উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং আবেদনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। যেহেতু তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদনের মাধ্যমেই পেয়েছেন। এক্ষেত্রে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা লাভের এক বা একাধিক শর্ত পালন করতে হয়েছে।

ঘ মামুন ও মিতা দম্পতির ১ম সন্তান ও ২য় সন্তানের নাগরিত্বের ধরন একই হবে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থাননীতি উভয়নীতি অনুসরণ করে। কাজেই বাংলাদেশের বাবা-মায়ের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান জন্মস্থাননীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে।

উদ্দীপকের মামুন ও মিতা দম্পত্তির দুটি সন্তান হয়। তাদের মধ্যে প্রথম সন্তানটি বৃটেনে এবং দ্বিতীয় সন্তানটি যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তাদের নাগরিকত্বের ধরন একই হবে। কারণ মামুন সাহেব হলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। আর যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি উভয়টিই অনুসরণ করা হয়। ফলে তাদের ১ম সন্তানটি জন্মনীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। তবে যেহেতু মামুন সাহেবের স্ত্রী বৃটেনের নাগরিক সে হিসেবে তাদের ১ম সন্তান বৃটেনের নাগরিকত্ব পাবে। অন্যদিকে বৃটেন যেহেতু জন্মস্থাননীতি অনুসরণ করে না সে হিসেবে ২য় সন্তান এবং মামুন সাহেবকে অনুমোদনের মাধ্যমে বৃটেনের নাগরিকত্ব লাভ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সন্তানদ্বয়ের নাগরিকত্বে কিছুটা ভিন্নতা দেখা দিবে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, মামুন ও মিতা দম্পতির ১ম ও ২য় সন্তানের নাগরিকত্ব একই হবে আর সেটা হবে জন্মসূত্রে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ 'ক' ও 'খ রাষ্ট্র দুইটি পাশাপাশি হলেও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভিন্ন। 'ক' রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করতে পারে। অন্যদিকে 'খ' রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন শাসকের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই রাষ্ট্রে শাসন একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকায় এই দলের নেতাই সরকার প্রধান হয়।

ক. অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কত ধরনের? ১

খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'খ' রাষ্ট্রটির শাসন ব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রটি জনগণের দ্বারা জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসন ব্যবস্থা– উক্তিটির যুক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র চার প্রকার।

খ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায় যা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না।

পৃথিবীর অনেক দেশ আজও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। উৎপাদনের সকল উপকরণ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত নয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা না থাকায় উৎপাদন হ্রাস পায়। এতে নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়। মেধা বিকাশের সকল পথকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়।

গ 'খ' রাষ্ট্রটির শাসনব্যবস্থার ধরন একনায়কতান্ত্রিক।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হয় একনায়ক বা ডিকটেটর। একনায়কতান্ত্রিক শাসককে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে। কিন্তু তারা শাসকের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে।

উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যাস্ত না থেকে একজন শাসকের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকায় এই দলের নেতাই সরকার প্রধান হয়। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টত একনায়কতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কেননা, এ ব্যবস্থায় শাসকের কারও কাছে জবাবদিহিতা থাকে না। এতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। এই দলের নেতাই সরকারপ্রধান। তার ইচ্ছা অনুযায়ী দল পরিচালিত হয় এবং তার অন্ধ অনুসারীদের নিয়ে দল গঠিত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইন ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। একনায়কের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও বিচারকাজ সম্পন্ন করা হয়। 'এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা' একনায়কতন্ত্রের আদর্শ। এতে মনে করা হয়, সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য, এর বাইরে বা বিরুদ্ধে কিছু নয়।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রটি জনগণের দ্বারা জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসন ব্যবস্থা।– এ মন্তব্যটি যৌক্তিক। কারণ 'ক' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান।

গণতন্ত্র বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোকৃষ্ট ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করতে পারে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। আর গণতান্ত্রিক সরকার হলো জনগণের সরকার। এছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষিত হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, গণতন্ত্রের সর্বক্ষেত্রে জনগণের অধিকার সংরক্ষিত, জনগণ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। আর সরকারও সর্বদা জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। একারণেই আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, 'গণতন্ত্র হলো জনগণের, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা'।

প্রশ্ন ▶ ০৫ ঘটনা-১ : ১৯৮৯ সালে তিউনিসিয়ার জনগণ দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতা আকড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট আইন আল আবেদিন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে যা, পরে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

ঘটনা-২ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বর গেটিসবার্গে একটি বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেছিলেন। এই ভাষণে তিনি দীপ্তকণ্ঠে ক্রীতদাসদের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৬৫ সালে মার্কিন গৃহযুদ্ধের অবসানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ১ম ঘটনার উল্লিখিত আন্দোলনের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষণের সাথে আমাদের যে ঐতিহাসিক ভাষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভিশংসন হলো সংবিধান লঙ্ঘন বা কোনো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করে রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করার পদ্ধতি।

খ দ্বিজাতি তত্ত্বকে আমরা দুটি জাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করতে পারি।

ব্রিটিশ শাসন আমলেই অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কথিত একটি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন। তার এ তত্ত্বের নাম হচ্ছে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'।

গ ১ম ঘটনার উল্লিখিত আন্দোলনের সাথে পাঠ্যবইয়ের উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য রয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এটি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। সকল পেশাজীবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ বলা হয়েছে, ১৯৮৯ সালে তিউনিসিয়ার জনগণ দুই দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষমতা আকঁড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট আইন আল আবেদিন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে যা, পরে গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এরূপ বর্ণনায় আমার পাঠ্যবইয়ের ১৯৬৯ সালে সংঘঠিত গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কেননা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এটি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এটি বিপ্লবাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। সকল গণতান্ত্রিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এ আন্দোলনে যুক্ত হয়। এ গণআন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণাকে পাকাপোক্ত করে।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত ভাষণের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ ভাষণের তাৎপর্য ছিল অভূতপূর্ব।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন। এদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ভাষণ ছিল বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের দিকনির্দেশনাস্বরূপ। এখানে তিনি ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,...এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ বলা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বর গেটিসবার্গে একটি বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেছিলেন। এই ভাষণে তিনি দীপ্তকণ্ঠে ক্রীতদাসদের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৬৫ সালে মার্কিন গৃহযুদ্ধের অবসানকে ত্বরান্বিত করেছিল। এরূপ ভাষণের চিত্র পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাঝে। আর স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু তেজদীপ্ত কণ্ঠে বাঙালির মাঝে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বুনে দেন। সেটা লালন করে ২৬ শে মার্চ বীর বাঙালি শত্রুসেনার মুখোমুখি হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসীম সাহসিকতায়। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বাঙালি ঘরে ঘরে যার যা ছিল তাই নিয়ে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলে। এ দুর্গ এতটাই দুর্ভেদ্য ছিল যে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা।

সুতরাং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যায়, বিশ্বের ইতিহাসে ৭ই মার্চের ভাষণ হলো একটি সঞ্জীবনী শক্তি। যার স্পর্শে নিরীহ বাঙালি জাতি পরিণত হয় বীরের জাতিতে। তারা ছিনিয়ে আনে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য।

প্রশ্ন ▶ ০৬

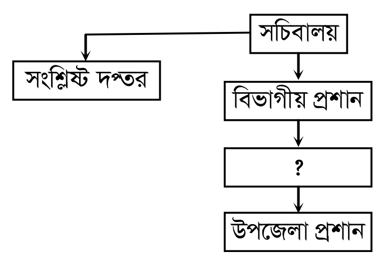

ক. মজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে? ১

খ. রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. '?' চিহ্নিত স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির পদমর্যাদা কী? তার উন্নয়নমূলক কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উন্নয়নমূলক কাজই কি তাঁর একমাত্র কাজ'? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

খ বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু ১০ বছরের বেশি তিনি তার পদে বহাল থাকতে পারেন না। তার বিরুদ্ধে কোনো অসৎ অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য কোনো সাংসদকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক এবং বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর হতে হবে।

গ প্রশ্নবোধক চিহ্নিত '?' স্থানে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির পদমর্যাদা হচ্ছে জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসন মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। দেশের সব জেলায় একজন করে জেলা প্রশাসক আছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের ছক চিত্রে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। সে হিসেবে '?' চিহ্নিত স্থানে জেলা প্রশাসন যুক্তিযুক্ত। যার প্রধানকে বলা হয় জেলা প্রশাসক। একজন জেলা প্রশাসক জেলার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকেন। তিনি জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন– শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাঁর। তিনি জেলার উন্নয়নের জন্য জেলার গণ্যমান্য লোকদের সাথে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের লক্ষ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জেলা প্রশাসকগণ জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

ঘ উন্নয়নমূলক কাজগুলোই তার অর্থাৎ জেলা প্রশাসকের একমাত্র কাজ নয়।

জেলা প্রশাসক জেলার সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ (শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি) বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাঁর। তিনি জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

একজন জেলা প্রশাসক শুধু জেলার উন্নয়নমূলক কাজ করেন না। বরং কেন্দ্র থেকে আসা সকল আদেশ-নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত তিনি তাঁর জেলায় বাস্তবায়ন করেন। জেলার বিভিন্ন অফিসের কাজ তদারক ও সমন্বয় করেন এবং জেলার বিভিন্ন শূন্য পদে লোক নিয়োগ করেন। তিনি জেলা কোষাগারের রক্ষক ও পরিচালক। জেলার সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাঁর। সে কারণে তিনি কালেক্টর নামে পরিচিত। জেলার মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। তিনি পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাছাড়া তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর যেমন– উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়নের কাজ তত্ত্বাবধান করেন। তিনি জেলার অধীনস্থ সকল বিভাগ ও সংস্থার কাজের সমন্বয় করেন। তাছাড়া তিনি জেলার সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে জেলার সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করেন। বিভিন্ন লাইসেন্স দেন, জেলার বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সে সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেন। এসব কাজের জন্য তাকে জেলার মূলস্তম্ভ বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, একজন জেলা প্রশাসক জেলার সেবক, পরিচালক ও বন্ধু হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▸ ০৭

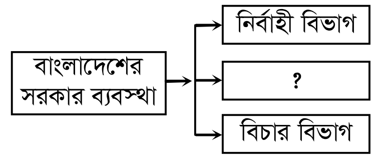

ক. সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী? ১

খ. উপজেলা প্রশাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. "?" চিহ্নিত স্থানের বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় "নির্বাহী বিভাগই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"– তুমি কি এ বক্তব্যের সংঙ্গে একমত? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট।

খ বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসনের তৃতীয় স্তর হলো উপজেলা প্রশাসন যা উপজেলা পরিষদ নামে পরিচিত।

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান ও একজন মহিলাসহ দুজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও তিন জন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এ পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর।

গ '?' চিহ্নিত বিভাগটি হলো আইন বিভাগ। আইন বিভাগ প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করে থাকে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। সেগুলো হচ্ছে- ১. শাসন বিভাগ, ২. আইন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ। আইনসভা হলো আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা আইনসভার আস্থার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের আইন বিভাগের নাম হলো জাতীয় সংসদ।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে দুটি বিভাগ হলো নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সে কারণে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে আইন বিভাগ বসবে। বাংলাদেশের আইন বিভাগের নাম জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে খসড়া বিলের আকারে তা সংসদে পেশ করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারী। সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো কর বা খাজনা আরোপ ও আদায় করা যায় না। সংসদ প্রতিবছর বাজেট পাস করে। সংসদ সংবিধানে উল্লিখিত নিয়মের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাজ জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইনসভা করে থাকে। তবে তাদের মূল কাজ আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা।

ঘ হ্যা, বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

বাংলাদেশের শাসন বিভাগ মূলত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত। এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা থাকায় শাসনকাজ পরিচালনা করে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদ। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ ও সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি সকলের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। প্রশাসনিক কার্যক্রম তার নামে পরিচালিত হলেও শাসন বিভাগের নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা করেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর আদেশ, নিষেধ ও পরামর্শ শুনতে বাধ্য থাকেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের শাসন বিভাগে প্রধানমন্ত্রীই মুখ্য।

বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত, পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদ নেতা। তিনি সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থের রক্ষক। জাতীয় স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন ও জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন। এছাড়া আছে মন্ত্রীসভা, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করেন। আর রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক হলেও তিনি সরকারের অন্যান্য বিভাগের প্রধানদের নিয়োগ কিংবা জরুরী অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। মূলত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীক শাসন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, শাসন বিভাগকে আইন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করলেও শাসন বিভাগের একচ্ছত্র নির্দেশনায় সারা দেশের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা মিলে সারাদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাই এটা স্পষ্ট হয় যে, সরকারের শাসনবিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ প্রকৃত ক্ষমতার বাস্তাবয়নকারী।

প্রশ্ন ▶ ০৮

ক. মৌলিক গণতন্ত্রের ধারা প্রবর্তন করেন কে? ১

খ. গেরিলা যুদ্ধ বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ছবিটি কোন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধে উপরোক্ত আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা আছে।"– তুমি কি এ কথায় একমত? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্রের ধারা প্রবর্তন করেন সামরিক শাসক আইয়ুব খান।

খ গেরিলা যুদ্ধ হলো যুদ্ধের একটি বিশেষ কৌশল যার মাধ্যমে শত্রুদের অপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের ঘায়েল করা হয়।

গেরিলা যুদ্ধ এমন এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি যেখানে ভূমি এবং ভৌগোলিক সুবিধা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করা হয়। গেরিলাযুদ্ধ অনেক সময়ে দুর্গম বনাঞ্চল এলাকায় হয়ে থাকে। গেরিলারা যুদ্ধ করার জন্য এবং সামরিক বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য অনেক রকম সামরিক কৌশল যেমন, অতর্কিত হামলা, অন্তর্ঘাত, ইট, ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এ পদ্ধতিতেই শত্রুসেনাদের ঘায়েল করে।

গ উদ্দীপকের ছবিটি হলো শহীদ মিনার। এটি ভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হলেও এর কাঠামোগত চরিত্রে মিল ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবদিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষার দাবিতে বিভিন্ন সময় আন্দোলন হয়েছে।

ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, "উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তখন ছাত্র সমাজ বিক্ষোভে ফেঁটে পড়ে। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালের ১৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় সূচিত হয়। ছাত্ররা এ সময় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তাদের থামাতে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে শহিদ হন সালাম, বরকত, শফিক, জব্বারসহ নাম না জানা আরও অনেকে। তাদের স্মৃতি অমর করে রাখতে নির্মাণ করা হয় উদ্দীপকের শহিদ মিনার।

ঘ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও মুক্তিযুদ্ধে উপরোক্ত আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা আছে। আমি এ কথার সাথে একমত পোষণ করছি।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নতুন যুগের সূচনা করে। এর মাধ্যমে বাঙালির মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার সূচনা হয় তা পরবর্তী সকল আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। যার চূড়ান্ত পরিণতি আমরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দেখতে পাই।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উদ্দীপকের শহিদ মিনার তথা ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে আমি মনে করি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে মিছিল বের করলে হানাদার পাকিস্তানি পুলিশ তাতে গুলি চালায়। এতে শহিদ হন সালাম, শফিক, জব্বার, রফিকসহ নাম না জানা আরও

অনেক বীর সন্তান। ফলে ভাষা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার **১৯৫৬** সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির মনে বপন করেছিল বাঙালি জাতীয়তাবোধের বীজ; যা ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রত্যেকটি আন্দোলনে বাঙালি জাতিকে অগ্রগামী করেছে। ওই আন্দোলনে যে ঐক্য ও বিপ্লবী চেতনার সৃষ্টি হয়, তা বাঙালি জাতির ইতিহাস রচনায় নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলনের চেতনা **১৯৫৪** সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, **১৯৬৯** সালে গণঅভ্যুত্থানকে বেগবান করেছে এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে **১৯৭১** সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে। ভাষা আন্দোলন বাঙালির মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছিল তা **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা যোগায়।

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায়, **১৯৫২** সালে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হয় তা পদে পদে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ হয়ে বর্ষিত হয় পাকিস্তান শত্রুসেনার ওপর। সে তোপে পাকিস্তান তিরোহিত হয়। আর এ বাংলার মাটিতে অঙ্কুরিত হয় সবুজ ঘাস, আকাশে উদিত হয় স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য।

প্রশ্ন ▶ ০৯ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

‘ক’ রাষ্ট্র	‘খ’ রাষ্ট্র
১. শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত।	১. শাসনভার মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত।
২. জনগণের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।	২. আইনসভার সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।
৩. রাষ্ট্রপতির পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত।	৩. নির্বাচনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে।

ক. একনায়কতন্ত্রের মূল আদর্শ কী? ১

খ. “গণতন্ত্রই হলো জনগণের ক্ষমতার উৎস”– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ‘ক’ রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার আলোকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ‘ক’ ও ‘খ’ রাষ্ট্র দুইটির সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি উত্তম বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতন্ত্রের মূল আদর্শ হলো এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা।

খ গণতন্ত্রই জনগণের ক্ষমতার প্রধান উৎস– উক্তিটি যৌক্তিক।

গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। অর্থাৎ জনগণ একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার ক্ষমতা তথা অধিকার ভোগ করতে পারে। অন্য কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণ তার মতামত সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। এমন কি অনেক সময় জনমতকে কলুষিত করা হয়। শুধু গণতন্ত্রই জনগণকে স্বাধীনভাবে তার মত প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। তাই বলা যায়, গণতন্ত্রই জনগণের ক্ষমতার প্রধান উৎস।

গ ‘ক’ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

আইন ও শাসন বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিভাগ। এ দুটি বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বা জবাবদিহিতার নীতির ভিত্তিতে সরকারের দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। যথা : সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা।

উদ্দীপকের ‘ক’ রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। জনগনের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতির পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত। এরূপ বর্ণনায় রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের প্রকৃতি প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই প্রকৃত শাসক ও সরকারপ্রধান। তিনি কোনো কাজে মন্ত্রিদের পরামর্শ ব্যবহার করতে পারেন, আবার নাও পারেন।

ঘ ‘ক’ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার এবং ‘খ’ রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার বিদ্যমান।

আইন ও শাসন বিভাগ সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ দুটি বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বা জবাবদিহিতা নীতির ভিত্তিতে সরকারের দুটি রূপ রয়েছে। যথা– সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

উদ্দীপকের ‘ক’ ও ‘খ’ সরকারব্যবস্থার মধ্যে আমি ‘ক’ তথা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে উত্তম মনে করি। কারণ, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় যুদ্ধ, জরুরি, অবস্থা বা অন্য কোনো সংকটকালে আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ না করেই রাষ্ট্রপতি দ্রুত, কার্যকর ও জোরালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পক্ষান্তরে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও কার্যকর শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে। যা সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পারে না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রিবর্গ আইনসভার সদস্যদের প্রভাব থেকে চাপ মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে মন্ত্রিবর্গ আইনসভার কাছে দায়বন্ধ থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় প্রত্যেক বিভাগ (আইন, শাসন ও বিচার) পৃথকভাবে কাজ করে কিন্তু সংসদীয় সরকারে এটি উপেক্ষিত থাকে। আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব মুক্ত হবার ফলে যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সংকট ও জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করতে পারে যা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পারে না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে দলীয় মনোভাব কম প্রদর্শিত হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি দলের চেয়ে জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়। তাই রাষ্ট্রপতি দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের মন্ত্রিপদে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু সংসদীয় সরকারে অতি দলীয় মনোভাব বিদ্যমান। তাই দলের সদস্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য মন্ত্রীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মেধা, যোগ্যতা যাচাই করা হয় না। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়।

উপরিউক্ত মন্ত্রিপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা থেকে আমি মনে করি উদ্দীপকের ‘খ’ বা মন্ত্রিপরিষদ সরকার অপেক্ষা ‘ক’ সরকার বা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা উত্তম।

প্রশ্ন ▸ ১০ মাসুদের বিদ্যালয়ে এবার অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে বিজয় দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান শিক্ষক বলেন, "আজকের এই দিনটি আমরা অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করেছি। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ"। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন পরিচালনা নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। যে আদর্শ ও চেতনা নিয়ে তারা যুদ্ধে নেমেছিল তার পরিপূর্ণতা আমাদের সংবিধান দিয়েছে।

ক. ছয়দফা দাবি কে পেশ করেন? ১
খ. ৬ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিজয় দিবস অর্জনের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "যে আদর্শ ও চেতনা নিয়ে তারা যুদ্ধে নেমেছিল তার পরিপূর্ণতা আমাদের সংবিধান দিয়েছে"− বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

খ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন। এদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু তেজদীপ্ত কণ্ঠে বাঙালির মাঝে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বুনে দেন। সেটা লালন করে ২৬শে মার্চ বীর বাঙালি শত্রুসেনার মুখোমুখি হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসীম সাহসিকতায়। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বাঙালি ঘরে ঘরে যার যা ছিল তাই নিয়ে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলে। এ দুর্গ এতটাই দুর্ভেদ্য ছিল যে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিজয় দিবস অর্জনের পটভূমি ছিল সুদূরপ্রসারী।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বিভিন্ন ঘটনাবলি ও সংগ্রামের সর্বশেষ পরিণতি। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে বাঙালি জাতি যে শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছিল তার প্রতিবাদ করেছে পদে পদে। কিন্তু সাময়িক প্রশান্তি মিললেও শোষণের খাড়া নেমে এসেছিল পুনরায়। তাই বাঙালি রুখে দাড়ায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে দেশকে স্বাধীন করার মহান ব্রত নিয়ে।

উদ্দীপকের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যে আমাদের মহান বিজয় দিবসের কথা উঠে এসেছে। কিন্তু এ বিজয় দিবস অর্জনের পথ ছিল অনেক কঠিন এবং ঘটনাবহুল। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার ওপর বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ বৈষম্য শুরু হয়েছিল প্রথমত ভাষার দিক থেকে। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এ কারণে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, পরবর্তীতে ৬৬-এর ছয় দফা এবং এ অবস্থার নিস্তার না হলে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল। ফলে ভীত পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার উপায়ন্তর না দেখে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করতে থাকে এবং নির্বাচনের রায় বানচাল করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

ঘ যে আদর্শ ও চেতনা নিয়ে তারা যুদ্ধে নেমেছিল তার পরিপূর্ণতা আমাদের সংবিধান দিয়েছে− মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৪৭ সালের পর থেকেই গণতন্ত্রের জন্য বাঙালিরা দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে। বাংলাদেশকে সত্যিকার একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা ছিল তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, অন্যকথায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র হবে সবার' এ চেতনা ও আদর্শ নিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে ছিল স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেতনা, যাকে আমরা বলি বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

একটি স্বতন্ত্র জাতির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র আবশ্যক হয়। আর বাঙালি জাতিসত্তার মধ্যে আমাদের নিজস্ব ভূখণ্ড, ভাষা-সাহিত্য, অসাম্প্রদায়িক বা সহিষ্ণু সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যগত চেতনা নিহিত রয়েছে। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক-বেসামরিক আমলা ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এ সংবিধানে মুক্তিযোদ্ধাদেরসহ দেশের সব মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। স্বাধীনতার পর প্রণীত আমাদের দেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতি হচ্ছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। এই চারটি আদর্শকে সামনে রেখেই লড়াই করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ১১

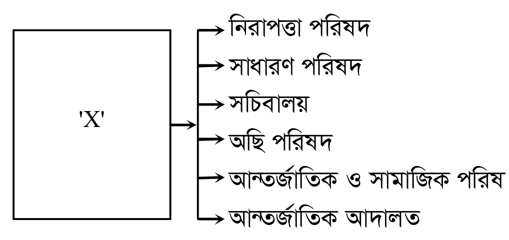

ক. OIC এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. লিগ অব নেশন কেন গঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ডায়াগ্রামে প্রদর্শিত 'X' সংস্থাটির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সঙ্গে উক্ত সংস্থাটির সম্পর্ক মধুর ও নিবিড়"− উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC এর পূর্ণরূপ হলো Organization of Islamic Co-operation.

খ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালে লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল।

মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। প্রথমটি ছিল ১৯১৪–১৯১৮ সাল পর্যন্ত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। যা ছিল মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় বিরাট বাধা। সেজন্য যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী চলছে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা। তাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ১৯২০ সালে লিগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকের ডায়াগ্রামে প্রদর্শিত 'X' সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিশ্বনেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পরবর্তী বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় জাতিসংঘের জন্ম। বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ বাসস্থান হিসেবে গড়ে তুলতে জাতিসংঘের সদস্যগুলো একযোগে কাজ করে।

উদ্দীপকে ছকে 'X' এর ছয়টি শাখা নির্দেশ করা হয়েছে যেটি স্পষ্টভাবে জাতিসংঘকে উপস্থাপন করে। কারণ জাতিসংঘ ছয়টি শাখার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও দেশগুলোর সমৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, খাদ্য, কৃষি ও শিক্ষার প্রসার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, মৌলিক মানবাধিকার কার্যকর করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক বিষয়ে সাধারণ পরিষদে সুপারিশ প্রেরণ করা এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া অছি পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়। অছিভুক্ত অঞ্চলের উন্নতি এবং এলাকার অধিবাসীদের শিক্ষা প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হচ্ছে অছি পরিষদের দায়িত্ব। এছাড়া অছি এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অছি এলাকার জনগণের আবেদন ও অভিযোগ পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া এবং অছি এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা দেখা ও প্রতিবেদন পেশ করা অছি পরিষদের কাজ। এভাবে জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধি আনয়নে ভূমিকা পালন করে।

ঘ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাথে উক্ত সংস্থা তথা জাতিসংঘের সম্পর্ক মধুর ও নিবিড়– মন্তব্যটি যথার্থ।

বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ। ছয়টি শাখার মাধ্যমে সে মহান ব্রত পালনে সচেষ্ট হয়। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী শাখা হলো নিরাপত্তা পরিষদ। বাংলাদেশও এর প্রতিদান স্বরূপ সারাবিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বিশ্বে শান্তি প্রাতিষ্ঠার একটি বিশেষ বাহিনী হলো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী। শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অন্যতম সদস্য দেশ। শুরু থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কর্মকাণ্ডে সমর্থন জানাচ্ছে ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সর্বপ্রথম ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ নামিবিয়া (UNITAG) এবং ইরাক-ইরানে (UNIIMOG) দুটি শান্তিরক্ষার অপারেশনে অংশগ্রহণের জন্য সেনাসদস্য প্রেরণ করে। তখন থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ৪০টি দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষাকারী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে এ পর্যন্ত প্রায় ১.৪৬ লক্ষ সেনাসদস্য পাঠিয়েছে। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৭১০ জন নারী পুলিশ মিশন শেষ করে দেশে ফিরেছেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষাকারীদের 'The cream of UN peacekeepers' বলে আখ্যায়িত করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে। ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায়, শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের এ অবদান আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 140

সময় : ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান– ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
তমা বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে কিছু বখাটে যুবক উত্যক্ত করায় তার বাবা বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে। প্রশাসন উক্ত যুবকদেরকে এক মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

১. উদ্দীপকে তমার কোন ধরনের অধিকার খর্ব হয়েছে?
ⓚ অর্থনৈতিক ⓚ রাজনৈতিক ⓖ সামাজিক ⓖ আইনগত

২. বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসনের প্রথম স্তর কোনটি?
ⓚ ইউনিয়ন পরিষদ ⓚ উপজেলা প্রশাসন
ⓖ জেলা প্রশাসন ⓖ বিভাগীয় প্রশাসন

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বেশি ছিল–
ⓚ কৃষক ও ছাত্র ⓚ পুলিশ ও ছাত্র
ⓖ সেনা সদস্য ও ছাত্র ⓖ নৌবাহিনী ও ছাত্র

৪. মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু কে?
ⓚ রাষ্ট্রপতি ⓚ স্পিকার ⓖ প্রধানমন্ত্রী ⓖ প্রধান বিচারপতি

☐ দোয়েল নামক একটি সংঘের সকল সদস্যদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উক্ত সংঘের নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কারো ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তা পরিবর্তন করা যায় না।

৫. উদ্দীপকে দোয়েল নামক সংঘের নিয়ম-কানুনের সাথে কোন সংবিধানের মিল রয়েছে?
ⓚ অলিখিত সংবিধান ⓚ সুপরিবর্তনীয় সংবিধান
ⓖ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ⓖ লিখিত সংবিধান

৬. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে কোন দেশে?
ⓚ যুক্তরাষ্ট্রে ⓚ যুক্তরাজ্যে ⓖ ভুটানে ⓖ সৌদি আরবে

৭. ওআইসি-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাষ্ট্র কয়টি?
ⓚ ৫৭ ⓚ ৫৪ ⓖ ৫১ ⓖ ২৩

৮. রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদ কোনটি?
ⓚ ঐশী মতবাদ ⓚ বল প্রয়োগ মতবাদ
ⓖ ঐতিহাসিক মতবাদ ⓖ সামাজিক চুক্তি মতবাদ

৯. মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে কোথায় বাস করে?
ⓚ সমাজে ⓚ গোত্রে ⓖ রাষ্ট্রে ⓖ সংগঠনে

১০. কোন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হয়?
ⓚ গণতান্ত্রিক ⓚ কল্যাণমূলক ⓖ পুঁজিবাদী ⓖ সমাজতান্ত্রিক

১১. সুনাগরিকের গুণাবলি হলো–
i. বুদ্ধি ii. ন্যায়বোধ iii. আত্মসংযম
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
অনিক তার বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি ও দাদা-দাদিকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। অপরদিকে তার বন্ধু সুমনের বাবা-মা চাকুরিজীবী হওয়ায় তারা সুমনকে বেশি সময় দিতে পারেন না। বাসায় আর কেউ না থাকায় সুমনের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

১২. পারিবারিক গঠনকাঠামোর ভিত্তিতে অনিকের পরিবারটি কোন ধরনের?
ⓚ একক ⓚ যৌথ ⓖ পিতৃতান্ত্রিক ⓖ মাতৃতান্ত্রিক

১৩. সুমনের মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন–
i. মায়া-মমতা ii. সৌহার্দ্য iii. সহমর্মিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৪. কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থায় খরচ কম ও সহজে যেকোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে?
ⓚ যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓚ এককেন্দ্রিক
ⓖ গণতান্ত্রিক ⓖ একনায়কতান্ত্রিক

১৫. নতুন পরিস্থিতি ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে কোন ধরনের সংবিধান?
ⓚ অলিখিত ⓚ লিখিত ⓖ সুপরিবর্তনীয় ⓖ দুষ্পরিবর্তনীয়

১৬. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কে পেশ করেন?
ⓚ শেখ মুজিবুর রহমান ⓚ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ⓖ এ. কে. ফজলুল হক ⓖ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৭. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী?
ⓚ জজ কোর্ট ⓚ সুপ্রিম কোর্ট ⓖ হাইকোর্ট ⓖ আপিল বিভাগ

১৮. সরকার ও দেশের নাগরিকদের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে কোন পরিষদ?
ⓚ উপজেলা পরিষদ ⓚ জেলা পরিষদ
ⓖ মন্ত্রিপরিষদ ⓖ জাতীয় সংসদ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রুমা তার দাদার নিকট একটি আন্দোলনের গল্প শুনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। উক্ত আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। উক্ত আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯. রুমা তার দাদার নিকট কোন আন্দোলনের কথা শুনেছিল?
ⓚ মুক্তিযুদ্ধ ⓚ ভাষা আন্দোলন
ⓖ অসহযোগ আন্দোলন ⓖ ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান

২০. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করে–
i. বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে ii. অধিকার সচেতনতার মাধ্যমে
iii. মৌলিক গণতন্ত্র চালুর মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২১. রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল কোনটি?
ⓚ সরকার ⓚ সংগঠন ⓖ চুক্তি ⓖ সংবিধান

২২. কোন কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছিল?
ⓚ ৮ দফা ⓚ ২১ দফা ⓖ ৬ দফা ⓖ ১১ দফা

২৩. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে জাতিসংঘের কোন সংস্থা?
ⓚ সাধারণ পরিষদ ⓚ নিরাপত্তা পরিষদ
ⓖ জাতিসংঘ সচিবালয় ⓖ অছি পরিষদ

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' দেশের নাগরিকগণ সম্পত্তির মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

২৪. 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান?
ⓚ পুঁজিবাদী ⓚ সমাজতান্ত্রিক
ⓖ গণতান্ত্রিক ⓖ একনায়কতান্ত্রিক

২৫. কমনওয়েলথ-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ⓚ জাপানে ⓚ যুক্তরাজ্যে ⓖ নিউজিল্যান্ডে ⓖ পর্তুগালে

২৬. বাংলাদেশ সংবিধান কখন জাতীয় গণপরিষদে গৃহীত হয়?
ⓚ ৪ নভেম্বর, ১৯৭১ ⓚ ১৬ অক্টোবর, ১৯৭২
ⓖ ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ ⓖ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

২৭. রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কোনটি?
ⓚ সার্বভৌমত্ব ⓚ সরকার ⓖ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ⓖ জনগণ

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আকলিমা একটি আঞ্চলিক সংস্থায় তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করেন।

২৮. আকলিমা কোন সংস্থায় কাজ করেন?
ⓚ জাতিসংঘ ⓚ কমনওয়েলথ ⓖ সার্ক ⓖ ওআইসি

২৯. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশ গঠনে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো–
i. তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো
ii. মাত্র নয় মাসের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন
iii. আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুনাম অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. তথ্য অধিকার আইনটি জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় কখন?
ⓚ ৩০ মার্চ, ২০০৯ ⓚ ৩০ মার্চ, ২০০৮
ⓖ ২৫ জুন, ২০০৭ ⓖ ৩০ এপ্রিল, ২০০৬

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব কায়সার উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডায় গমন করেন। উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পরে সেদেশে সরকারি চাকরি লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন চাকরি করার পর সেদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করেন এবং সেদেশের নাগরিকত্ব লাভ করার কিছুদিন পর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কানাডায় নিয়ে যান। তারাও সেদেশের নাগরিকত্ব লাভ করে।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. দ্বৈত নাগরিকতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের জনাব কায়সার যে পদ্ধতিতে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করল– তা বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. জনাব কায়সারের পরিবার কীভাবে কানাডায় বসবাসের অনুমতি পেল? উক্ত নাগরিকত্ব লাভের নীতিগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

২। জনাব ফারুক একজন শিক্ষিত ও মার্জিত ব্যক্তি। তিনি পিতা-মাতা ও সন্তানদের নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। তিনি পরিবারের সকল ব্যয়বহন করেন। পরিবারের সকলের সুন্দর মানসিক বিকাশের জন্য তিনি পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে ভ্রমণে বের হন এবং সবাইকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করেন।

ক. যৌথ পরিবার কাকে বলে? ১

খ. পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ফারুকের পরিবার কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ফারুকের কাজসমূহ পরিবারের একমাত্র কাজ নয়।' উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩। স্বপ্না রত্না নবম শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্রী। তারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। স্বপ্না মনে করে, শক্তি প্রয়োগের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। শক্তিশালী ব্যক্তিরাই দুর্বলদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। অপরপক্ষে রত্না বলে, সমাজে জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। জনগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অন্যের উপর শাসন করার ক্ষমতা অর্পণ করে।

ক. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র উৎপত্তির কোন মতবাদকে অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক বলেছেন? ১

খ. মানুষ সমাজে বসবাস করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের স্বপ্না রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো মতবাদকে সমর্থন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রত্না ও স্বপ্নার রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে তুমি কোন মতবাদকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। করিম সাহেবের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। বাবার মৃত্যুর পর মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ চাইলে, ছেলেরা নানা অজুহাত পেশ করে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় বোনেরা ঝগড়া বিবাদ না করে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা সকলে আদালতের রায় অনুযায়ী যার যার সম্পত্তির দখল বুঝে পায়।

ক. আইনগত কর্তব্য কী? ১

খ. 'অধিকার ভোগ করতে হলে, কর্তব্য পালন করতে হয়'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের করিম সাহেবের মেয়েরা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. করিম সাহেবের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সুনাগরিকের গুণাবলি ফুটে উঠেছে। – বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। 'ক' অঞ্চলটি দীর্ঘদিন 'খ' অঞ্চল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। 'ক' অঞ্চলের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে রনি সাহেব সদস্য নির্বাচিত হন। অপরদিকে গতবারে নির্বাচিত সদস্য জহির সাহেব পরাজিত হন। তিনি পরাজয় মেনে না নিয়ে রনি সাহেবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানীমূলক মামলা দায়ের করেন। প্রশাসন রনি সাহেবকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখেন। 'ক' অঞ্চলের তীব্র আন্দোলনের ফলে প্রশাসন রনি সাহেবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পর্যায়ক্রমে 'ক' অঞ্চলের জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

ক. পাকিস্তান সৃষ্টির মূল ভিত্তি কী ছিল? ১

খ. ৬ দফা কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জহির সাহেবের আচরণের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রনি সাহেবের নির্বাচনী এলাকার জনগণের সাথে তুমি বাঙালী জাতির কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্য দেখতে পাও? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

X	Y
* সুস্পষ্ট	* অস্পষ্ট
* স্থিতিশীল	* অস্থিতিশীল
* যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যবস্থার জন্য সহায়ক	* এককেন্দ্রিক সরকারের জন্য সহায়ক

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১

খ. বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকে 'Y' এ কোন ধরনের সংবিধানের দিকে ইঙ্গিত করে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকের X ও Y এর মধ্যকার কোন সংবিধানটি উত্তম? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। বিশ্বের সকল মুসলমানের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৭। বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রই এর সদস্য। এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়।

ক. SAARC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির নাম কী? মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় উক্ত সংগঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। মি. অলক সিদ্ধান্ত নিল তার একমাত্র মেয়েকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াবেন। এতে মি. অলকের বড় ভাই মি. পুলক বাঙালি জাতি ভাষার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তার ভাতিজিকে বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর জন্য পরামর্শ দেন। মি. অলক তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মেয়েকে বাংলা মাধ্যমে ভর্তি করান।

ক. যুক্তফ্রন্ট কখন গঠিত হয়? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের মি. পুলক বাঙালিদের কোন আন্দোলনে আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মি. অলক যে আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন তা বাঙালি জাতিয়তাবাদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯।

সংস্থা	প্রতিষ্ঠাকাল	সদস্য সংখ্যা	সদর দপ্তর
A	১৯৪৯ সাল	৫৪টি	লন্ডন
B	১৯৮৫ সাল	০৮টি	কাঠমন্ডু
C	১৯৪৫ সাল	১৯৩টি	নিউইয়র্ক

ক. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে? ১

খ. অছি এলাকা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চার্ট 'A' এর সংস্থাটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'B' সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।" – উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১০। মি. তানভীর 'X' দেশের আইন পরিষদের সদস্য। উক্ত পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৫০। উক্ত পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং সরকার গঠন করেন। সরকার তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ।

ক. জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন? ১

খ. গ্রাম আদালত কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' দেশের আইনসভার নাম কী? উক্ত আইনসভার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দেশের প্রয়োজনীয় আইন তৈরিতে উক্ত পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম"। উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১।

'ক' রাষ্ট্রপ্রধান	'খ' রাষ্ট্রপ্রধান
* জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত	* জনগণের ভোটে নির্বাচিত
* জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেন	* আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা
* আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন	* আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ

ক. রাজতন্ত্র কী? ১

খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনমতের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় 'খ' রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায়, তুমি কি একমত? উক্তিটির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	N	৩	K	৪	M	৫	M	৬	N	৭	N	৮	M	৯	K	১০	K	১১	N	১২	L	১৩	N	১৪	L	১৫	K
	১৬	M	১৭	L	১৮	M	১৯	L	২০	K	২১	N	২২	M	২৩	L	২৪	K	২৫	L	২৬	M	২৭	K	২৮	*	২৯	N	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব কায়সার উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডায় গমন করেন। উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পরে সেদেশে সরকারি চাকরি লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন চাকরি করার পর সেদেশের নগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করেন এবং সেদেশের নাগরিকত্ব লাভ করার কিছুদিন পর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কানাডায় নিয়ে যান। তারাও সেদেশের নাগরিকত্ব লাভ করে।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. দ্বৈত নাগরিকতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকর জনাব কায়সার যে পদ্ধতিতে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করল– তা বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. জনাব কায়সারের পরিবার কীভাবে কানাডায় বসবাসের অনুমতি পেল? উক্ত নাগরিকত্ব লাভের নীতিগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে তাকে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বলে।

খ একজন ব্যক্তির একই সাথে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থাননীতি উভয়নীতি অনুসরণ করে। কাজেই বাংলাদেশের বাবা-মায়ের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান জন্মস্থাননীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে।

গ উদ্দীপকের জনাব কায়সার অনুমোদনসূত্রে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করেছেন।

কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো– ১. সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, ২. সরকারি চাকরি করা, ৩. সততার পরিচয় দেওয়া, ৪. সে দেশের ভাষা জানা, ৫. সম্পত্তি ক্রয় করা, ৬. দীর্ঘদিন বসবাস করা ও ৭. সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে। কোনো ব্যক্তি যদি এর মধ্যে এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে, তবে সে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদন ওই রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে সে অনুমোদনসূত্রে দেশটির নাগরিক হবে।

উদ্দীপকের জনাব কায়সার উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডায় গমন করেন। উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পর সেদেশে সরকারি চাকরি লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন চাকরি করার পর সেদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করেন এবং সেদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তিনি অনুমোদনসূত্রে উক্ত দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। কারণ তিনি ঐ দেশে সরকারি চাকরি করেন যার প্রেক্ষিতে কানাডা সরকার তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করেছে।

ঘ জনাব কায়সারের পরিবার অনুমোদনসূত্রে কানাডায় বসবাসের অনুমতি পেল।

সারা পৃথিবী জুড়ে নাগরিকতা লাভের সাধারণত দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা– জন্মসূত্র ও অনুমোদনসূত্রে। অনুমোদনসূত্রে এক দেশের নাগরিক অন্য দেশের নাগরিকতা লাভ করে থাকে। সাধারণত কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক দেশের নাগরিক ঐ দেশে নাগরিকতা লাভের অনুমোদন লাভ করে।

উদ্দীপকের জনাব কায়সার অনুমোদনসূত্রে কানাডার নাগরিকতা লাভ করে। তিনি নাগরিকত্ব লাভ করার কিছুদিন পর স্ত্রী ও সন্তানদের কানাডায় নিয়ে যান। তারাও সেদেশের নাগরিকত্ব লাভ করে। তাদের এরূপ নাগরিকত্ব লাভ মূলত অনুমোদনসূত্রে হয়েছে। কারণ জনাব কায়সারের স্ত্রী কিংবা তার সন্তান ঐ দেশে জন্মগ্রহণ করেনি। সে হিসেবে কায়সার যেহেতু ঐ দেশের নাগরিক তার স্ত্রী-সন্তানও তাই তার সাথে বসবাস করার অধিকার রাখে। তাই জনাব কায়সারের সাথে দীর্ঘদিন বসবাস করার কারণে অর্থাৎ ঐ দেশে দীর্ঘদিন বসবাসের কারণেই তারা অনুমোদন সূত্রে কানাডার নাগরিকতা লাভ করেছে। কারণ অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা লাভের কতকগুলো নীতি রয়েছে। যেমন, (১) ঐ রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, (২) সরকারি চাকরি করা, (৩) সততার পরিচয় দেওয়া, (৪) সেই দেশের ভাষা জানা, (৫) সম্পত্তি ক্রয় করা, (৬) দীর্ঘদিন বসবাস করা, (৭) সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। এসব নীতির বা শর্তের এক বা একাধিক পালন করার সুবাদে এক দেশের নাগরিক অন্য দেশের নাগরিকতা লাভ করতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, জনাব কায়সারের পরিবার অনুমোদনসূত্রে কানাডার নাগরিকতা লাভ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব ফারুক একজন শিক্ষিত ও মার্জিত ব্যক্তি। তিনি পিতা-মাতা ও সন্তানদের নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। তিনি পরিবারের সকল ব্যয়বহন করেন। পরিবারের সকলের সুন্দর মানসিক বিকাশের জন্য তিনি পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে ভ্রমণে বের হন এবং সবাইকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করেন।

ক. যৌথ পরিবার কাকে বলে? ১

খ. পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ফারুকের পরিবার কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ফারুকের কাজসমূহ পরিবারের একমাত্র কাজ নয়।' উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিবারে বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে।

খ পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে। এর মধ্যে শিক্ষামূলক কাজ পরিবারের অন্যতম কাজ।

আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ। আর পরিবারে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বলে পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বা জীবনের প্রথম পাঠশালা বলা হয়।

গ জনাব ফারুকের পরিবারটি হলো যৌথ পরিবার।

পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা– একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবার হচ্ছে সেই পরিবার যেখানে বাবা-মা, ভাইবোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। মূলত যৌথ পরিবার হচ্ছে একাধিক একক পরিবারের সমষ্টি। এ পরিবারের বন্ধন মূলত রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এ পরিবারের সদস্যরা একত্রে উপার্জন, ব্যয় ও ভোগ করে।

উদ্দীপকের জনাব ফারুক পিতা-মাতা ও তার সন্তানদের নিয়ে একত্রে বসাবস করেন। সুতরাং তার পরিবারটি হলো যৌথ পরিবার, কারণ যৌথ পরিবারে একাধিক একক পরিবারের বসবাস লক্ষ করা যায়। যেমনটি জনাব ফারুকের পরিবারে রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে পরিবারে অর্থনৈতিক ও বিনোদনমূলক কার্যাবলি প্রকাশ পেয়েছে। এর বাইরেও পরিবারের নানাবিধ কার্যাবলি রয়েছে।

পরিবার হলো একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য পরিবারের কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠান আজ অবধি গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তির ক্ষুদ্র প্রয়োজন থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে পরিবার নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব ফারুক পরিবারের সকল ব্যয়বহন করেন। পরিবারের সকলের সুন্দর মানসিক বিকাশের জন্য তিনি পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে ভ্রমণে বের হন এবং সবাইকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করেন। ফারুকের এরূপ কর্মকাণ্ডে পরিবারের অর্থনৈতিক ও বিনোদনমূলক কাজ প্রতিফলিত হয়েছে। এর বাইরেও পরিবার নানাবিধ কার্যাবলি যেমন জৈবিক কাজ, শিক্ষামূলক কাজ, মনস্তাত্ত্বিক কাজ, রাজনৈতিক কাজ প্রভৃতি সম্পাদন করে। সাধারণত সন্তান জন্মদান ও তাদের লালনপালনের মাধ্যমে বড় করে তোলার মাধ্যমে পরিবার তার জৈবিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এছাড়া পরিবারেই আমাদের শিক্ষাজীবনের হাতে খড়ি হয় যা পরিবারের শিক্ষামূলক কাজকে নির্দেশ করে। আবার, পরিবারে সাধারণত মা-বাবা কিংবা বড় ভাই-বোন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আমরা ছোটরা তাঁদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলি। তারাও আমাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করেন। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিক্ষা দেন যা আমাদের সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। এভাবে পারিবারিক শিক্ষা ও নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে পরিবারেই শিশুর রাজনৈতিক শিক্ষা শুরু হয়। এছাড়া পরিবার মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। নিজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে ভাগাভাগি করে প্রশান্তি লাভ করা যায়। এগুলো পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজকে নির্দেশ করে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, পরিবার তার সদস্যদের জীবনকে সুন্দর এবং সাবলীল করার জন্য নানা রকম কাজ সম্পাদন করে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ স্বপ্না রত্না নবম শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্রী। তারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। স্বপ্না মনে করে, শক্তি প্রয়োগের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। শক্তিশালী ব্যক্তিরাই দুর্বলদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। অপরপক্ষে রত্না বলে, সমাজে জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। জনগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অন্যের উপর শাসন করার ক্ষমতা অর্পণ করে।

ক. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র উৎপত্তির কোন মতবাদকে অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক বলেছেন? ১
খ. মানুষ সমাজে বসবাস করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের স্বপ্না রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো মতবাদকে সমর্থন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রত্না ও স্বপ্নার রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে তুমি কোন মতবাদকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশী মতবাদকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক বলেছেন।

খ অস্তিত্ব রক্ষা ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সমাজে বাস করে।

মানুষ সামাজিক জীব। নিজেদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তোলে। কারণ একাকি কোনো প্রয়োজন পূরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশ মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। এসব কারণে মানুষ সমাজে বসবাস করে।

গ উদ্দীপকের স্বপ্না রাষ্ট্র সৃষ্টির বল প্রয়োগ মতবাদকে সমর্থন করছে।

বলপ্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়েছে, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি এভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ডেভিড হিউম ও জেলেনিক এ মতবাদে বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস বলেন, "ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায়, আধুনিক সকল রাষ্ট্রই সার্থক রণকৌশলের ফলশ্রুতি।"

উদ্দীপকের স্বপ্না মনে করে, শক্তি প্রয়োগের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। শক্তিশালী ব্যক্তিরাই দুর্বলদের ওপর অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। স্বপ্নার এরূপ ধারণা রাষ্ট্র সৃষ্টির শক্তি বা বল প্রয়োগ মতামতেক উপস্থাপন করে।

ঘ উদ্দীপকে স্বপ্না শক্তি বা বল প্রয়োগ মতবাদ এবং রত্না রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদকে সমর্থন করে। এ দুই মতবাদের মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও বলপ্রয়োগ মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতে গিয়ে জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা না পেয়ে চুক্তি করার মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। বলপ্রয়োগ মতবাদের সমর্থকদের মতে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তির জোরেই টিকে আছে।

উদ্দীপকের রত্নার বক্তব্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, স্বপ্নার বক্তব্যে বলপ্রয়োগে রাষ্ট্র গঠনের মতবাদের সমর্থন রয়েছে। এ মতবাদ অনুযায়ী সমাজের শক্তিশালীরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলদের ওপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু রত্নার মত ও যুক্তি অনুযায়ী আদিকালে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো। কালক্রমে পরিবার সৃষ্টি হয় এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাতে সম্পত্তি নিয়ে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের সংঘাত সৃষ্টি হয়। এ অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। রত্নার এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের পক্ষে সমর্থন করার কারণ হলো বল প্রয়োগ করে কখনো রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সেখানে সর্বদা বিশৃঙ্খলার অস্তিত্ব থাকবেই। সুতরাং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে বলপ্রয়োগ মতবাদ ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হয়েছে।

অতএব আলোচনা শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, স্বপ্নার বক্তব্য অপেক্ষা রত্নার বক্তব্যই শ্রেয়। অর্থাৎ বলপ্রয়োগ মতবাদ অপেক্ষা সামাজিক চুক্তি মতবাদই রাষ্ট্র সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিবাদী মতবাদ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ করিম সাহেবের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। বাবার মৃত্যুর পর মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ চাইলে, ছেলেরা নানা অজুহাত পেশ করে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় বোনেরা ঝগড়া বিবাদ না করে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা সকলে আদালতের রায় অনুযায়ী যার যার সম্পত্তির দখল বুঝে পায়।

ক. আইনগত কর্তব্য কী? ১

খ. 'অধিকার ভোগ করতে হলে, কর্তব্য পালন করতে হয়'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের করিম সাহেবের মেয়েরা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. করিম সাহেবের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সুনাগরিকের গুণাবলি ফুটে উঠেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের আইন দ্বারা আরোপিত কর্তব্যকে আইনগত কর্তব্য বলে।

খ অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

অধিকার ভোগের মধ্যে কর্তব্য নিহিত থাকে। যেমন আমার পথ চলার অধিকার আছে, আবার অন্যজনকে পথ চলতে দেওয়া আমার কর্তব্য। অর্থাৎ আমি অন্যকে পথ চলতে না দিলে অন্য কেউ আমাকেও পথ চলতে বাধা দেবে। একইভাবে, রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার না করে বা আইন না মেনে রষ্ট্রের অধিকার ভোগ করা যায় না। অতএব, কর্তব্য পালন করা ছাড়া অধিকারও ভোগ করা যায় না।

গ উদ্দীপকের করিম সাহেবের মেয়েরা সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

অধিকার প্রধানত দুই প্রকার। যথা– নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার। সামাজিক অধিকার হলো আইনগত অধিকারের অন্তর্গত। সমাজে সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য আমরা সামাজিক অধিকার ভোগ করি। যেমন– জীবন রক্ষার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের, সম্পত্তি লাভের ও ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি।

উদ্দীপকের করিম সাহেবের মৃত্যুর পর তার মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ চাইলে, ছেলেরা নানা অজুহাত পেশ করে এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এভাবে করিম সাহেবের মেয়েদের পৈর্তৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অর্থ হলো তাদের সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। কারণ ব্যক্তির সম্পত্তি লাভের অধিকার হলো সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ করিম সাহেবের মেয়েদের মধ্যে সুনাগরিকের গুণাবলি ফুটে উঠেছে।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মাঝে যে বুদ্ধিমান, যার বিবেক রয়েছে এবং যে আত্মসংযমী তাকে সুনাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, যে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যে বিবেক দ্বারা ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পেরে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ থাকে। যথা– বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।

উদ্দীপকের করিম সাহেবের ছেলেরা বোনদের সম্পত্তি আত্তসাৎ করতে চেয়েছে। যেটা সুনাগরিকের পরিপন্থি। তবে মেয়েরা সুনাগরিকের পরিচয় দিয়েছে। ভাইয়েরা তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে তারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়নি। এতে সুনাগরিকের অন্যতম গুণ বুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে। এছাড়া তারা রাষ্ট্রের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার মাধ্যমে বিবেক গুণের প্রকাশ ঘটিয়েছে। আবার তারা আদালতের রায় মেনে নিয়ে আত্মসংযম গুণের প্রকাশ করেছে। এভাবে করিম সাহেবের মেয়েদের মাঝে সুনাগরিকতার গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, করিম সাহেবের মেয়েদের মাঝে সুনাগরিকতার গুণাবলি প্রকাশ পেলেও তার ছেলেরা সুনাগরিক নয়।

প্রশ্ন ▸ ০৫ 'ক' অঞ্চলটি দীর্ঘদিন 'খ' অঞ্চল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। 'ক' অঞ্চলের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে রনি সাহেব সদস্য নির্বাচিত হন। অপরদিকে গতবারে নির্বাচিত সদস্য জহির সাহেব পরাজিত হন। তিনি পরাজয় মেনে না নিয়ে রনি সাহেবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানীমূলক মামলা দায়ের করেন। প্রশাসন রনি সাহেবকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটকে রাখেন। 'ক' অঞ্চলের তীব্র আন্দোলনের ফলে প্রশাসন রনি সাহেবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পর্যায়ক্রমে 'ক' অঞ্চলের জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

ক. পাকিস্তান সৃষ্টির মূল ভিত্তি কী ছিল? ১

খ. ৬ দফা কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জহির সাহেবের আচরণের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রনি সাহেবের নির্বাচনী এলাকার জনগণের সাথে তুমি বাঙালী জাতির কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্য দেখতে পাও? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান সৃষ্টির মূল ভিত্তি ছিল লাহোর প্রস্তাব।

খ ছয় দফা দাবিতে বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের ও মুক্তির দাবি সন্নিবেশিত ছিল বলে একে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। কার্যত এ ৬ দফাতে পাকিস্তানি ধাঁচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালি জাতির মুক্তি বা স্বাধীনতা কেন্দ্রীভূত ছিল। আর তাই এ ৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত জহির সাহেবের আচরণে আমার পাঠ্যবইয়ের পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মিল রয়েছে।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান দুটি বিভক্ত অংশ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। বস্তুত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ বৈষম্য রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে প্রথম দৃশ্যমান হলেও পরবর্তী সময়ে শাসন ক্ষমতা, সরকারি চাকরি, শিক্ষা, ব্যবসায় বাণিজ্য, ব্যাংক-বিমা ইত্যাদি আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের 'খ' অঞ্চলের প্রতি 'ক' অঞ্চলের বিমাতসূলভ আচরণ এবং রনি সাহেবের প্রতি জহির সাহেবের প্রশাসনের কর্মকাণ্ড পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডকে প্রতিফলিত করে। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানের পূর্ব অংশ মূল পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশে পরিণত হয়। যার সূচনা হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি নেতাদের কাছে পরাজিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের নতুন জাল বিস্তার করে। দেশকে প্রায় দুই দশক সামরিক শাসনের কবলে রেখে এদেশের মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের পাহাড় গড়ে তোলে তারা। বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুললে পাকিস্তানি প্রশাসন তাকে বিভিন্ন সময়ে কারাবন্দী করেছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজিত হলেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে নসাৎ করতে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এর প্রেক্ষিতে বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে অস্ত্র ধারণ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে।

ঘ রনি সাহেবের নির্বাচনি এলাকার জনগণের সাথে আমি বাঙালি জাতির আগরতলা মামলা ও তার প্রেক্ষিতে সংঘটিত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাদৃশ্য দেখতে পায়।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ষাটের দশক ছিল ঘটনাবহুল এক ইতিহাসের পাতা। এই সময়ে ৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করে, যা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। এর প্রেক্ষিতে পূর্বপাকিস্তানে শুরু হয় এক গণ আন্দোলন, যা ইতিহাসে ঐতিহাসিক ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে জহির সাহেব হয়রানীমূলক মামলা দিয়ে রনি সাহেবকে জেলে আটক করেন। এর প্রেক্ষিতে 'ক' অঞ্চলের জনগণ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। যার ফলে প্রশাসন রনি সাহেবেক মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এরূপ বর্ণনা ১৯৬৮ সালের ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা এবং তৎপরবর্তী গড়ে ওঠা আন্দোলনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা ও আইয়ুব খানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের উভয় অংশে ১৯৬৯ সালে এক দুর্বার গণ-আন্দোলন শুরু হয়। আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে দেশব্যাপী গড়ে ওঠা আন্দোলন। এই আন্দোলন বেগবান হয়ে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল ছাত্র-জনতার সভায় বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, আগরতলা মামলা করা হয়েছিল এদেশে স্বায়ত্বশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাংলার জনগণ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এ মামলার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে চূড়ান্ত বিজয় ছাড়া শোষণের কালো থাবা কখনো বন্ধ হবে না।

প্রশ্ন ▶ ০৬

X	Y
* সুস্পষ্ট	* অস্পষ্ট
* স্থিতিশীল	* অস্থিতিশীল
* যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য সহায়ক	* এককেন্দ্রিক সরকারের জন্য সহায়ক

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১

খ. বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকে 'Y' এ কোন ধরনের সংবিধানের দিকে ইঙ্গিত করে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকের X ও Y এর মধ্যকার কোন সংবিধানটি উত্তম? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আনা হয় ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই সংশোধনী বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। এছাড়া এ সংশোধনীর মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতির পদও বিলুপ্ত করা হয়।

গ ছকে 'Y' এ অলিখিত সংবিধানের দিকে ইঙ্গিত করে।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। সংবিধান ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। সংবিধান নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করে। রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ক্ষমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে– এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই দেশ পরিচালিত হয়। এ সংবিধানের লেখার ভিত্তিতে দুটিরূপ দেখা যায়। যথা লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধান।

উদ্দীপকের 'Y' সংবিধানটি অস্পষ্ট, অস্থিতিশীল ও এককেন্দ্রিক সরকারের জন্য সহায়ক। এরূপ তথ্য অলিখিত সংবিধানকে তুলে ধরে। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে ওঠে। অলিখিত সংবিধান সমাজের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে পরিবর্তন করা যায়। তাই জরুরি প্রয়োজন মেটাতে অলিখিত সংবিধান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ সংবিধানে সাধারণত কোনো সমস্যার সমাধান প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করা হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অলিখিত সংবিধান পরিবর্তন হতে পারে বিধায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। তবে অলিখিত সংবিধানের অধিক পরিবর্তনশীলতা আবার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

ঘ 'X' সংবিধানটি লিখিত ও 'Y' সংবিধানটি অলিখিত। এ দুটির মধ্যে লিখিত সংবিধান উত্তম সংবিধান।

যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিখিত থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। অন্যদিকে যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু লিখিত সংবিধান আধুনিক ও সুস্পষ্ট লিখিত আকারে প্রকাশ থাকে যা সবার বোধগম্য হয়।

উদ্দীপকে 'X' সংবিধানটি লিখিত ও 'Y' সংবিধানটি অলিখিত। এর মধ্যে লিখিত সংবিধান সবদিক থেকে উত্তম মনে হয়। কারণ লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। তাই এ ধরনের সংবিধানে কোনো সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে না। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল থাকে এবং শাসক ও জনগণ এটি মেনে চলতে বাধ্য হয়। লিখিত সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না। লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তা উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

অতএব উল্লিখিত এসব কারণ বিবেচনা করেই লিখিত সংবিধানকে আমি উত্তম বলে মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ০৭ বিশ্বের সকল মুসলমানের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৭। বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রই এর সদস্য। এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়।

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির নাম কী? মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় উক্ত সংগঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটির সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Association for Regional Cooperation.

খ বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ গঠিত হয়।

বর্তমান শতাব্দীর ক্ষণকালের মধ্যে সারা বিশ্বে ঘটে যায় দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ। এ বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার রূপ দেখে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পৃথিবীতে এরূপ যুদ্ধ যেন আর না ঘটে সে লক্ষ্যে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যার প্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির নাম ওআইসি। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় সংস্থাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

মুসলিম বিশ্বের স্বার্থরক্ষার জন্য ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরোধ চলে আসছিল। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৯ সালে ইসরাইল অতর্কিতে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। ফলে মুসলমানদের পবিত্র স্থান রক্ষার জন্য ওআইসি গঠিত হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বিশ্বের সকল মুসলমানের স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৭। বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রই এর সদস্য। এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় এখানে ওআইসির কথা বলা হয়েছে। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় এর ভূমিকা অত্যধিক। কেননা, মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় ইসরাইল হামলা করলে মুসলিম বিশ্ব তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯ সালে ২৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষায় একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ওআইসি গঠিত হয়। এই সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ইসলামি ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা, বর্ণবৈষম্য বিলোপ করা, মুসলমানদের পবিত্র ভূমি রক্ষা করা, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও সকল সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংগঠনটি হলো ওআইসি। বাংলাদেশ ও ওআইসি-র মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (OIC) হলো মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ সংরক্ষণের একমাত্র সংস্থা। মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও ওআইসির সদস্য। ফলে শুরু থেকে বাংলাদেশ ওআইসির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। ওআইসিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বাংলাদেশকে এর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, অঙ্গসংগঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সংহতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে যথাসম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন– ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অব্যাহত সমর্থন জানিয়ে আসছে। এছাড়া ওআইসির সদস্য পদ বাংলাদেশকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বীকৃতি অর্জন এবং জাতিসংঘের সদস্যপদসহ বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভে সাহায্য করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর সহযোগিতা পেয়েছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্যদেশগুলোর সহযোগিতা লাভ করে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরাতন মসজিদ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ওআইসির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পায়। বস্তুত বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হওয়ার পর থেকে এর নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অতএব বলা যায়, ওআইসির সাথে বাংলাদেশের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক।

প্রশ্ন ▶ ০৮ মি. অলক সিদ্ধান্ত নিল তার একমাত্র মেয়েকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াবেন। এতে মি. অলকের বড় ভাই মি. পুলক বাঙালি জাতি ভাষার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তার ভাতিজিকে বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর জন্য পরামর্শ দেন। মি. অলক তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মেয়েকে বাংলা মাধ্যমে ভর্তি করান।

ক. যুক্তফ্রন্ট কখন গঠিত হয়? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মি. পুলক বাঙালিদের কোন আন্দোলনে আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'মি. অলক যে আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন তা বাঙালি জাতিয়তাবাদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলন বলে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু দলটিকে সরকার গঠনে আহ্বান জানানোর পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে।

গ উদ্দীপকে মি. পুলক বাঙালিদের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছেন।

পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। উর্দু কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না। সাধারণত অধিকাংশ নাগরিকের মাতৃভাষাই যেকোনো স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়। অথচ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তা ভাষা আন্দোলন নামে খ্যাত।

উদ্দীপকের মি. অলক সিদ্ধান্ত নিল তার একমাত্র মেয়েকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াবেন। এতে মি. অলকের বড় ভাই মি. পুলক বাঙ্গালী জাতি ভাষার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে তার ভাতিজিকে বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর জন্য পরামর্শ দেন। পুলকের এরূপ বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারীদের কথা সুস্পষ্ট। কেননা, ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রসমাজসহ মাতৃভাষা প্রেমি জনগণ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের থামাতে ঢাকায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গা করে মিছিল বের করলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, শফিক, রফিক ও জব্বারসহ আরও অনেক বীর সন্তান। ফলে ভাষা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে পাকিস্তানি সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি মেনে নেয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দান করে।

ঘ মি. অলক ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগকারীদের কথা স্মরণ করে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। আর ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং বাঙালি নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানি শাসকদের ক্ষমতার ভিতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয় এবং তারা বাঙালিদের সমীহ করতে শেখে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে।

উদ্দীপকের মি. অলকের উপলব্ধিতে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতি প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৫২ সালে বাঙালির এ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দান করে। এ আন্দোলনেই তাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে, সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণাবেগ তৈরি হয়। এর মাধ্যমেই বাঙালি জাতি স্বকীয়তা বজায় রাখা এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এর অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ৬ দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরও সুসংগঠিত করে তোলে। শুরু হয় ১৯৬৮-৬৯ এর গণআন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরম সাফল্যজনক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, এ আন্দোলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি।

প্রশ্ন ▶ ০৯

সংস্থা	প্রতিষ্ঠাকাল	সদস্য সংখ্যা	সদর দপ্তর
A	১৯৪৯ সাল	৫৪টি	লন্ডন
B	১৯৮৫ সাল	০৮টি	কাঠমন্ডু
C	১৯৪৫ সাল	১৯৩টি	নিউইয়র্ক

ক. জাতিসংঘের পথম মহাসচিব কে? ১
খ. অছি এলাকা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চার্ট 'A' এর সংস্থাটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "'B' সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ"। উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ট্রিগভেলি।

খ বিশ্বে যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাকে অছি এলাকা বলে।

অছি এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার ওপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত।

গ চার্ট 'A'-এ আন্তর্জাতিক সংস্থা কমনওয়েলথের আলোকপাত করা হয়েছে।

একসময় সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে কমনওয়েলথ। ব্রিটেন এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ব্রিটেন ও এর পূর্বতন অধীনস্থ দেশসমূহ এর সদস্য। তবে কোনো রাষ্ট্র এর সদস্য হবে কি না তা রাষ্ট্রের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটির বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৫৩টি রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠার সময় এর নাম ছিল "ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস।" পরবর্তীতে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথের প্রধান। এর সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত।

উদ্দীপকের চার্ট 'A'-এ দেখা যায়, সংস্থাটির জন্ম ১৯৪৯ সালে। এর সদর দপ্তর লন্ডনে এবং বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩, যা মূলত আন্তর্জাতিক সংস্থা কমনওয়েলথ এর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বলা যায়, ছক-১-এ কমনয়েলথ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

[**বি.দ্র. :** কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য ৫৪। তথ্য সূত্র : বোর্ড বই ২০২২]

ঘ 'B' সংস্থাটি হলো সার্ক। সার্কের সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সার্কের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সার্কের সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ৮টি। রাষ্ট্রগুলো হলো– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের 'B' সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৫। এর সদস্য সংখ্যা ৮ এবং এর সদর দপ্তর কাঠমন্ডুতে অবস্থিত। এসব তথ্য সার্ককে তুলে ধরে। আর সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ ও সার্কের মধ্য সম্পর্ক বরাবরই বেশ ঘনিষ্ঠ। শুরু থেকেই সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যকার বিদ্যমান সংকট সমাধানে বাংলাদেশ অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন, পরিবেশ সংরক্ষণ, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা ঘোষণা, সাপ্টা চুক্তি, সন্ত্রাস দমনসহ সার্কের অসংখ্য কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

সর্বোপরি, সার্কের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্কের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আর এতে সার্ক ও বাংলাদেশের মধ্য সুসম্পর্ক থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. তানভীর 'X' দেশের আইন পরিষদের সদস্য। উক্ত পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৫০। উক্ত পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং সরকার গঠন করেন। সরকার তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ।

ক. জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন? ১

খ. গ্রাম আদালত কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' দেশের আইনসভার নাম কী? উক্ত আইনসভার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দেশের প্রয়োজনীয় আইন তৈরিতে উক্ত পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম"। উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি।

খ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত।

গ্রাম আদালত ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবাদমান দুই গ্রুপের দুইজন করে মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। যেসব মামলা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব, মূলত সেগুলোর বিচার এখানে করা হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও এ আদালতে করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত দেশটি হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। যেমন– ১. শাসন বিভাগ, ২. আইন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ। আইনসভা হলো আইন প্রণয়নকারীর সংস্থা। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা আইনসভার আস্থার উপর নির্ভরশীল।

উদ্দীপকের মি. তানভীর 'X' দেশের আইন পরিষদের সদস্য। উক্ত পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩০৫। উক্ত পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং সরকার গঠন করেন। সরকার তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের আইনসভার চিত্র পাওয়া যায়। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এটি এককক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদের সদস্যসংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এলাকাভিত্তিক সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যগণ ৩০০টি আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হন। তবে মহিলারা ইচ্ছে করলে ৩০০ আসনের যেকোনোটিতে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচন করতে পারেন। সংসদে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার থাকেন। সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর। প্রতি পাঁচ বছর পরপর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ঘ দেশের প্রয়োজনীয় আইন তৈরিতে উক্ত পরিষদের তথা আইনসভার ভূমিকা অপরিসীম।– উক্তিটি যথার্থ।

আইন পরিষদ বা আইনসভা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। পৃথিবীর সকলদেশে এরূপ আইন পরিষদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেরও আইনসভা রয়েছে। এর নাম জাতীয় সংসদ। সারা বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে আইন পরিষদ গঠিত হয়। আইন প্রণয়ন, প্রচিলিত আইন সংশোধন প্রভৃতি কাজে আইন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের আইনসভা তথা জাতীয় সংসদের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইন পরিষদ নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে। এর মধ্যে আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে আইনসভার ভূমিকা একচ্ছত্র। বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন ক্ষমতাও জাতীয় সংসদের উপর ন্যাস্ত। সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে খসড়া বিলের আকারে তা সংসদে পেশ করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে বিলটি গৃহীত হওয়ার পর এবং বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর তা আইনে পরিণত হয়।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১১

'ক' রাষ্ট্রপ্রধান	'খ' রাষ্ট্রপ্রধান
* জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত	* জনগণের ভোটে নির্বাচিত
* জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেন	* আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা
* আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন	* আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ

ক. রাজতন্ত্র কী? ১

খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনমতের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় 'খ' রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায়, তুমি কি একমত? উক্তিটির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা লাভ করে তাকে রাজতন্ত্র বলে।

খ যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলো হলো– নাগরিকের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বেকারভাতা প্রদান, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

গ 'ক' রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই প্রকৃত শাসক ও সরকারপ্রধান। তিনি কোনো কাজে মন্ত্রিদের পরামর্শ ব্যবহার করতে পারেন, আবার নাও পারেন।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত। জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেন এবং তিনি আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ নন। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার রাষ্ট্রপতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ এ শাসনব্যবস্থার রাষ্ট্রপতি মধ্যবর্তী সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত। একারণে তিনি আইন সভার নিকট দায়ী নন। তিনি দলের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেন।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ সরকার ব্যবস্থার জনমতের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা সমাজের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। সাধারণত রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামতের ভিত্তিতে সরকার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা জনগণের অংশগ্রহণে জনগণের দ্বারা এবং জনকল্যাণার্থে পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তিনি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং তিনি আইনসভার নিকট দায়বন্ধ। এ তথ্যগুলো সংসদীয় সরকারকে উপস্থাপন করে। যেটি জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকার পরিচালনা করে। তাই এ ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার সুযোগ বিদ্যমান। সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মূলকথা হলো– এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত সরকারব্যবস্থা। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় জনগণের মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। সরকার কোনোভাবেই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হওয়ায় এ সরকার ব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। বিরোধী দল এ ব্যবস্থায় বিকল্প সরকার হিসেবে সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে থাকে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে তিনিই সরকার প্রধান, কারও কাছে জবাবদিহিতা থাকে না এবং নিজের মতামত অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় এমনটি হওয়া সম্ভব নয়।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সরাসরি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রচলিত। এ কারণে এ সরকার জনবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সে কারণে এ সরকার ব্যবস্থা অধিক গণতান্ত্রিক।

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড |1|4|0|

সময় : ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান– ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো–**
ক রাষ্ট্র পরিচালনায় সুস্পষ্ট খ বিপ্লবের সম্ভাবনা কম
গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপযোগী ঘ পরিবর্তনের জটিল পদ্ধতি

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব রাহুল দেশের সর্ববৃহৎ শহরে একটি সাবানের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি কারখানার আয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিকের বেতন ও সরকার নির্ধারিত কর পরিশোধ করেন।

২. **জনাব রাহুলের দায়িত্বের সাথে কোনটি বেশি সম্পর্কযুক্ত?**
ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি খ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার
গ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ ঘ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত

৩. **কোন সংশোধনীতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়?**
ক একাদশ খ দ্বাদশ গ ত্রয়োদশ ঘ চতুর্দশ

৪. **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন–**
i. প্রধানমন্ত্রী ii. প্রধান বিচারপতি iii. রাষ্ট্রদূত নিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. **কোনটি নাগরিকের সামাজিক অধিকার?**
ক মত প্রকাশ খ নির্বাচিত হওয়া গ অবকাশ লাভ ঘ ন্যায্য মজুরি

৬. **কোনটি সংসদীয় সরকারের নিয়মতান্ত্রিক পদ?**
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি

৭. **রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?**
ক অর্থনৈতিক খ রাজনৈতিক গ ধর্মীয় ঘ সামাজিক

৮. **অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?**
ক ৫ খ ৪ গ ৩ ঘ ২

৯. **কমনওয়েলথ সংগঠনটি হলো–**
i. রাজনৈতিক ii. অরাজনৈতিক iii. আন্তর্জাতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. **দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের দায়িত্ব কার?**
ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর খ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর গ মন্ত্রীসভার ঘ সচিবালয়

১১. **কত সালে বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি হয়?**
ক ১৯৭১ খ ১৯৭২ গ ১৯৭৩ ঘ ১৯৭৫

১২. **একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা– কার ঘোষণা?**
i. খাজা নাজিমুদ্দিন ii. মহিউদ্দিন আহমদ
iii. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. **বর্তমান বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্র হচ্ছে–**
ক রাজতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ পুঁজিবাদী ঘ জনকল্যাণমূলক

১৪. **বাংলাদেশের আইনসভার কার্যকাল কত বছর?**
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

১৫. **প্রাচীন গ্রিসে অবিচ্ছেদ্য বিষয়টি ছিলো–**
ক নাগরিক ও সরকার খ নাগরিক ও নগররাষ্ট্র
গ সরকার ও রাষ্ট্র ঘ সমাজ ও রাষ্ট্র

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

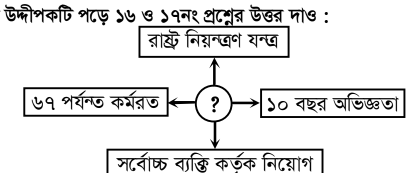

১৬. **'?' চিহ্নিত স্থানটি দেশের কোন বিভাগকে নির্দেশ করে?**
ক বিচার খ শাসন গ আইন ঘ নির্বাহী

১৭. **'?' চিহ্নিত সংস্থার কাজ হলো–**
i. আইন প্রণয়ন করা ii. মৌলিক অধিকার রক্ষা
iii. মন্ত্রীর দায়িত্ব বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'Z' রাষ্ট্রের সরকার মটর সাইকেলে তিনজন আরোহন ও হেলমেটবিহীন চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে। সমাজে এক ধনী ব্যক্তির ছেলে 'S' এই নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রচলিত ট্রাফিক আইনে তাকে জরিমানা করে।

১৮. **'S' এর মধ্যে নাগরিকের কোন গুণটি চরম অভাব রয়েছে?**
ক বিবেক খ বুদ্ধি গ আত্মসংযম ঘ সততা

১৯. **সরকারের কার্যপরিচালনা বিভাগ কয়টি?**
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২০. **দেশের নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে–**
i. আইনগত ii. নৈতিক iii. রাষ্ট্রের আনুগত্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. **কোন অধিকারটির আইনগত ভিত্তি নেই?**
ক রাজনৈতিক খ সামাজিক গ অর্থনৈতিক ঘ নৈতিক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' একটি বৃহৎ দেশ। দেশটির একাধিক ছোটো ছোটো অঞ্চলগুলো একত্রে যুক্ত হয়ে বড়দেশ গঠন হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় ভাগ হলেও কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালিত।

২২. **উদ্দীপকে 'ক' কোন ধরনের রাষ্ট্র?**
ক গণতান্ত্রিক খ এককেন্দ্রিক গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ যুক্তরাষ্ট্রীয়

২৩. **উক্ত রাষ্ট্রটির সরকার ব্যবস্থার ত্রুটি হলো–**
i. কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পায় ii. জটিল প্রকৃতির শাসন
iii. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. **বাংলাদেশ কত সালে ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে?**
ক ১৯৬৯ খ ১৯৭০ গ ১৯৭২ ঘ ১৯৭৪

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'Y' রাষ্ট্রের নাগরিক জনাব রমিজ বলেন, দেশে প্রচলিত সংবিধানে যে বিষয় লিপিবদ্ধ তা সকল ব্যক্তি ও সরকার মেনে চলতে বাধ্য। সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ না থাকায় এটা সহজে পরিবর্তন ও সংশোধন করা যায় না।

২৫. **জনাব রমিজের দেশের সংবিধানটি কোন ধরনের?**
ক লিখিত খ অলিখিত গ সুপরিবর্তনীয় ঘ প্রগতির অন্তরায়

২৬. **কোন আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির অধিকার সচেতনতা তৈরি হয়েছিল?**
ক ভাষা আন্দোলন খ স্বাধীনতা আন্দোলন
গ অসহযোগ আন্দোলন ঘ খেলাফত আন্দোলন

২৭. **৬ দফা কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিলো–**
ক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা খ সমগ্র দেশে দুটি মুদ্রা ব্যবস্থা
গ ফেডারেল ব্যাংকের অকার্যকরী ব্যবস্থা
ঘ একটি বিষয় ন্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে

☐ **চিত্রটি দেখে ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

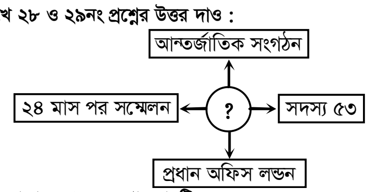

২৮. **'?' চিহ্নের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থা কোনটি?**
ক জাতিসংঘ খ কমনওয়েলথ গ ওআইসি ঘ সার্ক

২৯. **উক্ত প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে কাজ করে থাকে–**
i. শিক্ষা ও প্রযুক্তির ii. আর্থ-সামাজিক iii. যুক্ত দেশগুলোর সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. **বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে কত সালে?**
ক ১৯৫২ খ ১৯৬৯ গ ১৯৭১ ঘ ১৯৭৪

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। নিরব তার স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে গ্রামে একত্রে বসবাস করেন। অপরদিকে নিরবের বন্ধু শিশির তার সন্তানকে একটি ভালো স্কুলে পড়ানোর জন্য সপরিবারে শহরে চলে আসেন। অবসর সময়ে শিশির তার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যান, কেনাকাটা করেন।

ক. পৌরনীতি কাকে বলে? ১
খ. মানুষ সমাজে বাস করে কেন? ২
গ. শিশিরের পরিবারের অবসর সময়ের কর্মকাণ্ড পরিবারের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের নিরবের পরিবার ও শিশিরের পরিবারের মধ্যে কোনটি অধিক জনপ্রিয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২। ঘটনা-১ : আলীম মার্কেটে তার মেয়ের জন্য শীতের কাপড় কেনার সময় তার মেয়ের সমবয়সী অসহায় এক মেয়ের জন্যও একটি শীতের কাপড় কিনে আনলেন।

ঘটনা-২ : তামিম চাকরির জন্য বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। কিছুদিন পর তিনি নাগরিকতা অর্জনের জন্য স্থানীয় এক মেয়েকে বিয়ে করেন। বিয়ের দুই বছর পর তাদের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা সন্তানটিও ঐ দেশের নাগরিক।

ক. অধিকার কী? ১
খ. নাগরিকদের আইন মান্য করা কর্তব্য কেন? ২
গ. ঘটনা-১ এ আলীমের মাঝে সুনাগরিকের কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, জনাব তামিম ও তার কন্যা একই পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করেছে? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩। প্রাপ্তি উচ্চশিক্ষার জন্য জাপানে গিয়ে লক্ষ করলো, সেখানে কেন্দ্র থেকে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অপরদিকে তার মামা রফিক সাহেব যে দেশে বসবাস করেন সেখানে কেন্দ্রের পাশাপাশি আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থাও বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা থাকে না এবং স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. আইনের শাসনকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় কেন? ২
গ. প্রাপ্তির ভ্রমণকৃত দেশটির সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য অধিক উপযোগী? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৪। জনাব আরিফ সরকারের নির্বাচিত এমন এক বিভাগের সদস্য যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী আইন তৈরি, পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। অপরদিকে জনাব আহসান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত একটি বিভাগের প্রধান। তার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ দুটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হয়।

ক. শাসন বিভাগের অপরনাম কী? ১
খ. মাঠ প্রশাসন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব আরিফের বিভাগটি সরকারের কোন বিভাগকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মৌলিক অধিকার রক্ষায় জনাব আহসান সাহেবের বিভাগটি কার্যকার ভূমিকা পালন করছে– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। **ঘটনা-১ :** 'X' দেশের শাসক নিজের ইচ্ছানুযায়ী দেশ চালাতেন। এতে এক পর্যায়ে জনগণ বিদ্রোহী ও অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে ক্ষুব্ধ জনগণকে শান্ত করার জন্য দেশ পরিচালনায় কিছু নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন।

ঘটনা-২ : রাজাপুর গ্রামের তরুণরা 'অরুন সংঘ' নামে একটি ক্রীড়া সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনের নিয়মগুলো স্পষ্ট ও ছোট বই আকারে প্রকাশিত হয়। সংগঠনের কোনো নিয়ম কীভাবে পরিবর্তিত হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে।

ক. সংবিধান কাকে বলে? ১
খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উপযোগী কেন? ২
গ. ঘটনা-১ সংবিধান প্রণয়নের কোন পদ্ধতিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত সংগঠনটির সাথে উত্তম সংবিধান সাদৃশ্যপূর্ণ– বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৬। 'P' দেশটি উত্তর ও দক্ষিণ দুই অংশে বিভক্ত। দেশটির শাসকগোষ্ঠী উত্তরাংশের সংস্কৃতি দক্ষিণাংশের উপর চাপিয়ে দিলে দক্ষিণাংশের জনগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং এর ফলে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে 'Q' ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিজ এলাকার জনগণকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বেশি সুযোগ দেয় এবং বাজেট বরাদ্দের বেশির ভাগ টাকা নিজ এলাকার উন্নয়নে খরচ করে। ফলে বঞ্চিত এলাকার জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা 'M' নিজেদের ন্যায্য দাবি-সম্বলিত কয়েকটি প্রস্তাব চেয়ারম্যানের কাছে তুলে ধরেন।

ক. আগরতলা মামলার আনুষ্ঠানিক নাম কী ছিল? ১
খ. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতকে 'কালরাত্রি' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের 'P' দেশটির আন্দোলন তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'Q' ইউনিয়নের 'M' নেতার দাবিসমূহের অনুরূপ দাবিগুলোই ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

সংস্থা-১	সংস্থা-২
• ১৯৪৯ সালে জন্ম	• ১৯৪৫ সালে জন্ম
• বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩	• বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩
• সদর দপ্তর লন্ডন	• সদর দপ্তর নিউইয়র্ক

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. ওআইসি গঠন করা হয়েছিল কেন? ২
গ. সংস্থা-১ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সংস্থা-২ এর কোনো বিকল্প নেই– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৮। এলেক্সের দেশের শাসন বিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি। তিনি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অপরদিকে সিয়ামের দেশের সরকারপ্রধান প্রকৃত শাসক। এখানে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। দেশটিতে আইনবিভাগের আস্থা হারালে শাসন বিভাগকে পদত্যাগ করতে হয়।

ক. গণতন্ত্র কাকে বলে? ১
খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কেন নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে? ২
গ. এলেক্সের দেশের সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের সরকারকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এলেক্স ও সিয়ামের দেশের সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি বাংলাদেশে কার্যকর আছে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৯।

দল/জোট	প্রাপ্ত আসন
A	০৯
B	২২৩

ছক-১

দল	প্রাপ্ত আসন
K	১৬৭
L	৮৮

ছক-২

ক. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন? ১
খ. পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করে কেন? ২
গ. ছক-১ এ পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২ এর নির্বাচন বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ধাবিত করে– উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। 'X' সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন ঢাকায় শুরু হয় যার সদর দপ্তর কাঠমান্ডুতে। সংস্থাটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮। অপরদিকে 'Y' নামক সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন শুরু হয় মরক্কোর রাজধানী রাবাতে যার সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। এর প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩।

ক. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন? ১
খ. কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'X' সংস্থাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থার সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'Y' সংস্থাটির সাথে রয়েছে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। জনাব 'ক' সরকার পরিচালনার একটি বিভাগের সর্বোচ্চ প্রধান। তিনি আইনসভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। অপরদিকে জনাব 'খ' প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি দেশের সকল স্বার্থরক্ষা করেন এবং বিদেশে কোনো আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ক. সচিবালয় কী? ১
খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকর জনাব 'ক' সরকারের কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জনাব 'ক' ও জনাব 'খ' এর মধ্যে কাকে শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	K	৩	M	৪	N	৫	K	৬	K	৭	L	৮	N	৯	M	১০	M	১১	L	১২	L	১৩	M	১৪	M	১৫	L
	১৬	K	১৭	L	১৮	K	১৯	L	২০	N	২১	N	২২	N	২৩	M	২৪	N	২৫	K	২৬	K	২৭	L	২৮	L	২৯	M	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ নিরব তার স্ত্রী, সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে গ্রামে একত্রে বসবাস করেন। অপরদিকে নিরবের বন্ধু শিশির তার সন্তানকে একটি ভালো স্কুলে পড়ানোর জন্য সপরিবারে শহরে চলে আসেন। অবসর সময়ে শিশির তার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যান, কেনাকাটা করেন।

ক. পৌরনীতি কাকে বলে? ১

খ. মানুষ সমাজে বাস করে কেন? ২

গ. শিশিরের পরিবারের অবসর সময়ের কর্মকাণ্ড পরিবারের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নিরবের পরিবার ও শিশিরের পরিবারের মধ্যে কোনটি অধিক জনপ্রিয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিক ও নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।

খ অস্তিত্ব রক্ষা ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সমাজে বাস করে।

মানুষ সামাজিক জীব। নিজেদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তোলে। কারণ একাকি কোনো প্রয়োজন পূরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সামাজিক পরিবেশ মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়। এসব কারণে মানুষ সমাজে বসবাস করে।

গ শিশিরের পরিবারের অবসর সময়ের কর্মকাণ্ড পরিবারের বিনোদনমূলক কাজকে নির্দেশ করে।

পরিবার হলো তার সদস্যদের জন্য প্রশান্তির জায়গা। পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার তাই বহুবিধ কাজ করে। বর্তমান সময়ে পরিবারের বিকল্প বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও পরিবারই তার সদস্যদের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠান। এখানে অবস্থানের মাধ্যমে একজন সদস্য তার জীবনের আসল উদ্দেশ্য খুঁজে পায়।

উদ্দীপকের শিশির অবসর সময়ে তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যান ও কেনাকাটা করেন। এরূপ কাজ পরিবারের বিনোদানমূলক কাজকে নির্দেশ করে। পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, টিভি দেখা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিনোদন লাভ করি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পরিবারের উল্লেখিত কাজগুলো কিছুটা হ্রাস পেলেও সদস্যদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনে পরিবারের এসব কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ উদ্দীপকের নিরবের পরিবারটি যৌথ পরিবার এবং শিশিরের পরিবারটি হলো একক পরিবার, বর্তমানে একক পরিবার অধিক জনপ্রিয়।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, শহরে জীবনযাপন ব্যয় বেশি হওয়ায় বাবা-মা-স্ত্রী পরিজন সন্তানসন্ততিসহ বিরাট আকারের যৌথ পরিবারের খরচ মেটানো সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই স্ত্রী-সন্তানাদি নিয়ে বসবাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এতে একক পরিবার জনপ্রিয়তা লাভ করে।

উদ্দীপকে নিরবের পরিবারটি যৌথ পরিবার এবং শিশিরের পরিবারটি একক পরিবার। বর্তমানে নানা কারণে একক পরিবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগেকার মেয়েদের তুলনায় বর্তমানকালের মেয়েদের সাংস্কৃতিক চেতনা ভিন্ন। অধিকাংশ মেয়েরাই বিয়ের পরে যৌথ পরিবারে থাকতে চায় না। তারা নিজেদের মতো করে সংসার সাজাতে চায়। তাই তারা স্বামী ও সন্তান নিয়ে একক পরিবার গঠন করতে চায়। সন্তানাদির লেখাপড়ার চিন্তায়ও একক পরিবার গঠনে মনোনিবেশ করে। কেননা, যৌথ পরিবারে একত্রে অনেক লোকের বসবাসে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে বলে তাদের ধারণা। তাই সন্তানাদির লেখাপড়ার সুন্দর পরিবেশের প্রত্যাশায় একক পরিবার গঠন করে। যৌথ পরিবারের সবার আয়ও সমান নয়। বেশি আয়ের সদস্য বা তার স্ত্রী মনে করে একক পরিবারে থাকলে তাদের আয়ের সবটুকুই তারা নিজেরা ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারত। তাই একক পরিবারের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমানে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবার জনপ্রিয়তা লাভ করেছে– মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০২ ঘটনা-১ : আলীম মার্কেটে তার মেয়ের জন্য শীতের কাপড় কেনার সময় তার মেয়ের সমবয়সী অসহায় এক মেয়ের জন্যও একটি শীতের কাপড় কিনে আনলেন।

ঘটনা-২ : তামিম চাকরির জন্য বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। কিছুদিন পর তিনি নাগরিকতা অর্জনের জন্য স্থানীয় এক মেয়েকে বিয়ে করেন। বিয়ের দুই বছর পর তাদের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা সন্তানটিও ঐ দেশের নাগরিক।

ক. অধিকার কী? ১

খ. নাগরিকদের আইন মান্য করা কর্তব্য কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এ আলীমের মাঝে সুনাগরিকের কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, জনাব তামিম ও তার কন্যা একই পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করেছে? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

খ নাগরিকগণ আইন মান্য করে প্রধানত শাস্তির ভয়ে।

নাগরিকগণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আইন মান্য করে। নাগরিকদের অধিকার উপভোগ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আইন অপরিহার্য। আইনের উপস্থিতি ছাড়া মানুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট জীবন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক। তাছাড়া আইন অমান্য করলে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই শাস্তির বিধান রয়েছে। এসব কারণেই নাগরিকরা আইন মান্য করে।

গ ঘটনা-১ এ আলীমের মাঝে সুনাগরিকের বিবেক গুণটি ফুটে উঠেছে।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মাঝে যে বুদ্ধিমান, যার বিবেক রয়েছে এবং যে আত্মসংযমী তাকে সুনাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, যে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যে বিবেক দ্বারা ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পেরে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ থাকে। যথা– বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।

উদ্দীপকের আলীম মার্কেটে তার মেয়ের জন্য শীতের কাপড় কেনার সময় তার মেয়ের সমবয়সী অসহায় এক মেয়ের জন্যও একটি শীতের কাপড় কিনে আনলেন। ঘটনা-১ এর আলীমের এরূপ কাজে সুনাগরিকের বিবেক গুণের প্রতিফলন ঘটেছে। সুনাগরিকের একটি বিশেষ গুণ হলো বিবেক। এ গুণের মাধ্যমে নাগরিক ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ অনুধাবন করতে পারে। বিবেকবান নাগরিক একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকে। যেমন– বিবেকসম্পন্ন নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে, আইন মান্য করে, যথাসময়ে কর প্রদান করে, নির্বাচনে যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিকে ভোট দেয়। আলীম নিজের মেয়ের মতো গরীব অসহায় একটি মেয়ের জন্য জামা ক্রয় করেছে মূলত বিবেকতাড়িত হয়ে।

ঘ না, আমি মনে করি জনাব তামিম ও তার কন্যার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনে ভিন্নতা রয়েছে।

সারাবিশ্বে নাগরিকতা অর্জনে দুটি পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। জন্মসূত্রে ও অনুমোদনসূত্রে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়। যথা– জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি। জন্মনীতি অনুযায়ী পিতামাতার নাগরিকতার দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। এক্ষত্রে সন্তান যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার পিতামাতা যে দেশের সেও সে দেশের নাগরিক হবে। অন্যদিকে কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো– সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, সরকারি চাকরি করা, সততার পরিচয় দেওয়া, সেদেশের ভাষা জানা, সম্পত্তি ক্রয় করা, দীর্ঘদিন বসবাস করা, সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। তবে রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে।

উদ্দীপকের তামিম চাকরির জন্য বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। কিছুদিন পর তিনি নাগরিকতা অর্জনের জন্য স্থানীয় এক মেয়েকে বিয়ে করেন। বিয়ের দুই বছর পর তাদের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কন্যা সন্তানটিও ঐ দেশের নাগরিক। এ থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় জনাব তামিম অনুমোদনসূত্রে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেছে। কারণ সে ঐ দেশের এক মেয়েকে বিয়ে করে নাগরিকতা অর্জনের শর্ত পালন করেছে। অন্যদিকে তার মেয়ে জন্মসূত্রের উভয় নীতি অনুযায়ী আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেছে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জনাব তামিম ও তার কন্যার আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভে ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ প্রাপ্তি উচ্চশিক্ষার জন্য জাপানে গিয়ে লক্ষ করলো, সেখানে কেন্দ্র থেকে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অপরদিকে তার মামা রফিক সাহেব যে দেশে বসবাস করেন সেখানে কেন্দ্রের পাশাপাশি আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থাও বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা থাকে না এবং স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. আইনের শাসনকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় কেন? ২

গ. প্রাপ্তির ভ্রমণকৃত দেশটির সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য অধিক উপযোগী? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্রে সম্পত্তির ওপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয় তাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে।

খ আইনের শাসন বলতে বোঝায় শাসনব্যবস্থায় আইনের প্রাধান্য ও আইনের দৃষ্টিতে সকলের সাম্য বিদ্যমান থাকাকে।

গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আইনের শাসন। আইনের চোখে সকলেই সমান, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। এ সরকারব্যবস্থায় সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করে বা দায়ী থাকে। একারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য থাকে। অর্থাৎ আইনের শাসনের মাধ্যমে গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাই আইনের শাসনকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয়।

গ প্রাপ্তির ভ্রমণকৃত দেশটির সরকার ব্যবস্থা হলো এককেন্দ্রিক।

যে শাসন ব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য, প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

উদ্দীপকের প্রাপ্তি উচ্চ শিক্ষার জন্য জাপানে গিয়ে লক্ষ করল, সেখানে কেন্দ্র থেকে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এককেন্দ্রিক সরকারের চিত্র পাওয়া যায়। কেননা, এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কোনো আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব থাকে না। কিংবা প্রদেশ বা অঞ্চল থাকলেও তাদের কোনো স্বায়ত্তশাসন নেই। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তেই সারাদেশ পরিচালিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দুটি সরকার ব্যবস্থার মধ্যে রফিক সাহেবের দেশটির সরকার ব্যবস্থা বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য অধিক উপযোগী। কেননা রফিক সাহেবের বসবাসরত দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে যে দুই ধরনের রাষ্ট্র রয়েছে তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশ বা অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলো ক্ষুদ্র অঞ্চল বা প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে বলে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হয়। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। এরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা বৃহদায়তন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

উদ্দীপকের রফিক সাহেবের বসবাসকৃত রাষ্ট্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রটিতে কেন্দ্রের পাশাপাশি আঞ্চলিক সরকারও বিদ্যমান। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় এখানে যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। কেননা যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত বৃহৎ আকার হয়। যে কারণে কেন্দ্র থেকে পুরো দেশ পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে এ সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে কেন্দ্রের কাজের চাপ কমে যায় এবং কেন্দ্রের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন সহজ হয়। আর এটি ক্ষমতা বণ্টন নীতির উপর ভিত্তি করেই করা হয়। ফলে জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে।

আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বৃহদায়তন রাষ্ট্র গঠনে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শ্রেয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ জনাব আরিফ সরকারের নির্বাচিত এমন এক বিভাগের সদস্য যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী আইন তৈরি, পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। অপরদিকে জনাব আহসান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত একটি বিভাগের প্রধান। তার বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ দুটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হয়।

ক. শাসন বিভাগের অপর নাম কী? ১

খ. মাঠ প্রশাসন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আরিফের বিভাগটি সরকারের কোন বিভাগকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মৌলিক অধিকার রক্ষায় জনাব আহসান সাহেবের বিভাগটি কার্যকার ভূমিকা পালন করছে– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক শাসন বিভাগের অপর নাম নির্বাহী বিভাগ।

খ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় মাঠ প্রশাসন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও মাঠ প্রশাসন নামক দুটি প্রধান স্তর রয়েছে। এদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসন হলো সচিবালয়। আর মাঠ প্রশাসনের প্রথম ধাপে রয়েছে বিভাগীয় প্রশাসন, দ্বিতীয় ধাপে জেলা প্রশাসন এবং তারপর উপজেলা প্রশাসন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত সব নীতি ও সিদ্ধান্ত মাঠ পর্যায়ের সাহায্যে সারাদেশে বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ মাঠ প্রশাসন সরাসরি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। কেন্দ্র প্রশাসনের ইচ্ছার অনিচ্ছার উপর মাঠ প্রশাসনের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকে জনাব আরিফের বিভাগটি সরকারের আইন বিভাগকে ইঙ্গিত করে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। সেগুলো হচ্ছে- ১. শাসন বিভাগ, ২. আইন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ। আইনসভা হলো আইন প্রণয়নকারীর সংস্থা। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা আইনসভার আস্থার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের আইন বিভাগের নাম হলো জাতীয় সংসদ।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ সরকারের এমন এক বিভাগের সদস্য যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী আইন তৈরি, পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। এরূপ বর্ণনায় সরকারের আইন বিভাগের রূপ প্রকাশ পায়। কেননা, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে খসড়া বিলের আকারে তা সংসদে পেশ করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারী। সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো কর বা খাজনা আরোপ ও আদায় করা যায় না। সংসদ প্রতিবছর বাজেট পাস করে। সংসদ সংবিধানে উল্লিখিত নিয়মের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাজ জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইনসভা করে থাকে। তবে তাদের মূল কাজ আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা।

ঘ জনাব আহসান সাহেবের বিভাগটি হলো সরকারের বিচার বিভাগ। মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট। এর দুটি বিভাগ রয়েছে। যথা– আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ। সুপ্রিম কোর্টের এই দুই বিভাগের পৃথক কার্যের এখতিয়ার আছে। হাইকোর্ট বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের জনাব আহসান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একটি বিভাগের প্রধান। তাঁর বিভাগের ক্ষমতা ও কাজ দুটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হয়। এরূপ বর্ণনায় সরকারের বিচার বিভাগের স্বরূপ প্রকাশ পায়। বিচার বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কেননা, কোনো ব্যক্তি মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কোনো কাজ করলে হাইকোর্ট তা বেআইনি ঘোষণা করে থাকে। এছাড়া অধস্তন কোনো আদালতের মামলায় জটিলতা দেখা দিলে উক্ত মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তর করে মীমাংসা করতে পারে। এছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার নিমিত্তে বিচার বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। এ কাজটি সরকারের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে এর মধ্যে নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় হাইকোর্ট বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ **ঘটনা-১ :** 'X' দেশের শাসক নিজের ইচ্ছানুযায়ী দেশ চালাতেন। এতে এক পর্যায়ে জনগণ বিদ্রোহী ও অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে ক্ষুব্ধ জনগণকে শান্ত করার জন্য দেশ পরিচালনায় কিছু নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন।

ঘটনা-২ : রাজাপুর গ্রামের তরুণরা 'অরুন সংঘ' নামে একটি ক্রীড়া সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনের নিয়মগুলো স্পষ্ট ও ছোট বই আকারে প্রকাশিত হয়। সংগঠনের কোনো নিয়ম কীভাবে পরিবর্তিত হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে।

ক. সংবিধান কাকে বলে? ১

খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উপযোগী কেন? ২

গ. ঘটনা-১ সংবিধান প্রণয়নের কোন পদ্ধতিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত সংগঠনটির সাথে উত্তম সংবিধান সাদৃশ্যপূর্ণ– বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব নিয়মকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে।

খ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য উপযোগী।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না, এ ক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় না হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় এরূপ ক্ষমতা বণ্টন সম্ভব হতো না। যেমন– ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

গ ঘটনা-১ সংবিধান প্রণয়ণের বিপ্লবের দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতিকে উপস্থাপন করে।

সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো বিপ্লবের দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন। শাসক যখন জনগণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিহিত নয় এমন কাজ করে অর্থাৎ শাসক স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়, তখন বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসকের পরিবর্তন ঘটে। নতুন শাসকগোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে নতুন সংবিধান তৈরি করে। রাশিয়া, কিউবা, চীনের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর 'X' দেশের শাসক নিজের ইচ্ছানুযায়ী দেশ চালাতেন। এতে এক পর্যায়ে জনগণ বিদ্রোহী ও অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে ক্ষুব্ধ জনগণকে শান্ত করার জন্য দেশ পরিচালনায় কিছু নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন। এর মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা যায়, 'X' দেশের সংবিধান বিপ্লবের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে।

ঘ ঘটনা-২ এ বর্ণিত সংগঠনটির সাথে উত্তম সংবিধান সাদৃশ্যপূর্ণ– মন্তব্যটি যথার্থ।

বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কোনো না কোনো সংবিধান রয়েছে। যে রাষ্ট্রের সংবিধান যত উন্নত, সে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ততটা উত্তমভাবে পরিচালিত হয়। উত্তম সংবিধানে অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকে যাতে তা সকলের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। এটি সংক্ষিপ্ত ও সুষম প্রকৃতির হয়ে থাকে। অর্থাৎ এতে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো লিখিত থাকে এবং এটি খুব সুপরিবর্তনীয় কিংবা খুব বেশি দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। উত্তম সংবিধানে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ করা থাকে। সংবিধানের কোনো অংশ কীভাবে সংশোধন করা হবে সেটিও উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে।

উদ্দপিকের ঘটনা-২ এ বলা হয়েছে রাজাপুর গ্রামের তরুণরা 'অরুন সংঘ' নামে একটি ক্রীড়া সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনের নিয়মগুলো স্পষ্ট ও ছোট বই আকারে প্রকাশিত হয়। সংগঠনের কোনো নিয়ম কীভাবে পরিবর্তিত হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। এরূপ সংবিধানে সহজে উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা উক্ত সংগঠনের নিয়মগুলো স্পষ্ট ও ছোট বই আকারে লিখিত। সংগঠনের নিয়ম পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় উক্ত সংগঠনটির নিয়মকানুন উত্তম সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলোচনা থেকে বলা যায়, ঘটনা-২ এর 'অরুণ সংঘের' নিয়মাবলি উত্তম সংবিধানের সমতুল্য।

প্রশ্ন ▸ ০৬ 'P' দেশটি উত্তর ও দক্ষিণ দুই অংশে বিভক্ত। দেশটির শাসকগোষ্ঠী উত্তরাংশের সংস্কৃতি দক্ষিণাংশের উপর চাপিয়ে দিলে দক্ষিণাংশের জনগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং এর ফলে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে 'Q' ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিজ এলাকার জনগণকে বিভিন্ন কর্মকান্ডে বেশি সুযোগ দেয় এবং বাজেট বরাদ্দের বেশির ভাগ টাকা নিজ এলাকার উন্নয়নে খরচ করে। ফলে বঞ্চিত এলাকার জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা 'M' নিজেদের ন্যায্য দাবি-সম্বলিত কয়েকটি প্রস্তাব চেয়ারম্যানের কাছে তুলে ধরেন।

ক. আগরতলা মামলার আনুষ্ঠানিক নাম কী ছিল? ১

খ. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতকে 'কালরাত্রি' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'P' দেশটির আন্দোলন তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'Q' ইউনিয়নের 'M' নেতার দাবিসমূহের অনুরূপ দাবিগুলোই ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগরতলা মামলার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'।

খ ২৫ মার্চ বাঙালির ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে দেশব্যাপী শুরু হয় পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা। ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে হানাদার বাহিনী চালাতে থাকে পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ। তারা ঢাকাসহ অন্যান্য শহরেও হাজার হাজার নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ কারণে ২৫ মার্চকে ইতিহাসে কালরাত্রি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকের 'P' দেশটির আন্দোলন আমার পাঠ্যবইয়ের ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাঙালির জাতীয় জীবনে যেসব ঘটনা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালির রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ। প্রিয় মাতৃভাষায় কথা বলার ন্যায্য দাবি আদায়ে আন্দোলন করাটা ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ।

উদ্দীপকের 'P' দেশটি উত্তর ও দক্ষিণ দুই অংশে বিভক্ত। দেশটির শাসকগোষ্ঠী উত্তরাংশের সংস্কৃতি দক্ষিণাংশের উপর চাপিয়ে দিলে

দক্ষিণাংশের জনগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং এর ফলে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এরূপ সংস্কৃতি আন্দোলন মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে উপস্থাপন করে। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটলেও আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলনের দাবি প্রবল হয় যখন রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আবার ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এসময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং উর্দুর বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালিত হয়। সরকার কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ মিছিল বের করে এবং তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ফলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও নাম না জানা অনেকে শহিদ হন।

ঘ উদ্দীপকের 'Q' ইউনিয়ন ও 'M' নেতার মাধ্যমে যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আর বঙ্গবন্ধু পেশকৃত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ – বক্তব্যটি যথার্থ।

৬ দফা দাবি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। এটি ছিল বাঙালি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং এর প্রতি সর্বস্তরের বাঙালির সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণা উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে ৬ দফা দাবির গুরুত্ব অসীম। আর এ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

উদ্দীপকের 'Q' ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিজ এলাকার জনগণকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বেশি সুযোগ দেয় এবং বাজেট বরাদ্দের বেশির ভাগ টাকা নিজ এলাকার উন্নয়নে খরচ করে। ফলে বঞ্চিত এলাকার জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা 'M' নিজেদের ন্যায্য দাবি-সম্বলিত কয়েকটি প্রস্তাব চেয়ারম্যানের কাছে তুলে ধরেন। এরূপ ঘটনা পাকিস্তানি প্রশাসনের পূর্বপাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যের চিত্র এবং তার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দাবির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে। বঙ্গবন্ধু পেশকৃত এই ৬ দফা দাবি ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। কারণ, বাংলাদেশ স্বাধীনতাপূর্ব শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছয় দফা দাবির বাস্তবায়নে বাংলার জনমানুষের ভাগ্য ফিরেছিল আর বিনিময়ে শেখ মুজিব পেয়েছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা মামলা। কার্যত এই ৬ দফার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি ধাঁচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য স্থির হয়। কেননা এ কর্মসূচিতে পাকিস্তানকে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাবের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বশাসন ও পূর্ণ মৌলিক অধিকারের শর্ত নিহিত ছিল। আবার, দুটি পৃথক রাজ্যের জন্য পৃথক রাজস্ব, আর্থিক নীতি ও আলাদা মুদ্রা দাবি করা হয়। এর মাঝে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষমতা তৈরির পথ উন্মুক্ত করা হয়। দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র ব্যতীত সরকারের অবশিষ্ট বিষয়গুলো প্রদেশসমূহের হাতে ন্যস্ত রাখার প্রস্তাবে বাঙালির অদম্য স্বাধীনচেতা ভাবটি পুনর্গঠিত হয়।

আলোচনা পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিক ছয় দফা ছিল বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহাসিক দলিল। আর তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থই হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭

সংস্থা-১	সংস্থা-২
• ১৯৪৯ সালে জন্ম	• ১৯৪৫ সালে জন্ম
• বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩	• বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩
• সদর দপ্তর লন্ডন	• সদর দপ্তর নিউইয়র্ক

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. ওআইসি গঠন করা হয়েছিল কেন? ২

গ. সংস্থা-১ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সংস্থা-২ এর কোনো বিকল্প নেই– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Association for Regional Cooperation.

খ বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে ওআইসি।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য। এছাড়া ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা, রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি, বর্ণ বৈষম্যবাদ বিলোপ ইসলামি পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা, মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে OIC প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ সংস্থা-১ আন্তর্জাতিক সংস্থা কমনওয়েলথকে নির্দেশ করে।

একসময় সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীকালে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে কমনওয়েলথ। ব্রিটেন এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ব্রিটেন ও এর পূর্বতন অধীনস্থ দেশসমূহ এর সদস্য। তবে কোনো রাষ্ট্র এর সদস্য হবে কি না তা রাষ্ট্রের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটির বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৫৩টি রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠার সময় এর নাম ছিল "ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস।" পরবর্তীতে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথের প্রধান। এর সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত।

উদ্দীপকের সংস্থা-১ এর জন্মস্থান ১৯৪৯, এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩ এবং এর সদরদপ্তর লন্ডনে অবস্থিত। এসব তথ্যগুলো কমনওয়েলথকে উপস্থাপন করে। কেননা, ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটির বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৫৩টি রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠার সময় এর নাম ছিল "ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস।" পরবর্তীতে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথের প্রধান। এর সদর দপ্তর লন্ডনে অবস্থিত।

ঘ সংস্থা-২ আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘকে উপাস্থাপন করে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের কোনো বিকল্প নেই। আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিশ্বনেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পরবর্তী বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় জাতিসংঘের জন্ম। বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ বাসস্থান হিসেবে গড়ে তুলতে জাতিসংঘের সদস্যগুলো একযোগে কাজ করে।

উদ্দীপকের সংস্থা-২ এর জন্ম হয় ১৯৪৫ সালে। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩ এবং এর সদর দপ্তর নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। এরূপ তথ্যগুলো জাতিসংঘকে উপাস্থাপন করে। বিশ্বশান্তি শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা অনন্য। কেননা জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো−

১. শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্টা লাভ করে। তাই আজ অবধি এ উদ্দেশ্য পূরণে কোনো সংস্থা গড়ে উঠেনি।

প্রশ্ন ▶ ০৮ এলেক্সের দেশের শাসন বিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি। তিনি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। অপরদিকে সিয়ামের দেশের সরকারপ্রধান প্রকৃত শাসক। এখানে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। দেশটিতে আইনবিভাগের আস্থা হারালে শাসন বিভাগকে পদত্যাগ করতে হয়।

ক. গণতন্ত্র কাকে বলে? ১
খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কেন নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে? ২
গ. এলেক্সের দেশের সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের সরকারকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এলেক্স ও সিয়ামের দেশের সরকার ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি বাংলাদেশে কার্যকর আছে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্র হলো জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণেই পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা।

খ যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলো হলো− নাগরিকের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বেকারভাতা প্রদান, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। আর এগুলোর মাধ্যমে মূলত রাষ্ট্রটি তার নিজ দেশকে উন্নত করে। কেননা নাগরিকের মৌখিক চাহিদাগুলো যদি পূর্ণতা পায় তাহলে নাগরিকরাও রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করবে। একারণে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হয়।

গ এলেক্সের দেশের সরকার ব্যবস্থার ধরণ হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই প্রকৃত শাসক ও সরকারপ্রধান। তিনি কোনো কাজে মন্ত্রিদের পরামর্শ ব্যবহার করতে পারেন, আবার নাও পারেন।

উদ্দীপকের এলেক্সের দেশের শাসন বিভাগের প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। এরূপ বর্ণনায় তাই সহজেই বলা যায়, এলেক্সের দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ এলেক্সের দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং সিয়ামের দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এর মধ্যে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর আছে বলে আমি মনে করি।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের ওপর নির্ভরশীল থাকে। তবে মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। এ ধরনের সরকারে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা হয় প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে।

উদ্দীপকে সিয়ামের দেশের সরকারপ্রধান প্রকৃত শাসক। এখানে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। দেশটিতে আইন বিভাগের আস্থা হারালে শাসন বিভাগকে পদত্যাগ করতে হয়। এরূপ বর্ননায় বলা যায়, সিয়ামের দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। আর বাংলাদেশেও এরূপ সরকার ব্যবস্থা দেখা যায়। বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। একটি মন্ত্রিপরিষদের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। তাদের নেতৃত্বে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকেন। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা যৌথভাবে তাদের কাজের জন্য জাতীয় সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। জাতীয় সংসদের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়। এখানে একজন রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছেন। কিন্তু তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান মাত্র। দেশের প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর এগুলো উপরিউক্ত সংসদীয় সরকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলোচনা শেষে বলা যায়, সিয়ামের দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় বিদ্যমান। অর্থাৎ এ দেশের আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আইনসভা বা জাতীয় সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। সুতরাং সিয়ামের দেশে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯

দল/জোট	প্রাপ্ত আসন
A	০৯
B	২২৩

ছক-১

দল	প্রাপ্ত আসন
K	১৬৭
L	৮৮

ছক-২

ক. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন? ১
খ. পাকিস্তান সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করে কেন? ২
গ. ছক-১ এ পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২ এর নির্বাচন বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ধাবিত করে– উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন গাজী গোলাম মাহবুব।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে স্থিমিত করার জন্য আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ৬ দফার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি ধাচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালির জাতীয়-মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির হয়। ৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করে, যা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

গ ছক-১ এ পাকিস্তান আমলে অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কতিপয় দল নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'যুক্তফ্রন্ট' নামের একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আবার বৃদ্ধি করে।

উদ্দীপকের ছক-১ এর 'A' ৯টি এবং 'B' ২২৩টি আসন লাভ করে। এরূপ চিত্র ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান নির্বাচনের চিত্র তুলে ধরে যা যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন নামে পরিচিত। নির্বাচনে পূর্বপাকিস্তানে সমমনা তিনটি দল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট জোট গঠন করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পায়। ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকচেতনাকে আরো বৃদ্ধি করে। ২১ দফার চেতনাকে আত্মস্থ করে বাঙালি ভবিষ্যতের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

ঘ ছক-২ এ ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের চিত্র প্রকাশ পায়। এ নির্বাচন বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ধাবিত করে।– এ উক্তিটি যথার্থ।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম 'এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে' সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্যু ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। উদ্দীপকে বর্ণিত ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙালির একাত্মতার বড় পরিচয়। এ নির্বাচনে বাংলার মানুষ গণমানুষের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন করে। এ কারণে আওয়ামী লীগ এককভাবে সরকার গঠন ও ৬ দফার পক্ষে গণরায় লাভ করে। ফলে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য এটি ছিল বিরাট পরাজয়। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়ে। এ নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে বিশাল ভূমিকা রাখে। এভাবেই ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পিছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায়, এভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৭০ সালের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ 'X' সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন ঢাকায় শুরু হয় যার সদর দপ্তর কাঠমাণ্ডুতে। সংস্থাটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮। অপরদিকে 'Y' নামক সংস্থাটির প্রথম সম্মেলন শুরু হয় মরক্কোর রাজধানী রাবাতে যার সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। এর প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩।

ক. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন? ১
খ. কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'X' সংস্থাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থার সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'Y' সংস্থাটির সাথে রয়েছে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন ট্রিগভেলি।

খ ব্রিটিশ শাসন মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

একসময় প্রায় সারা বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশও সে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দাণ্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের 'X' সংস্থাটি হলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক।

১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা আটটি। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

উদ্দীপকের 'X' সংস্থাটি প্রথম সম্মেলন ঢাকায় শুরু হয় যার সদর দপ্তর কাঠমান্ডুতে। সংস্থাটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮। এসব তথ্য সার্ককে তুলে ধরে। কেননা পাশাপাশি ৮টি রাষ্ট্র মিলে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Co-operation) বা SAARC গঠিত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি এ দেশগুলোর দীর্ঘদিনের সমস্যা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়ন সাধনই এ সংস্থার উদ্দেশ্য। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঐ বছরই ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান সার্কের সদস্য রাষ্ট্র।

ঘ উদ্দীপকের 'Y' সংস্থাটি হলো ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসি। ওআইসির সাথে বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত OIC-এর দ্বিতীয় সম্মেলনে এর সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। শুরু থেকেই বাংলাদেশ ওআইসির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে।

উদ্দীপকের 'Y' নামক সংস্থার প্রথম সম্মেলন শুরু হয় মরক্কোর রাজধানী রাবাতে। এর সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। এর প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩। এসব তথ্য ওআইসিকে তুলে ধরে। ওআইসির সাথে বাংলাদেশেরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে ওআইসির প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, অঙ্গসংগঠন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ওআইসির প্রতিটি উদ্যোগে বাংলাদেশ সংহতি প্রকাশ, একাত্মতা ঘোষণা ও সহযোগিতা করেছে। আবার, বাংলাদেশ ওআইসি-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা বিভিন্ন সহযোগিতাও পেয়েছে। সংস্থাভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোতে বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তি রপ্তানির দ্বারা বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা লাভ করে আসছে। প্রতিবছর বাংলাদেশের বহুসংখ্যক লোক হজ্জ করার জন্য সৌদি আরব যায়। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরাতন মসজিদ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ওআইসির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পায়। গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ওআইসির আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হওয়ার পর থেকে এর নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় উদ্দীপকে বর্ণিত Y সংস্থাটি অর্থাৎ ওআইসির সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব 'ক' সরকার পরিচালনার একটি বিভাগের সর্বোচ্চ প্রধান। তিনি আইনসভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। অপরদিকে জনাব 'খ' প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি দেশের সকল স্বার্থরক্ষা করেন এবং বিদেশে কোনো আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ক. সবিচালয় কী? ১

খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃদপিণ্ড বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকর জনাব 'ক' সরকারের কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জনাব 'ক' ও জনাব 'খ' এর মধ্যে কাকে শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের সকল মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল/সাচিবিক কাজগুলো একত্রে করার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাকে সচিবালয় বলে।

খ প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ সম্পন্ন হয় বলে তাকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত মাঠ প্রশাসন সারাদেশে বাস্তবায়িত করে। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব 'ক' সরকারের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি নামমাত্র বা আলংকারিক অর্থেই প্রধান। কেননা, দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত তিনি রাষ্ট্রের কোনো কাজ এককভাবে পরিচালনা করেন না।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' সরকার পরিচালনায় একটি বিভাগের সর্বোচ্চ প্রধান। তিনি আইন সভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত। এরূপ বর্ননা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে উপস্থাপন করে। কেননা, রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর। তিনি পুননির্বাচিত হতে পারেন, কিন্তু কোনো ব্যক্তি ২ মেয়াদের বেশি অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিশংসন করা যায়। রাষ্ট্রপতি হতে হলে তাকে অবশ্যই ৩৫ বছর বয়স্ক, বাংলাদেশি নাগরিক ও সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব 'ক' হলেন রাষ্ট্রপতি ও জনাব 'খ' হলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিচ্ছবি। তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

স্তম্ভ মানে হলো যেটার উপর ভর করে কোনোকিছু স্থায়ী রূপ লাভ করে। আবার তার পতন ঘটলে সবকিছুই ধ্বংস হয় বা পতন ঘটে। সংসদীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী এরূপ স্তম্ভস্বরূপ। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তিনিই প্রকৃত শাসক ও নীতিনির্ধারক। তার থাকা না থাকার উপর পুরো মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে বিধায় তাকে সরকারের স্তম্ভ বা মধ্যমণি বলা হয়।

উদ্দীপকের 'খ' হলেন প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি দেশের সকল স্বার্থরক্ষা করেন এবং বিদেশে কোনো আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। অর্থাৎ জনাব 'খ' হলেন প্রধানমন্ত্রী। জনাব 'ক' তথা রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের আলঙ্কারিক প্রধান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়।

আলোচনার পরিশেষে তাই এটি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

যশোর বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড | 1 | 4 | 0 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান– ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **ভারতের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে?**
ক) অনুমোদনের মাধ্যমে খ) বিপ্লবের দ্বারা
গ) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঘ) ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে

২. **আমাদের সমাজে কোন ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়?**
ক) একপত্নীক ও পিতৃতান্ত্রিক খ) একপত্নীক ও মাতৃতান্ত্রিক
গ) বহুপত্নীক ও পিতৃতান্ত্রিক ঘ) বহুপত্নীক ও মাতৃতান্ত্রিক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাহেদের দেশটি আয়তনে ছোট। তাই কোনো প্রদেশ নেই। অন্যদিকে রাজেশের দেশটি আয়তনে বিশাল হওয়ায় কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত।

৩. **সাহেদের দেশটি কোন ধরনের রাষ্ট্র?**
ক) সমাজতান্ত্রিক খ) রাজতান্ত্রিক গ) একনায়কতান্ত্রিক ঘ) এককেন্দ্রিক

৪. **রাজেশের দেশটিতে–**
i. দুই ধরনের সরকার বিদ্যমান
ii. জাতীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পায়
iii. জনগণের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. **ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনটি?**
ক) পুঁজিবাদী খ) সমাজতান্ত্রিক গ) রাজতান্ত্রিক ঘ) এককেন্দ্রিক

৬. **ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন?**
ক) বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়
খ) স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকনির্দেশনা থাকায়
গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের বাঙালিদের উজ্জীবিত করায়
ঘ) বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা থাকায়

৭. **জনাব 'X' নামেমাত্র রাষ্ট্র প্রধান। অপরদিকে জনাব 'Y' প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। তার পরামর্শক্রমে জনাব 'X' কাজ করেন। জনাব 'Y' বাংলাদেশের কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে?**
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী গ) প্রধান বিচারপতি ঘ) স্পিকার

৮. **লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ক) প্রগতির সহায়ক খ) জরুরি প্রয়োজনে সহায়ক
গ) বিপ্লবের সম্ভবনা কম ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় উপযোগী

৯. **বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয় কেন?**
ক) সমস্যার সমাধান করতে পারে খ) রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে
গ) সময়মতো কর প্রদান করে ঘ) আন্তরিকতার সাথে কর্তব্য পালন করে

১০. **পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয় কত সালে?**
ক) ১৯৫৬ খ) ১৯৫৮ গ) ১৯৫৯ ঘ) ১৯৬২

১১. **যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?**
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ) এ. কে. ফজলুল হক

১২. **মন্ত্রীর প্রধান কাজ হলো–**
i. প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করা
ii. প্রকল্প তৈরি করা iii. নীতি প্রণয়ন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
১৯৭২ সালে বাংলাদেশ 'A' নামক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন দেশে অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে। অন্যদিকে দেশটি ১৯৭৪ সালে 'B' নামক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করার পর থেকে মুসলিম বিশ্বে জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

১৩. **উদ্দীপকের 'A' কোন সংস্থাকে নির্দেশ করে?**
ক) সার্ক খ) ওআইসি গ) জাতিসংঘ ঘ) কমনওয়েলথ

১৪. **'B' সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো–**
i. ইসলামি সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ii. মুসলমানদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা
iii. বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. **অধিদপ্তরের প্রধান কে?**
ক) সচিব খ) পরিচালক
গ) মহাপরিচালক ঘ) বিভাগীয় কমিশনার

১৬. **ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল কেন?**
ক) উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করায়
খ) খাজা নাজিমুদ্দিনকে মুখ্যমন্ত্রী করায়
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আসায়
ঘ) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করায়

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাল : ১৯০৬ → ১৯৪০ → ১৯৪৬ → ১৯৪৭

১৭. **উদ্দীপকে ২য় সালটিকে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়?**
ক) ভারত বিভাগ পরিকল্পনা খ) মুসলিম লীগ গঠন
গ) এক পাকিস্তান পরিকল্পনা ঘ) লাহোর প্রস্তাব

১৮. **ভারত বিভাগের ফলে–**
i. পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় ii. বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়
iii. পাকিস্তানি ভিত শক্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. **অর্থনীতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র কোনটি?**
ক) সমাজতান্ত্রিক খ) একনায়কতান্ত্রিক
গ) গণতান্ত্রিক ঘ) এককেন্দ্রিক

২০. **Civitas শব্দের অর্থ কী?**
ক) নাগরিক খ) নগররাষ্ট্র গ) নাগরিকতা ঘ) পৌরনীতি

২১. **জাতিসংঘের কোন শাখা শাসন বিভাগ স্বরূপ?**
ক) সাধারণ পরিষদ খ) নিরাপত্তা পরিষদ
গ) আন্তর্জাতিক আদালত ঘ) জাতিসংঘ সচিবালয়

২২. **সার্ক প্রতিষ্ঠার কারণ কী?**
ক) সারাবিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা খ) মুসলিম বিশ্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
গ) দক্ষিণ এশিয়ার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা
ঘ) ব্রিটেন ও উপনিবেশ দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক রাখা

২৩. **কোন রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে?**
ক) সৌদি আরব খ) কানাডা গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) যুক্তরাজ্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

বিভাগ	কাজ
X	(i) কালেক্টর নামে পরিচিত (ii) পুলিশের সহায়তায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে
Y	(i) আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে (ii) বিরোধ মীমাংসা করে

২৪. **'X' কোন প্রশাসনকে নির্দেশ করে?**
ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসন খ) বিভাগীয় প্রশাসন
গ) জেলা প্রশাসন ঘ) উপজেলা প্রশাসন

২৫. **'Y' এর কাজের ফলে–**
i. সংবিধান রক্ষা করা সম্ভব হয় ii. নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চত হয়
iii. সংসদীয় আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৬. **কোন মতবাদকে অগণতান্ত্রিক বলে সমালোচনা করা হয়?**
ক) ঐশী খ) শক্তিপ্রয়োগ গ) সামাজিক চুক্তি ঘ) বিবর্তনমূলক

২৭. **পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে দেখা যায়–**
i. সম্পদের নিজস্ব মালিকানা ii. সরকার নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা
iii. অবাধ প্রতিযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৮. **আজাদ সাহেব ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন। আজাদ সাহেব কোন ধরনের অধিকার ভোগ করেছেন?**
ক) নৈতিক খ) সামাজিক গ) রাজনৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক

২৯. **সংবিধানকে বলা হয় রাষ্ট্রের–**
i. মৌলিক সনদ ii. মূলনীতি iii. জীবন ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. **নাগরিকতা প্রদানে জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে কোন দেশটি?**
ক) বাংলাদেশ খ) কানাডা গ) যুক্তরাজ্য ঘ) অস্ট্রেলিয়া

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। জনাব জলিল মিয়া চাকুরির পাশাপাশি অবসর সময়ে নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিষয় দেখেন। এছাড়াও তিনি তাদেরকে সততা, ভদ্রতা ও শৃঙ্খলার বিষয়েও শিক্ষা দেন। অপরদিকে বাড়ির বউ করিমা পরিবারের সব কিছু দেখাশুনা করেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে সবার সাথে পরামর্শ করে সমস্যার সমাধান করেন।

ক. 'ম্যাকাইভারের' মতে পরিবার কাকে বলে? ১
খ. সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব জলিল মিয়ার কাজগুলো পরিবারের কোন কাজের ইঙ্গিত দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জলিল মিয়া ও করিমার কাজের মধ্য দিয়ে পরিবারের সকল কার্যাবলি ফুটে উঠেছে বলে তুমি কি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২।

ক	খ
সুস্পষ্ট	অস্পষ্টতা
স্থিতিশীল	অস্থিতিশীল
যুক্তরাষ্ট্র সরকার	এককেন্দ্রিক সরকার
ব্যবস্থায় খুবই উপযোগী	ব্যবস্থায় বেশি উপযোগী

ক. সংবিধান কী? ১
খ. প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সারণী 'ক' অংশে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা কোন প্রকার সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সারণী 'ক' ও 'খ' অংশের সংবিধানের মধ্যে কোন ব্যবস্থাটি উত্তম? তোমার মতের পক্ষে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। বাংলাদেশের একজন ছাত্র রতন আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা শেষে ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পায়। স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়ায় রতন দেশে এসে সুমনাকে বিয়ে করে আমেরিকা নিয়ে যায়।

ক. অধিকার কাকে বলে? ১
খ. সুনাগরিক বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'রতন' কোন নীতির ভিত্তিতে আমেরিকার নাগরিকত্ব অর্জন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সুমনা কি রতনের মতো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। মি. জব্বার একটি দেশের সরকার প্রধান ও দলীয় নেতা। তিনি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাকে কেন্দ্র করেই তার দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। অপরপক্ষে, মি. রসুল তার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। তিনি মি. জব্বারের পরামর্শ অনুযায়ী দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদের ব্যক্তিদের নিয়োগদান করেন এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দণ্ডও মওকুফ করতে পারেন। কিন্তু তিনি পরপর দুই মেয়াদের বেশি পদে থাকতে পারেন না।

ক. অভিশংসন কী? ১
খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে মি. রসুলের কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. জব্বার ও মি. রসুল এর মধ্যে কাকে তুমি উক্ত দেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি বলে মনে কর? তোমার বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৫।

সরকার → ছক-ক → ১. রাষ্ট্রপতি নামমাত্র; ২. মন্ত্রীসভা আইনসভার নিকট দায়ী

সরকার → ছক-খ → ১. রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসক; ২. মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী

ক. গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র কী? ১
খ. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'খ' চিহ্নিত সরকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক 'ক' ও ছক 'খ' এ উল্লিখিত কোন সরকার ব্যবস্থা অধিক গণতান্ত্রিক? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকারের মূল লক্ষ্য সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন গৃহীত হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে স্বচ্ছ, নিয়মতান্ত্রিক ও সত্যনিষ্ঠ।

ক. অধিকার প্রধানত কয় প্রকার? ১
খ. সামাজিক অধিকার বলতে কী বুঝ? ২
গ. "অধিকারের মূল লক্ষ্য সার্বজনীন কল্যাণ সাধন" বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে কি দুনীতিমুক্ত করা সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। 'X' নামের একটি সংগঠন এর উপর নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, আইনের অনুশাসন ও সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত। অপরপক্ষে, 'Y' নামের সংগঠনটি আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ও বাজেট পাসের সাথে জড়িত।

ক. বাংলাদেশ সবিচালয়ের দ্বিতীয় প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা কে? ১
খ. আপিল বিভাগ বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'X' সংস্থাটির বর্ণিত কার্যক্রমের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় 'Y' সংগঠনের ভূমিকা ব্যাপক? মতামতসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। কিংবদন্তি নেতা আংকেল-হো ১৯৪৫ সালে ২রা সেপ্টেম্বর হ্যানয়ের এক জনসভায় ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার নির্দেশমতো সে দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। আংকেল হো-র মতো নেতার আদর্শে গেরিলা বাহিনী ও মুক্তিফৌজের সাহায্যে দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের বর্তমান নাম কী? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আংকেল-হোর ভাষণের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ভাষণের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আংকেল হোর মতো একজন নেতা ছিল বিধায় ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করেছিল। – বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। ডি. এল স্কুলের ছাত্ররা ফুলের ডালা নিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলে গাইছে আমার ভইয়ের রক্তে রাঙানো .... গানটি। এদিনটি তারা প্রতিবছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের ইঙ্গিত রয়েছে তা– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত ঘটনা বাঙালিদের মুক্তির চেতনা বেগবান করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। বিশেষ একটি সংস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাহমিনার দাদু বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা যখন সারা বিশ্ববাসীকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে, তখন বিশ্বশান্তির জন্য ডাক দিয়ে আবির্ভূত হয় এই সংস্থা। পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো এর সদস্যভুক্ত হয়। দাদু আরো বলেন এই সংস্থা বাংলাদেশের আর্থ-সামামাজিক উন্নয়নে বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুত্বের হাত।

ক. সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে কয়টি স্তর রয়েছে? ১
খ. কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় উক্ত সংস্থাটির কোন শাখা কার্যকর ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে তাহমিনার দাদুর বর্ণিত সংস্থাটি "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১১।

'ক' সংস্থা	'খ' সংস্থা
১. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে।	১. শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে।
২. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।	২. বিভিন্ন দেশের বিবাদের মিমাংসা করে।
৩. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।	৩. মানব সেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলে।

ক. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ করে কারা? ১
খ. অছি পরিষদ বলতে কী বুঝ? ২
গ. ছকের উল্লিখিত 'ক' সংস্থাটির কার্যক্রমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটির বর্ণিত কার্যক্রম কি সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম? মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	K	৩	N	৪	L	৫	M	৬	N	৭	L	৮	N	৯	K	১০	L	১১	N	১২	M	১৩	N	১৪	N	১৫	M
	১৬	K	১৭	N	১৮	K	১৯	K	২০	L	২১	K	২২	M	২৩	N	২৪	M	২৫	K	২৬	K	২৭	L	২৮	M	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ জনাব জলিল মিয়া চাকুরির পাশাপাশি অবসর সময়ে নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার বিষয় দেখেন। এছাড়াও তিনি তাদেরকে সততা, ভদ্রতা ও শৃঙ্খলার বিষয়েও শিক্ষা দেন। অপরদিকে বাড়ির বউ কারিমা পরিবারের সবকিছু দেখাশুনা করেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে সবার সাথে পরামর্শ করে সমস্যার সমাধান করেন।

ক. 'ম্যাকাইভারের' মতে পরিবার কাকে বলে? ১

খ. সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব জলিল মিয়ার কাজগুলো পরিবারের কোন কাজের ইঙ্গিত দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জলিল মিয়া ও কারিমার কাজের মধ্য দিয়ে পরিবারের সকল কার্যাবলি ফুটে উঠেছে বলে তুমি কি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাকাইভারের মতে, সন্তান জন্মদান ও লালনপালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে।

খ মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও নিরাপত্তার জন্য সমাজ গড়ে তোলে।

মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। আর সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবনদান করে। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে বলে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গড়ে তোলে। বস্তুত মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজে বসবাস করে এবং সামাজিক পরিবেশেই সে নিজেকে বিকশিত করে। এসব কারণেই বলা যায়, সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

গ জনাব জলিল মিয়ার কাজগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজের ইঙ্গিত দেয়।

পরিবার মানবসমাজের আদি প্রতিষ্ঠান এবং একইসাথে আদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালয়ে যাওয়ার আগে পরিবার শিশুর মধ্যে যে শিক্ষা প্রদান করে তা তার সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থাকে। এ শিক্ষা শুধু শিশুকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এ শিক্ষা আজীবন চলতে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব জলিল মিয়া চাকুরির পাশাপাশি অবসর সময়ে নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার বিষয় দেখেন। এছাড়াও তিনি তাদেরকে সততা, ভদ্রতা ও শৃঙ্খলার বিষয়েও শিক্ষা দেন। এরূপ বর্ণনায় পরিবারের শিক্ষামূলক কার্যাবলি প্রকাশ পায়। কেননা আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ। আর পরিবারে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বলে পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বা জীবনের প্রথম পাঠশালা বলা হয়।

ঘ জলিল মিয়ার কাজে পরিবারের শিক্ষামূলক কার্যাবলি এবং কারিমার কাজে পরিবারের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলি প্রকাশ পেয়েছে। আমি মনে করি এর বাইরেও পরিবারের আরও কিছু কাজ রয়েছে।

পরিবার মানবসমাজের আদি ও ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মানুষের জীবনধারণে এর বিকল্প নেই। কারণ পরিবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনে বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে। শিক্ষালাভ, আর্থিক চাহিদা পূরণ, মানবিক বিকাশ সাধন কিংবা বিনোদন লাভ— প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবার সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। অর্থাৎ মানুষের জীবনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

উদ্দীপকের জলিল মিয়ার কর্মকাণ্ডে পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ ফুটে উঠেছে। অপরদিকে কারিমার পরিবারের দেখাশুনার মাধ্যমে জৈবিক কার্যাবলি, সকলের সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়ার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি এবং সকলের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান করা পরিবারের রাজনৈতিক কার্যাবলি উপস্থাপন করে। এর বাইরেও পরিবার অর্থনৈতিক ও বিনোদনমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরনের দায়িত্ব পরিবারের। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা মিটিয়ে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশু পালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়। পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, টিভি দেখা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিনোদন লাভ করি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পরিবারের উল্লেখিত কাজগুলো কিছুটা হ্রাস পেলেও সদস্যদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনে পরিবারের এসব কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

আলোচনা শেষে বলা যায়, জলিল মিয়া ও কারিমার কাজের মাধ্যমে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ প্রকাশ পেয়েছে। তবে এসব কাজের বাইরেও পরিবার তার সদস্যদের জন্য নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

প্রশ্ন ▶ ০২

ক	খ
সুস্পষ্ট	অস্পষ্টতা
স্থিতিশীল	অস্থিতিশীল
যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থায় খুবই উপযোগী	এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় বেশি উপযোগী

ক. সংবিধান কী? ১
খ. প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সারণী 'ক' অংশে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা কোন প্রকার সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সারণী 'ক' ও 'খ' অংশের সংবিধানের মধ্যে কোন ব্যবস্থাটি উত্তম? তোমার মতের পক্ষে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মকানুনের সমষ্টি, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

খ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকারপ্রধান বলে তাকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়।

তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ দেশের প্রকৃত শাসক। জাতীয় সংসদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে তার আগে কোনো কারণে সংসদ তার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলে এবং তা সংসদে গৃহীত হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে যায়। তাই প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে সারণী 'ক' অংশে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা লিখিত সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের। তন্মধ্যে লিখিত সংবিধান একটি। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়মনীতি দলিলে লিপিবদ্ধ করা থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। লিখিত সংবিধান বেশিরভাগ সময় দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের 'ক' সংবিধানটির সুস্পষ্ট, স্থিতিশীল এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য উপযোগী। 'ক' সারণীর সংবিধানের এই বৈশিষ্ট্যগুলো লিখিত সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ এসব বৈশিষ্ট্যগুলো একমাত্র লিখিত সংবিধানে দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে সারণী 'ক' এ লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য এবং সারণী 'খ' অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। আমি এর মধ্যে লিখিত সংবিধানকে উত্তম বলে মনে করি।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হলো সংবিধান। এই সংবিধানের দুটি ধরন হলো লিখিত ও অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তাকেই লিখিত সংবিধান বলা হয়। আর লিখিত সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলার কারণ হলো এটি সুস্পষ্ট এবং জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সারণী 'ক' এর সংবিধানকে তথা লিখিত সংবিধানকে উত্তম মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক, চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এ ধরনের সংবিধানে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে, লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে না। লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট। এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল থাকে এবং শাসক ও জনগণ এটি মেনে চলতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধান অস্থিতিশীল। লিখিত সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধানে এটি অনুপস্থিত। লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু, অলিখিত সংবিধানে এটি অস্পষ্ট।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সারণী 'ক' এর সংবিধান অর্থাৎ লিখিত সংবিধানই উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ০৩ বাংলাদেশের একজন ছাত্র রতন আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা শেষে ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পায়। স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়ায় রতন দেশে এসে সুমনাকে বিয়ে করে আমেরিকা নিয়ে যায়।

ক. অধিকার কাকে বলে? ১
খ. সুনাগরিক বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'রতন' কোন নীতির ভিত্তিতে আমেরিকার নাগরিকত্ব অর্জন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সুমনা কি রতনের মতো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তাকে অধিকার বলে।

খ বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম– এ তিনটি গুণের অধিকারী নাগরিকদের সুনাগরিক বলা হয়।

আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান, যেসব সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যার বিবেক আছে, যে, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে, আর যে আত্মসংযমী এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে সেসব গুণসম্পন্ন নাগরিকদের বলা হয় সুনাগরিক।

গ উদ্দীপকের রতন আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেছে অনুমোদনসূত্রে।

কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো– ১. সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, ২. সরকারি চাকরি করা, ৩. সততার পরিচয় দেওয়া, ৪. সে দেশের ভাষা জানা, ৫. সম্পত্তি ক্রয় করা, ৬. দীর্ঘদিন বসবাস করা ও ৭. সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে। কোনো ব্যক্তি যদি এর মধ্যে এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে, তবে সে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদন ওই রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে সে অনুমোদনসূত্রে দেশটির নাগরিক হবে।

উদ্দীপকের রতন আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা শেষে ভালো ফলাফরের কারণে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায় এবং আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পায় তথা নাগরিকত্ব লাভ করে। যেহেতু সে ঐ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে সে হিসেবে তার অনুমোদনের মাধ্যমেই নাগরিকত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ রতন অনুমোদনসূত্রে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেছে।

ঘ না, অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সুমনা রতনের মতো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে না।

নাগরিকতা হচ্ছে নাগরিকের গুণ বা মর্যাদা। পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিক ও নাগরিকতা বিষয়ক আলোচনাই পৌরনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সব সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে, তাকেই নাগরিক বলা হয়। আর নাগরিকরা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রের দেয়া যে মর্যাদা লাভ করে, পৌরনীতিতে তাকেই নাগরিকত্ব বা নাগরিকতা বলে।

উদ্দীপকের রতনের স্ত্রী সুমনা বাংলাদেশের নাগরিক। রতন আমেরিকার নাগরিকত্ব পেলেও সুমনা এখনও নাগরিকত্ব লাভ করতে পারেনি। সে হিসেবে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যাবে। রতন নাগরিক হিসেবে সে ঐ দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সকল অধিকার ভোগ করতে পারবে। কারণ এসব অধিকার তার নাগরিকতা দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু সুমনা হলো ঐদেশের প্রবাসী। অর্থাৎ একজন বিদেশি হিসেবে সে সীমিত আকারে সামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। কোনো রাজনৈতিক অধিকার সে ভোগ করতে পারবে না।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, রতন ও সুমনার ক্ষেত্রে অধিকার ভোগে ভিন্নতা দেখা যাবে।

প্রশ্ন ▸ ০৪ মি. জব্বার একটি দেশের সরকার প্রধান ও দলীয় নেতা। তিনি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাকে কেন্দ্র করেই তার দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। অপরপক্ষে, মি. রসুল তার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। তিনি মি. জব্বারের পরামর্শ অনুযায়ী দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদের ব্যক্তিদের নিয়োগদান করেন এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দণ্ডও মওকুফ করতে পারেন। কিন্তু তিনি পরপর দুই মেয়াদের বেশি পদে থাকতে পারেন না।

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃদপিন্ড বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মি. রসুলের কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. জব্বার ও মি. রসুল এর মধ্যে কাকে তুমি উক্ত দেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি বলে মনে কর? তোমার বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভিশংসন হলো সংবিধান লঙ্ঘন বা কোনো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করে রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করার পদ্ধতি।

খ প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ সুসম্পন্ন হয় বলে তাকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত মাঠ প্রশাসন সারাদেশে বাস্তবায়িত করে। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মি. রসুল বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিচ্ছবি। তাঁর কাজের গুরুত্ব ব্যাপক ও বিস্তৃত।

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা যেমন– মহাহিসাবরক্ষক, রাষ্ট্রদূত, তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন। উদ্দীপকের মি. রসুল তার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। তিনি মিঃ জব্বারের পরামর্শ অনুযায়ী দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদের ব্যক্তিদের নিয়োগদান করেন এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দণ্ডও মওকুফ করতে পারেন। কিন্তু তিনি পরপর দুই মেয়াদের বেশী পদে থাকতে পারেন না। এরূপ বর্ণনায় সহজেই অনুধাবন করা যায় তিনি বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির কাজের গুরুত্ব ব্যাপক। সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলে তিনি সম্মতি দান করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থবিল সংসদে উপস্থাপন করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, আপিল ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তিনি জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বরেণ্য ব্যক্তিদের খেতাব, পদক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী ও বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি। এভাবে রাষ্ট্রপতি নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ মি. জব্বার হলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও মি. রসুল হলেন রাষ্ট্রপতির প্রতিচ্ছবি। এ দুজনের মধ্যে মি. জব্বার তথা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। তিনি সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে দেশের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনকারী দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকের মি. জব্বার একটি দেশের সরকার প্রধান ও দলীয় নেতা। তিনি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাকে কেন্দ্র করেই তার দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন মহাসম্মানীয় পদ এবং তাঁর নামেই দেশ পরিচালিত হয়। তবুও প্রধানমন্ত্রী উক্ত দেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয় বিধায় তাকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

আলোচনার পরিশেষে তাই এটি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▸ ০৫

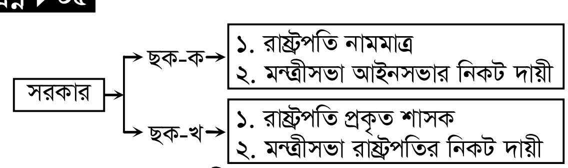

ক. গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র কী? ১

খ. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'খ' চিহ্নিত সরকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক 'ক' ও ছক 'খ' এ উল্লিখিত কোন সরকার ব্যবস্থা অধিক গণতান্ত্রিক? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হলো জনগণ।

খ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির উপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী।

গ 'খ' চিহ্নিত সরকারটি হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই প্রকৃত শাসক ও সরকারপ্রধান। তিনি কোনো কাজে মন্ত্রিদের পরামর্শ ব্যবহার করতে পারেন, আবার নাও পারেন।

উদ্দীপকের ছক-খ এর রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসক এবং মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী।– এ থেকে সহজেই বোঝা যায় 'খ' রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া এ সরকার ব্যবস্থায় দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের ছক 'ক' এ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ও 'খ' এর সরকার ব্যবস্থা হলো রার্ষ্টপ্রতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা। এ দুটি সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা অধিক গণতান্ত্রিক।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা সমাজের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। সাধারণত রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামতের ভিত্তিতে সরকার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা জনগণের অংশগ্রহণে জনগণের দ্বারা এবং জনকল্যাণার্থে পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের ছক 'ক' এর তথ্যগুলো সংসদীয় সরকারকে উপস্থাপন করে। যেটি জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকার পরিচালনা করে। তাই এ ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার সুযোগ বিদ্যমান। সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মূলকথা হলো– এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত সরকারব্যবস্থা। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় জনগণের মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। সরকার কোনোভাবেই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হওয়ায় এ সরকার ব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। বিরোধী দল এ ব্যবস্থায় বিকল্প সরকার হিসেবে সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে থাকে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে তিনিই সরকার প্রধান, কারও কাছে জবাবদিহিতা থাকে না এবং নিজের মতামত অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় এমনটি হওয়া সম্ভব নয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তুলনায় সংসদীয় সরকার দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, এখানে জনমতকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। সুতরাং এসব দিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের চেয়ে সারাবিশ্বে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা উত্তম ও অধিক গ্রহণযোগ্য। তাই আমি সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে সমর্থন করি।

প্রশ্ন ▸ ০৬ অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকারের মূল লক্ষ্য সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন গৃহীত হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে স্বচ্ছ, নিয়মতান্ত্রিক ও সত্যনিষ্ঠ।

ক. অধিকার প্রধানত কয় প্রকার? ১

খ. সামাজিক অধিকার বলতে কী বুঝ? ২

গ. "অধিকারের মূল লক্ষ্য সার্বজনীন কল্যাণ সাধন" বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে কি দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার প্রধানত ২ প্রকার।

খ সমাজে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব অধিকার ভোগ করে তার সমষ্টি হলো সামাজিক অধিকার।

সমাজে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার জন্য আমরা সামাজিক অধিকার ভোগ করি। যেমন- জীবন রক্ষার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের, সম্পত্তি লাভের ও ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি।

গ অধিকারের মূল লক্ষ্য হলো সার্বজনীন কল্যাণ সাধন– বক্তব্যটি যথার্থ।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অধিকার অপরিহার্য। আমরা অনেক সময় অধিকার বলতে ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো কিছু করার ক্ষমতাকে বুঝি। কিন্তু যেমন খুশি তেমন কাজ করা অধিকার হতে পারে না। অধিকার সকল নাগরিকের মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা হয়। অধিকারের নামে আমাদের এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যার ফলে অন্যের ক্ষতি হতে পারে।

অধিকার আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যেমন যেসব নৈতিক অধিকার আমরা ভোগ করি তা মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। এসব অধিকারের আইনগত ভিত্তি না থাকলেও তা সমাজের মানুষের কল্যাণে যথেষ্ঠ অবদান রাখে। আবার আমরা নানা রকম আইনগত অধিকার ভোগ করি। এ সকল অধিকার রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত বিধায় সেগুলো ভঙ্গা করলে শাস্তি পেতে হয়। এরূপ অধিকার ভোগে আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপের উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকলে যেন সমানভাবে এসব অধিকারের সুযোগ লাভ করতে পারে, সকলের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং বলা যায়, অধিকারের মূল লক্ষ্যই হলো সকলের কল্যাণ সাধন করা।

ঘ উদ্দীপকে তথ্য অধিকার আইনের কথা বলা হয়েছে। হ্যা, এ আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে অনেকাংশে দুর্নীতি মুক্ত করা সম্ভব।

জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন একটি যুগান্তকারী আইন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত তথ্য অধিকার আইনটি ৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং এ আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। এ আইনটি চালু হওয়ার পূর্বে যেসব তথ্য গোপন ছিল, এখন জনগণ তা জেনে নিজেদের অধিকার যেমন ভোগ করতে পারবে, তেমনি সেসব প্রতিষ্ঠানের কাজের ওপর নজরদারি স্থাপন করা দরকার তাদের কাজকে আরও নিয়মতান্ত্রিক ও সত্যনিষ্ঠ করে তোলা সম্ভব হবে। জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রণীত যুগান্তকারী এক আইন। এর মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানার আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা তথ্য গোপন করে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। তথ্য সকলের সামনে উন্মুক্ত থাকার কারণে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। ফলে প্রশাসনিক দুর্নীতি বহুগুণে হ্রাস পাবে। তথ্য অধিকার আইনের ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে স্বচ্ছ, নিয়মতান্ত্রিক এবং সত্যনিষ্ট। যেটা দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনে অপরিহার্য।

সুতরাং বলা যায়, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৭ ‘X’ নামের একটি সংগঠন এর উপর নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, আইনের অনুশাসন ও সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত। অপরপক্ষে, ‘Y’ নামের সংগঠনটি আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ও বাজেট পাসের সাথে জড়িত।

ক. বাংলাদেশ সবিচালয়ের দ্বিতীয় প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা কে? ১

খ. আপিল বিভাগ বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ‘X’ সংস্থাটির বর্ণিত কার্যক্রমের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় ‘Y’ সংঠনের ভূমিকা ব্যাপক? মতামতসহ বিশ্লেষণ কর।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সচিবালয়ের দ্বিতীয় প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন অতিরিক্ত সচিব।

খ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত। এর একটি হলো আপিল বিভাগ।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা, ন্যায়বিচার সংরক্ষণ ও পরামর্শ দান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারে। রাষ্ট্রপতি আইনের কোনো ব্যাখ্যা চাইলে আপিল বিভাগ এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো ব্যক্তিকে আদালতের সামনে হাজির হতে ও দলিলপত্র পেশ করার আদেশ জারি করতে পারে। আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

গ উদ্দীপকের 'X' সংস্থাটি হলো বিচার বিভাগ।

নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অপরাধীর শাস্তিবিধান এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার বিভাগ আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখে।

উদ্দীপকের 'X' নামের একটি সংগঠন এর উপর নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, আইনের অনুশাসন ও সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত। এখানে বিচার বিভাগের চিত্র প্রকাশ পায়। কারণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে বিচার বিভাগ গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিচার বিভাগ সংবিধানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। বিচার বিভাগ দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করে। ন্যায়বিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। গণতন্ত্রের স্বরূপ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও বিচার বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান ও নিরপরাধীকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত। বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ঘ 'Y' সংবিধানটি বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার আইন বিভাগের প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগের ভূমিকা ব্যাপক।

বাংলাদেশ সরকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে অন্যতম হলো আইনসভা। আইনসভার সদস্যরা সারাদেশ থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। আইনসভা দেশের জন্য আইন প্রণয়নের পশাপাশি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের 'Y' নামক সংগঠনটি আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ও বাজেট পাশের সাথে জড়িত। এর মাধ্যমে আইন বিভাগের চিত্র প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের আইন বিভাগের নাম জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে খসড়া বিলের আকারে তা সংসদে পেশ করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারী। সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো কর বা খাজনা আরোপ ও আদায় করা যায় না। সংসদ প্রতিবছর বাজেট পাস করে। সংসদ সংবিধানে উল্লিখিত নিয়মের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাজ জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইনসভা করে থাকে। তবে তাদের মূল কাজ আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা।

আলোচনা থেকে বলা যায়, আইনসভা বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ কিংবদন্তি নেতা আংকেল-হো ১৯৪৫ সালে ২রা সেপ্টেম্বর হ্যানয়ের এক জনসভায় ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার নির্দেশমতো সে দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। আংকেল হো-র মতো নেতার আদর্শে গেরিলা বাহিনী ও মুক্তিফৌজের সাহায্যে দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের বর্তমান নাম কী? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আংকেল-হোর ভাষণের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ভাষণের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আংকেল হোর মতো একজন নেতা ছিল বিধায় ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের বর্তমান নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল।

খ অসহযোগ আন্দোলন হলো পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালির একটি সর্বাত্মক আন্দোলন।

১ মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৭০ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচি পালিত হয়। পূর্ব বাংলার সকল সরকারি বেসরকারি অফিস, সেক্রেটারিয়েট, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, হাইকোর্ট, পুলিশ প্রশাসন, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদি পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হয়। এ আন্দোলনই হলো অসহযোগ আন্দোলন।

গ আংকেল-হোর ভাষণের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মিল পাওয়া যায়।

৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা ভাষণ। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালিরা ৭০-এর নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু ১ মার্চ ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের শুরু হয়। ফলে ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দান করেন যা ৭ মার্চের ভাষণ হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকের কিংবদন্তি নেতা আংকেল-হো ১৯৪৫ সালে ২ সেপ্টেম্বর হ্যানয়ের এক জনসভায় ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার নির্দেশমতো সে দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। এরূপ ঘটনার সাথে বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও প্রেক্ষাপটের চিত্র প্রকাশ পায়। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এ ভাষণে তিনি বলেন, প্রত্যেক মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ঘ আংকেল-হোর মতো একজন নেতা ছিল বিধায় ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে মন্তব্যটি যথার্থ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– একটি নাম, যার বজ্রকণ্ঠে শান্তিপ্রিয় বাঙালি জাতি অসীম সাহসে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় তাই তাঁর নাম সমুজ্জল।

উদ্দীপকের আংকেল-হোর মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার অগ্রপথিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভেতর ও বাহিরে একজন খাঁটি বাঙালি, জনমানুষের নেতা। তিনি ছিলেন এ দেশের মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা আর পাকিস্তানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আতঙ্ক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে যত আন্দোলন পাকিস্তান শাসনামলে হয়েছে তার অগ্রপথিক ছিলেন তিনি। তাইতো তিনি পাকিস্তানী শাসনামলের বেশিরভাগ সময় কারাগারে কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অদম্য। তার পাহাড়সম উচ্চ মনোবলের উপর ভিত্তি করে ১৯৬৬ সালে পেশ করেন ঐতিহাসিক ছয় দফা। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন পাকিস্তানি প্রশাসনের মর্মমূলে আঘাত হেনেছিল। তারা এই আন্দোলনের গভীরতা অনুধাবন করে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা নির্যাতন এবং ষড়যন্ত্রের নানারকম ছক কষতে শুরু করে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান আর ৭০-এর নির্বাচনের ষড়যন্ত্রে যখন বাঙালি নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখে ফেলে ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদান করেন ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। যেখানে ছয় দফার আলোকে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এরপর যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তিনি নির্ভয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার সে ডাকে সাড়া দিয়ে আপামর জনসাধারণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালির প্রাণের নেতা, বাঙালির কর্মপ্রেরণার উৎস। তাইতো তার বজ্র কঠিন নেতৃত্বে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ডি. এল স্কুলের ছাত্ররা ফুলের ডালানিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলে গাইছে আমার ভইয়ের রক্তে রাঙানো .... গানটি। এদিনটি তারা প্রতিবছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের ইঙ্গিত রয়েছে তা– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত ঘটনা বাঙালিদের মুক্তির চেতনা বেগবান করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলন বলে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু দলটিকে সরকার গঠনে আহ্বান জানানোর পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে।

গ উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। রাষ্ট্রভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৫২ সালে এদেশের অকুতোভয় ভাষা সৈনিকরা শহিদ হন। রক্ত ঝরে রাজপথে। তাদের সেই অত্মত্যাগে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

উদ্দীপকে ছাত্ররা ফুলের তোড়া নিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এসময় তারা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো– গানটি গেয়ে ওঠে। উক্ত বর্ণনায় ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলনের দাবি প্রবল হয় যখন রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন আবার ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এসময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং উর্দুর বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালিত হয়। সরকার কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ মিছিল বের করে এবং তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ফলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মুক্তির চেতনা বেগবান করে।– উক্তিটি যথার্থ।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং বাঙালি নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানি শাসকদের ক্ষমতার ভিতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয় এবং তারা বাঙালিদের সমীহ করতে শেখে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে।

উদ্দীপকের ছাত্রদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা ভাষা আন্দোলনরই প্রতিচ্ছবি। ১৯৫২ সালে বাঙালির এ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দান করে। এ আন্দোলনেই তাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে, সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণাবেগ তৈরি হয়। এর মাধ্যমেই বাঙালি জাতি স্বকীয়তা বজায় রাখা এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এর অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ৬ দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরও সুসংগঠিত করে তোলে। শুরু হয় ১৯৬৮-৬৯ এর গণআন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরম সাফল্যজনক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, এ আন্দোলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি।

প্রশ্ন ▶ ১০ বিশেষ একটি সংস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাহমিনার দাদু বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা যখন সারা বিশ্ববাসীকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে, তখন বিশ্বশান্তির জন্য ডাক দিয়ে আবির্ভূত হয় এই সংস্থা। পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো এর সদস্যভুক্ত হয়। দাদু আরো বলেন এই সংস্থা বাংলাদেশের আর্থ-সামামাজিক উন্নয়নে বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুত্বের হাত।

ক. সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে কয়টি স্তর রয়েছে? ১

খ. কমনওয়েলথ গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় উক্ত সংস্থাটির কোন শাখা কার্যকর ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তাহমিনার দাদুর বর্ণিত সংস্থাটি "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ৫টি স্তর রয়েছে।

খ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

একসময় প্রায় সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশও সে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দাণ্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে জাতিসংঘের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদ লাভের পর থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে তার নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে।

উদ্দীপকের তাহমিনার দাদুর বর্ণনায় আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের কার্যক্রম বর্ণিত হয়েছে। এ সংস্থাটি ছয়টি শাখার মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যার অন্যতম একটি শাখা হলো নিরাপত্তা পরিষদ। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের শাসন বিভাগস্বরূপ। নিরাপত্তা পরিষদ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোটকথা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করে থাকে। যা জাতিসংঘের ৫টি সংস্থা করতে পারে না।

ঘ তাহমিনার দাদুর বর্ণিত সংস্থা তথা জাতিসংঘে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদ লাভের পর থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে তার নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল।

জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অকৃত্রিম বন্ধুর মতো কাজ করে চলেছে। এসব সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক

দুর্যোগ ও এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ ছিল যা নিয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করে। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে এ বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময় হতে স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে জাতিসংঘ বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে।

প্রশ্ন ▶ ১১

'ক' সংস্থা	'খ' সংস্থা
১. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে।	১. শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে।
২. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।	২. বিভিন্ন দেশের বিবাদের মিমাংসা করে।
৩. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।	৩. মানব সেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলে।

ক. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ করে কারা? ১

খ. অছি পরিষদ বলতে কী বুঝ? ২

গ. ছকের উল্লিখিত 'ক' সংস্থাটির কার্যক্রমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটির বর্ণিত কার্যক্রম কি সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম? মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ করে জাতিসংঘের সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ।

খ জাতিসংঘের যে ছয়টি শাখার মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে তার মধ্যে একটি শাখা হলো অছি পরিষদ।

বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অছি এলাকার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

গ ছকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো সার্ক। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সার্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা আটটি। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

উদ্দীপকের 'ক' সংস্থাটি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ও অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। এরূপ বর্ণনায় সার্কের উদ্দেশ্যের ও কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটে। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সার্ক গঠিত হয়। এছাড়া সার্ক গঠনের আরো কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন–

১. সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা;
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা;
৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৪. এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
৫. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন;
৬. অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া;
৭. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা;
৮. দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা এবং
৯. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যক্রম জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম বলে মনে করি।

বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিশ্বনেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পরবর্তী বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় জাতিসংঘের জন্ম। বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ বাসস্থান হিসেবে গড়ে তুলতে জাতিসংঘের সদস্যগুলো একযোগে কাজ করে।

উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটি শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে। বিভিন্ন দেশের বিবাদের মীমাংসা করে এবং মানব সেবামূলক সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলে। এরূপ বর্ণনায় জাতিসংঘের উদ্দেশ্যকে উপস্থাপন করে। কারণ, বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো–

১. শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘের এই উদ্দেশ্যগুলোর অনেক অংশই উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 140

সময় : ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান– ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. মনিকা নির্বাচনে সততার সাথে ভোটদান করে। এক্ষেত্রে মনিকার কর্মকাণ্ড কোন কর্তব্যের মধ্যে পড়ে?
ⓚ আইনগত ⓚ সামাজিক ⓖ নৈতিক ⓖ অর্থনৈতিক

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দশম শ্রেণির ছাত্র রহিম টেলিভিশন সংবাদের মাধ্যমে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম শুনল যেটি ১৯৭১ সালের ভারতে আশ্রয় নেওয়া এক কোটি বাংলাদেশিদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা দিয়ে সহযোগিতা করেছিল।

২. উদ্দীপকে রহিম কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা শুনেছিল?
ⓚ সার্ক ⓚ জাতিসংঘ ⓖ ও.আই.সি ⓖ কমনওয়েলথ

৩. বর্তমান বিশ্বে উক্ত সংস্থাটির গুরুত্ব হলো–
i. বিশ্বশান্তি রক্ষায় কাজ করা
ii. বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন
iii. ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার চেষ্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৪. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র কোন দেশে প্রচলিত আছে?
ⓚ যুক্তরাজ্য ⓚ সৌদি আরবে ⓖ কিউবায় ⓖ যুক্তরাষ্ট্রে

৫. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো কয়স্তর বিশিষ্ট?
ⓚ ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓖ ৫

৬. কিউবার সংবিধান কোন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে?
ⓚ ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ⓚ বিপ্লবের মাধ্যমে
ⓖ অনুমোদনের মাধ্যমে ⓖ আলোচনার মাধ্যমে

৭. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় অঞ্চলগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কারণ কী?
ⓚ সমঅধিকার না থাকায় ⓚ ভাষাগত ঐক্য
ⓖ কৃষ্টিগত অভিন্নতা ⓖ সাংস্কৃতিক ভিন্নতা

৮. রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় জনগণ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পায় কোন পরিবার ব্যবস্থায়?
ⓚ একনায়কতান্ত্রিক ⓚ গণতান্ত্রিক ⓖ স্বৈরতান্ত্রিক ⓖ রাজতান্ত্রিক

৯. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি কে?
ⓚ প্রধানমন্ত্রী ⓚ সচিব ⓖ রাষ্ট্রপতি ⓖ স্পিকার

১০. সবুজের পিতামাতা ভারতীয় কিন্তু সবুজ জন্মগ্রহণ করে বাংলাদেশে। এক্ষেত্রে সবুজের নাগরিকতা কোনটি হবে?
ⓚ উভয়দেশে ⓚ বাংলাদেশে
ⓖ ভারতে ⓖ অনুমোদনের মাধ্যমে

১১. কমনওয়েলথ গড়ে ওঠার কারণ কী?
ⓚ ব্রিটেনের সাথে স্বাধীন উপনিবেশগুলোর সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখা
ⓚ ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বিস্তার করা
ⓖ ব্রিটেন ও স্বাধীন উপনিবেশ দেশের মধ্যে বন্ধন ছিন্ন করা
ⓖ ব্রিটেনের স্বাধীন উপনিবেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করা

১২. রাষ্ট্রপতি হতে হলে একজন ব্যক্তিকে কমপক্ষে কত বছর বয়স্ক হতে হবে?
ⓚ ২৫ বছর ⓚ ৩০ বছর ⓖ ৩৫ বছর ⓖ ৪০ বছর

১৩. বাংলাদেশে মোট কয়টি প্রশাসনিক উপজেলা আছে?
ⓚ ৪৮৬টি ⓚ ৪৮৭টি ⓖ ৪৮৮টি ⓖ ৪৮৯টি
[সঠিক উত্তর : ৪৯২টি]

১৪. চাকরির বয়স বিষয়ে সংসদে একটি বিল উত্থাপন করা হলে তা সংসদে গৃহীত হয়। উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি কোন ধরনের?
ⓚ রাজতান্ত্রিক ⓚ সংসদীয়
ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓖ একনায়কতান্ত্রিক

১৫. ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব কোনটি?
ⓚ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা
ⓚ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
ⓖ শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতিদান
ⓖ পাকিস্তানী সরকারের পতন

১৬. মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরিকৃত আইনের খসড়া নিচের কোনটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়?
ⓚ প্রধানমন্ত্রী ⓚ রাষ্ট্রপতি ⓖ প্রধান বিচারপতি ⓖ জাতীয় সংসদ

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রুমানা যে দেশটিতে বাস করে তার কোনো প্রদেশ নেই। দেশটি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। সে দেশের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।

১৭. রুমানার দেশটি কোন ধরনের রাষ্ট্রকে ইঙ্গিত করে?
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓚ রাজতান্ত্রিক
ⓖ একনায়কতান্ত্রিক ⓖ এককেন্দ্রিক

১৮. উদ্দীপকে রুমানার দেশটি কোন রাষ্ট্রকে নির্দেশ করেছে বলে তোমার মনে হয়?
ⓚ বাংলাদেশ ⓚ নেপাল ⓖ ভারত ⓖ ভুটান

১৯. দেবব্রতের মা পরিবারের কর্তৃত্ব করেন। দেবব্রতের পরিবারের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
ⓚ চাকমা পরিবার ⓚ মারমা পরিবার ⓖ গারো পরিবার ⓖ রাখাইন পরিবার

২০. কত সাল থেকে নতুন এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়?
ⓚ ১৯৮৮ সাল ⓚ ১৯৯১ সাল ⓖ ২০১২ সাল ⓖ ২০২১ সাল

২১. বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর করা হয় কখন?
ⓚ ১৭ এপ্রিল ১৯৭২ ⓚ ১৯ অক্টোবর ১৯৭২
ⓖ ৪ নভেম্বর ১৯৭২ ⓖ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

২২. নিচের কোন রাষ্ট্রটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বহন করে?
ⓚ সুইডেন ⓚ মায়ানমার ⓖ চিন ⓖ আফগানিস্তান

২৩. প্রাচীনকালে কোন দেশে নগর রাষ্ট্র ছিল?
ⓚ যুক্তরাজ্যে ⓚ ফ্রান্সে ⓖ গ্রিসে ⓖ ইতালিতে

২৪. বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ⓚ দুই ⓚ তিন ⓖ চার ⓖ পাঁচ

২৫. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় গুণাবলির উল্লেখযোগ্য দিক হলো–
i. দায়িত্বশীল শাসন ii. যুক্তি ও সম্মতির প্রাধান্য
iii. দলীয় শাসনব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৬. শামিম ছুটির দিনে পরিবারের সকলকে নিয়ে শিশুপার্কসহ বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যান। শামিমের কাজটি পরিবারের কোন কাজটিকে ইঙ্গিত করে?
ⓚ জৈবিক ⓚ অর্থনৈতিক ⓖ বিনোদনমূলক ⓖ শিক্ষামূলক

২৭. দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে কারা?
ⓚ শিক্ষিত মানুষেরা ⓚ সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা
ⓖ আত্মসংযমী ব্যক্তিগণ ⓖ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ

২৮. কর প্রদান করা নাগরিকের কোন ধরনের কর্তব্য?
ⓚ নৈতিক ⓚ সামাজিক ⓖ আইনগত ⓖ অর্থনৈতিক

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মলি যে দেশে বাস করে সে দেশের জনগণই প্রকৃত ক্ষমতার মালিক। তার দেশটি পরিচালনার নিয়মনীতি এ পর্যন্ত ষোলবার সংশোধন করা হয়েছে।

২৯. মলি যে দেশে বাস করে সে দেশটি পরিচালনার নিয়ম নীতিগুলো–
i. সহজে পরিবর্তনযোগ্য ii. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন
iii. লিখিত দলিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩০. উক্ত সংবিধানটির পঞ্চদশ সংশোধন করার কারণ–
i. রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পুনপ্রবর্তন
ii. ধর্মচর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
iii. মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড 140

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে তিন বন্ধু রহিম, করিম ও জাদিদ-এর মতামত :
রহিম : এই পৃথিবী সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করে শাসকের মাধ্যমে পরিচালনা করছেন।
করিম : সমাজের শক্তি প্রয়োগকারী ব্যক্তিরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন।
জাদিদ : রাষ্ট্র মানুষের দীর্ঘদিনের নিয়মনীতি, বিভিন্ন চেতনা ও কৃতকার্যের ফলে তৈরি হয়েছে।

ক. সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়টি? ১
খ. বর্তমানে নাগরিকের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে কেন? ২
গ. রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে রহিমের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাষ্ট্র সৃষ্টির ব্যাপারে করিম এবং জাদিদের ধারণার কোনটিকে তুমি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর? এ ব্যাপারে তোমার মতামত দাও। ৪

২। জনাব জলিল মিয়া চাকুরির পাশাপাশি অবসর সময়ে নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার বিষয় দেখেন। এছাড়াও তিনি তাদেরকে সততা, ভদ্রতা ও শৃঙ্খলার বিষয়েও শিক্ষা দেন। অপরদিকে বাড়ির বউ কারিমা পরিবারের সব কিছু দেখাশুনা করেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে সবার সাথে পরামর্শ করে সমস্যার সমাধান করেন।

ক. 'ম্যাকাইভারের' মতে পরিবার কাকে বলে? ১
খ. সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব জলিল মিয়ার কাজগুলো পরিবারের কোন কাজের ইঙ্গিত দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জলিল মিয়া ও কারিমার কাজের মধ্য দিয়ে পরিবারের সকল কার্যাবলি ফুটে উঠেছে বলে তুমি কি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩।

ক	খ
সুস্পষ্ট	অস্পষ্টতা
স্থিতিশীল	অস্থিতিশীল
যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থায় খুবই উপযোগী	এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় বেশি উপযোগী

ক. সংবিধান কী? ১
খ. প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সারণী 'ক' অংশে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা কোন প্রকার সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সারণী 'ক' ও 'খ' অংশের সংবিধানের মধ্যে কোন ব্যবস্থাটি উত্তম? তোমার মতের পক্ষে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকারের মূল লক্ষ্য সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন গৃহীত হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে স্বচ্ছ, নিয়মতান্ত্রিক ও সত্যনিষ্ঠ।

ক. অধিকার প্রধানত কয় প্রকার? ১
খ. সামাজিক অধিকার বলতে কী বুঝ? ২
গ. "অধিকারের মূল লক্ষ্য সার্বজনীন কল্যাণ সাধন" বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে কি দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। বাংলাদেশের একজন ছাত্র রতন আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা শেষে ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পায়। স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়ায় রতন দেশে এসে সুমনাকে বিয়ে করে আমেরিকা নিয়ে যায়।

ক. অধিকার কাকে বলে? ১
খ. সুনাগরিক বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'রতন' কোন নীতির ভিত্তিতে আমেরিকার নাগরিকত্ব অর্জন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সুমনা কি রতনের মতো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

A রাষ্ট্র	B রাষ্ট্র
ক. সুস্পষ্ট নিয়ম নীতির মাধ্যমে পরিচালিত	ক. নিয়মনীতিগুলি সহজে পরিবর্তন করা যায়
খ. নিয়ম নীতিগুলি সহজে পরিবর্তনযোগ্য নয়	খ. জরুরী প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম
গ. নিয়মনীতি সম্পর্কে জনগণ স্পষ্ট ধারণা পায়	গ. বিপ্লবের সম্ভাবনা কম

ক. 'ম্যাগনাকার্টা' কী? ১
খ. সংবিধানকে রাষ্ট্রের দর্পণ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য যে সংবিধানকে নির্দেশ করে তার উপযোগীতা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'A' এবং 'B' রাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে তুমি কোনটিকে উত্তম বলে মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৭। ফারিয়া তার গৃহ শিক্ষকের নিকট থেকে সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। সে বুঝতে পারে যে, এ সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নির্বাচিত দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন সরকার প্রধান। এই সরকারের দোষের চেয়ে গুণই বেশি। সরকার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেন।

ক. যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কখন? ১
খ. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত সরকার প্রধানের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। কিংবদন্তি নেতা আংকেল-হো ১৯৪৫ সালে ২রা সেপ্টেম্বর হ্যানয়ের এক জনসভায় ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার নির্দেশমতো সে দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। আংকেল হো-র মতো নেতার আদর্শে গেরিলা বাহিনী ও মুক্তিফৌজের সাহায্যে দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের বর্তমান নাম কী? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আংকেল-হোর ভাষণের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ভাষণের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আংকেল হোর মতো একজন নেতা ছিল বিধায় ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। ডি. এল স্কুলের ছাত্ররা ফুলের ডালানিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলে গাইছে আমার ভইয়ের রক্তে রাঙানো .... গানটি। এদিনটি তারা প্রতিবছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের ইঙ্গিত রয়েছে তা– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত ঘটনা বাঙালিদের মুক্তির চেতনা বেগবান করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। আলী আকবর সাহেবের দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। নির্বাচন শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দল সরকার গঠন করে। এই দলের নেতা নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। তার মন্ত্রীসভা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। জনাব হাসান সাহেবের দেশে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি প্রধান শাসক হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

ক. সংসদীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. কখন সংসদীয় সরকার অস্থিতিশীল হতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকে আলী আকবর সাহেবের সরকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনাব হাসান সাহেবের রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা আলী আকবর সাহেবের শাসন ব্যবস্থার চাইতে কি উত্তম? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১।

'ক' সংস্থা	'খ' সংস্থা
৪. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে।	৪. শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে।
৫. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।	৫. বিভিন্ন দেশের বিবাদের মিমাংসা করে।
৬. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।	৬. মানব সেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলে।

ক. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ করে কারা? ১
খ. অছি পরিষদ বলতে কী বুঝ? ২
গ. ছকের উল্লিখিত 'ক' সংস্থাটির কার্যক্রমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটির বর্ণিত কার্যক্রম কি সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম? মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	L	৩	N	৪	L	৫	K	৬	L	৭	N	৮	L	৯	M	১০	M	১১	K	১২	M	১৩		১৪	L	১৫	M
	১৬	N	১৭	K	১৮	K	১৯	M	২০	M	২১	N	২২	K	২৩	M	২৪	L	২৫	N	২৬	N	২৭	M	২৮	M	২৯	M	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে তিন বন্ধু রহিম, করিম ও জাদিদ এর মতামত :

রহিম : এই পৃথিবী সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করে শাসকের মাধ্যমে পরিচালনা করছেন।

করিম : সমাজের শক্তি প্রয়োগকারী ব্যক্তিরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন।

জাদিদ : রাষ্ট্র মানুষের দীর্ঘদিনের নিয়মনীতি, বিভিন্ন চেতনা ও কৃতকার্যের ফলে তৈরি হয়েছে।

ক. সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়টি? ১

খ. বর্তমানে নাগরিকের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে কেন? ২

গ. রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে রহিমের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাষ্ট্র সৃষ্টির ব্যাপারে করিম এবং জাদিদের ধারণার কোনটিকে তুমি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর? এ ব্যাপারে তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি।

খ রাষ্ট্রের ধরন ও কাঠামোতে পরিবর্তন আসায় বর্তমানে নাগরিকের ধারণার পরিবর্তন এসেছ।

প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র ছিল অবিচ্ছেদ্য। ঐ সময় গ্রিসে ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠে নগর রাষ্ট্র। যারা নগর রাষ্ট্রীয় কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করত, তাদের নাগরিক বলা হতো। কিন্তু দাস, মহিলা ও বিদেশিদের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিলনা বিধায় তাদেরকে নাগরিক বলা হতো না। বর্তমানে একদিকে নাগরিকের ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে, অন্যদিকে নগর রাষ্ট্রের স্থলে বৃহৎ আকারের জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এভাবে নাগরিকের ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে।

গ রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে রহিমের ধারণাটি ঐশী মতবাদকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশ্বের দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ একেকজন একেক মতবাদকে সমর্থন করেছেন। এর মধ্যে ঐশী মতবাদ অন্যতম। এ মতবাদের সমর্থকদের ধারণা রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি। বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শাসক নিয়োগ করেন। শাসক তার প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেন।

উদ্দীপকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে রহিমের বক্তব্য, এই পৃথিবী সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করে শাসকের মাধ্যমে পরিচালনা করছেন। তার এরূপ বক্তব্য রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশী মতবাদকে নির্দেশ করেছে। এ মতবাদের প্রবক্তাগণ বলেন, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি। এর শাসক বা রাজাও ঈশ্বর প্রেরিত এবং তাঁর প্রতিনিধি। রাজা তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টা বা বিধাতার কাছেই দায়ী, জনগণের কাছে নয়। শাসক যেহেতু স্রষ্টার নির্দেশে কাজ করেন সেহেতু তার আদেশ অমান্য করার অর্থ স্রষ্টাকে অমান্য করা। তাই জনগণ শাসকের কোনো কাজের বিরোধিতা করার সাহস করতো না। শাসকের আদেশ অমান্য করা গর্হিত পাপ বলে বিবেচিত হতো। এজন্য অনেকে অন্যায় থেকে বিরত থাকতো। এ মতবাদ অনুসারে শাসক একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান, সরকারের প্রধান এবং ধর্মীয় প্রধান।

ঘ রাষ্ট্র সৃষ্টির ব্যাপারে করিম এর ধারণা রাষ্ট্র সৃষ্টির বল প্রয়োগ মতবাদ এবং জাদিদের ধারণাটি রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক মতবাদকে নির্দেশ করে। এই দুই মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আসলে বর্তমান রাষ্ট্র বহুযুগের বিবর্তনের ফল। এ প্রসঙ্গে ড. গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।"

উদ্দীপকের করিম এর বক্তব্য, সমাজের শক্তি প্রয়োগকারী ব্যক্তিরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। এরূপ বক্তব্য রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বলপ্রয়োগ মতবাদে বলা হয়, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। অন্যদিকে, জাদিদের ধারণা রাষ্ট্র সৃষ্টি মানবসভ্যতার বিবর্তনের ফল। এখানে জাদিদ মূলত রাষ্ট্র সৃষ্টির বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। বিবর্তনমূলক মতবাদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো– রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক। সুতরাং করিম ও জাদিদের বক্তব্যের মধ্যে জাদিদের বক্তব্য তথা রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক মতবাদ নিঃসন্দেহে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব জলিল মিয়া চাকুরির পাশাপাশি অবসর সময়ে নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার বিষয় দেখেন। এছাড়াও তিনি তাদেরকে সততা, ভদ্রতা ও শৃঙ্খলার বিষয়েও শিক্ষা দেন। অপরদিকে বাড়ির বউ কারিমা পরিবারের সবকিছু দেখাশুনা করেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেন। কোনো সমস্যা দেখা দিলে সবার সাথে পরামর্শ করে সমস্যার সমাধান করেন।

ক. 'ম্যাকাইভারের' মতে পরিবার কাকে বলে? ১
খ. সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব জলিল মিয়ার কাজগুলো পরিবারের কোন কাজের ইঙ্গিত দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জলিল মিয়া ও কারিমার কাজের মধ্য দিয়ে পরিবারের সকল কার্যাবলি ফুটে উঠেছে বলে তুমি কি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাকাইভারের মতে, সন্তান জন্মদান ও লালনপালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে।

খ মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ও নিরাপত্তার জন্য সমাজ গড়ে তোলে।

মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। আর সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবনদান করে। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে বলে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গড়ে তোলে। বস্তুত মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজে বসবাস করে এবং সামাজিক পরিবেশেই সে নিজেকে বিকশিত করে। এসব কারণেই বলা যায়, সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

গ জনাব জলিল মিয়ার কাজগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজের ইঙ্গিত দেয়।

পরিবার মানবসমাজের আদি প্রতিষ্ঠান এবং একইসাথে আদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালয়ে যাওয়ার আগে পরিবার শিশুর মধ্যে যে শিক্ষা প্রদান করে তা তার সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থাকে। এ শিক্ষা শুধু শিশুকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এ শিক্ষা আজীবন চলতে থাকে।

উদ্দীপকের জনাব জলিল মিয়া চাকুরির পাশাপাশি অবসর সময়ে নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার বিষয় দেখেন। এছাড়াও তিনি তাদেরকে সততা, ভদ্রতা ও শৃঙ্খলার বিষয়েও শিক্ষা দেন। এরূপ বর্ণনায় পরিবারের শিক্ষামূলক কার্যাবলি প্রকাশ পায়। কেননা আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ। আর পরিবারে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বলে পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বা জীবনের প্রথম পাঠশালা বলা হয়।

ঘ জলিল মিয়ার কাজে পরিবারের শিক্ষামূলক কার্যাবলি এবং কারিমার কাজে পরিবারের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলি প্রকাশ পেয়েছে। আমি মনে করি এর বাইরেও পরিবারের আরও কিছু কাজ রয়েছে।

পরিবার মানবসমাজের আদি ও ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মানুষের জীবনধারণে এর বিকল্প নেই। কারণ পরিবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনে বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করে। শিক্ষালাভ, আর্থিক চাহিদা পূরণ, মানবিক বিকাশ সাধন কিংবা বিনোদন লাভ– প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবার সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। অর্থাৎ মানুষের জীবনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

উদ্দীপকের জলিল মিয়ার কর্মকাণ্ডে পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ ফুটে উঠেছে। অপরদিকে কারিমার পরিবারের দেখাশুনার মাধ্যমে জৈবিক কার্যাবলি, সকলের সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়ার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি এবং সকলের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান করা পরিবারের রাজনৈতিক কার্যাবলি উপস্থাপন করে। এর বাইরেও পরিবার অর্থনৈতিক ও বিনোদনমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। পরিবারের সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরনের দায়িত্ব পরিবারের। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা মিটিয়ে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশু পালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়। পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, টিভি দেখা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিনোদন লাভ করি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পরিবারের উল্লেখিত কাজগুলো কিছুটা হ্রাস পেলেও সদস্যদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনে পরিবারের এসব কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

আলোচনা শেষে বলা যায়, জলিল মিয়া ও কারিমার কাজের মাধ্যমে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ প্রকাশ পেয়েছে। তবে এসব কাজের বাইরেও পরিবার তার সদস্যদের জন্য নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩

ক	খ
সুস্পষ্ট	অস্পষ্টতা
স্থিতিশীল	অস্থিতিশীল
যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থায় খুবই উপযোগী	এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় বেশি উপযোগী

ক. সংবিধান কী? ১
খ. প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সারণী 'ক' অংশে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা কোন প্রকার সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সারণী 'ক' ও 'খ' অংশের সংবিধানের মধ্যে কোন ব্যবস্থাটি উত্তম? তোমার মতের পক্ষে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মকানুনের সমষ্টি, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

খ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকারপ্রধান বলে তাকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়।

তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ দেশের প্রকৃত শাসক। জাতীয় সংসদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল পাঁচ বছর। তবে তার আগে কোনো কারণে সংসদ তার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলে এবং তা সংসদে গৃহীত হলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে যায়। তাই প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে সারণী 'ক' অংশে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা লিখিত সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের। তন্মধ্যে লিখিত সংবিধান একটি। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়মনীতি দলিলে লিপিবদ্ধ করা থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। লিখিত সংবিধান বেশিরভাগ সময় দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের 'ক' সংবিধানটির সুস্পষ্ট, স্থিতিশীল এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য উপযোগী। 'ক' সারণীর সংবিধানের এই বৈশিষ্ট্যগুলো লিখিত সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ এসব বৈশিষ্ট্যগুলো একমাত্র লিখিত সংবিধানে দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে সারণী 'ক' এ লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য এবং সারণী 'খ' অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। আমি এর মধ্যে লিখিত সংবিধানকে উত্তম বলে মনে করি।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হলো সংবিধান। এই সংবিধানের দুটি ধরন হলো লিখিত ও অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তাকেই লিখিত সংবিধান বলা হয়। আর লিখিত সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলার কারণ হলো এটি সুস্পষ্ট এবং জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সারণী 'ক' এর সংবিধানকে তথা লিখিত সংবিধানকে উত্তম মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক, চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এ ধরনের সংবিধানে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে, লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে না। লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট। এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল থাকে এবং শাসক ও জনগণ এটি মেনে চলতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধান অস্থিতিশীল। লিখিত সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধানে এটি অনুপস্থিত। লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু, অলিখিত সংবিধানে এটি অস্পষ্ট।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সারণী 'ক' এর সংবিধান অর্থাৎ লিখিত সংবিধানই উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ০৪ অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকারের মূল লক্ষ্য সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন গৃহীত হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে স্বচ্ছ, নিয়মতান্ত্রিক ও সত্যনিষ্ঠ।

ক. অধিকার প্রধানত কয় প্রকার? ১

খ. সামাজিক অধিকার বলতে কী বুঝ? ২

গ. "অধিকারের মূল লক্ষ্য সার্বজনীন কল্যাণ সাধন" বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে কি দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার প্রধানত ২ প্রকার।

খ সমাজে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব অধিকার ভোগ করে তার সমষ্টি হলো সামাজিক অধিকার।

সমাজে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার জন্য আমরা সামাজিক অধিকার ভোগ করি। যেমন- জীবন রক্ষার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের, সম্পত্তি লাভের ও ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি।

গ অধিকারের মূল লক্ষ্য হলো সার্বজনীন কল্যাণ সাধন– বক্তব্যটি যথার্থ।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অধিকার অপরিহার্য। আমরা অনেক সময় অধিকার বলতে ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো কিছু করার ক্ষমতাকে বুঝি। কিন্তু যেমন খুশি তেমন কাজ করা অধিকার হতে পারে না। অধিকার সকল নাগরিকের মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা হয়। অধিকারের নামে আমাদের এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যার ফলে অন্যের ক্ষতি হতে পারে।

অধিকার আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যেমন যেসব নৈতিক অধিকার আমরা ভোগ করি তা মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। এসব অধিকারের আইনগত ভিত্তি না থাকলেও তা সমাজের মানুষের কল্যাণে যথেষ্ঠ অবদান রাখে। আবার আমরা নানা রকম আইনগত অধিকার ভোগ করি। এ সকল অধিকার রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত বিধায় সেগুলো ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়। এরূপ অধিকার ভোগে আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপের উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকলে যেন সমানভাবে এসব অধিকারের সুযোগ লাভ করতে পারে, সকলের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং বলা যায়, অধিকারের মূল লক্ষ্যই হলো সকলের কল্যাণ সাধন করা।

ঘ উদ্দীপকে তথ্য অধিকার আইনের কথা বলা হয়েছে। হ্যা, এ আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে অনেকাংশে দুর্নীতি মুক্ত করা সম্ভব।

জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন একটি যুগান্তকারী আইন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত তথ্য অধিকার আইনটি ৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং এ আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। এ আইনটি চালু হওয়ার পূর্বে যেসব তথ্য গোপন ছিল, এখন জনগণ তা জেনে নিজেদের অধিকার যেমন ভোগ করতে পারবে, তেমনি সেসব প্রতিষ্ঠানের কাজের ওপর নজরদারি স্থাপন করা দরকার তাদের কাজকে আরও নিয়মতান্ত্রিক ও সত্যনিষ্ঠ করে তোলা সম্ভব হবে। জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে প্রণীত যুগান্তকারী এক আইন। এর মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানার আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা তথ্য গোপন করে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। তথ্য সকলের সামনে উন্মুক্ত থাকার কারণে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। ফলে প্রশাসনিক দুর্নীতি বহুগুণে হ্রাস পাবে। তথ্য অধিকার আইনের ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে স্বচ্ছ, নিয়মতান্ত্রিক এবং সত্যনিষ্ট। যেটা দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনে অপরিহার্য।

সুতরাং বলা যায়, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৫ বাংলাদেশের একজন ছাত্র রতন আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা শেষে ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পায়। স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়ায় রতন দেশে এসে সুমনাকে বিয়ে করে আমেরিকা নিয়ে যায়।

ক. অধিকার কাকে বলে? ১

খ. সুনাগরিক বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'রতন' কোন নীতির ভিত্তিতে আমেরিকার নাগরিকত্ব অর্জন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সুমনা কি রতনের মতো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তাকে অধিকার বলে।

খ বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম– এ তিনটি গুণের অধিকারী নাগরিকদের সুনাগরিক বলা হয়।

আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান, যেসব সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যার বিবেক আছে, যে, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে, আর যে আত্মসংযমী এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে সেসব গুণসম্পন্ন নাগরিকদের বলা হয় সুনাগরিক।

গ উদ্দীপকের রতন আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেছে অনুমোদনসূত্রে।

কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো– ১. সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, ২. সরকারি চাকরি করা, ৩. সততার পরিচয় দেওয়া, ৪. সে দেশের ভাষা জানা, ৫. সম্পত্তি ক্রয় করা, ৬. দীর্ঘদিন বসবাস করা ও ৭. সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে। কোনো ব্যক্তি যদি এর মধ্যে এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে, তবে সে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদন ওই রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে সে অনুমোদনসূত্রে দেশটির নাগরিক হবে।

উদ্দীপকের রতন আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা শেষে ভালো ফলাফরের কারণে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায় এবং আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পায় তথা নাগরিকত্ব লাভ করে। যেহেতু সে ঐ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে সে হিসেবে তার অনুমোদনের মাধ্যমেই নাগরিকত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ রতন অনুমোদনসূত্রে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেছে।

ঘ না, অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সুমনা রতনের মতো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে না।

নাগরিকতা হচ্ছে নাগরিকের গুণ বা মর্যাদা। পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিক ও নাগরিকতা বিষয়ক আলোচনাই পৌরনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সব সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে, তাকেই নাগরিক বলা হয়। আর নাগরিকরা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রের দেয়া যে মর্যাদা লাভ করে, পৌরনীতিতে তাকেই নাগরিকত্ব বা নাগরিকতা বলে।

উদ্দীপকের রতনের স্ত্রী সুমনা বাংলাদেশের নাগরিক। রতন আমেরিকার নাগরিকত্ব পেলেও সুমনা এখনও নাগরিকত্ব লাভ করতে পারেনি। সে হিসেবে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যাবে। রতন নাগরিক হিসেবে সে ঐ দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সকল অধিকার ভোগ করতে পারবে। কারণ এসব অধিকার তার নাগরিকতা দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু সুমনা হলো ঐদেশের প্রবাসী। অর্থাৎ একজন বিদেশি হিসেবে সে সীমিত আকারে সামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। কোনো রাজনৈতিক অধিকার সে ভোগ করতে পারবে না।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, রতন ও সুমনার ক্ষেত্রে অধিকার ভোগে ভিন্নতা দেখা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ০৬

A রাষ্ট্র	B রাষ্ট্র
ক. সুস্পষ্ট নিয়ম নীতির মাধ্যমে পরিচালিত	ক. নিয়মনীতিগুলি সহজে পরিবর্তন করা যায়
খ. নিয়ম নীতিগুলি সহজে পরিবর্তনযোগ্য নয়	খ. জরুরী প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম
গ. নিয়মনীতি সম্পর্কে জনগণ স্পষ্ট ধারণা পায়	গ. বিপ্লবের সম্ভাবনা কম

ক. 'ম্যাগনাকার্টা' কী? ১

খ. সংবিধানকে রাষ্ট্রের দর্পণ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য যে সংবিধানকে নির্দেশ করে তার উপযোগীতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'A' এবং 'B' রাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে তুমি কোনটিকে উত্তম বলে মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাগনাকার্টা হলো ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক দানকৃত একটি অধিকার সনদ।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। সংবিধানের মাঝেই রাষ্ট্রের যাবতীয় মৌলিক বিধানাবলি ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ থাকে।

একটি রাষ্ট্রের সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ করা থাকে এবং এসব বিষয়ে সংবিধান পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব হলো তার সংবিধান। আর তাই বলা হয়, সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ।

গ উদ্দীপকে সারণী 'ক' অংশে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা লিখিত সংবিধানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের। তন্মধ্যে লিখিত সংবিধান একটি। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়মনীতি দলিলে লিপিবদ্ধ করা থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। লিখিত সংবিধান বেশিরভাগ সময় দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের 'ক' সংবিধানটির সুস্পষ্ট, স্থিতিশীল এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য উপযোগী। 'ক' সারণীর সংবিধানের এই বৈশিষ্ট্যগুলো লিখিত সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ এসব বৈশিষ্ট্যগুলো একমাত্র লিখিত সংবিধানে দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকে সারণী 'ক' এ লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য এবং সারণী 'খ' অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। আমি এর মধ্যে লিখিত সংবিধানকে উত্তম বলে মনে করি।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হলো সংবিধান। এই সংবিধানের দুটি ধরন হলো লিখিত ও অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তাকেই লিখিত সংবিধান বলা হয়। আর লিখিত সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলার কারণ হলো এটি সুস্পষ্ট এবং জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সারণী 'ক' এর সংবিধানকে তথা লিখিত সংবিধানকে উত্তম মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক, চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এ ধরনের সংবিধানে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে, লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে না। লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট। এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল থাকে এবং শাসক ও জনগণ এটি মেনে চলতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধান অস্থিতিশীল। লিখিত সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধানে এটি অনুপস্থিত। লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু, অলিখিত সংবিধানে এটি অস্পষ্ট।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সারণী 'ক' এর সংবিধান অর্থাৎ লিখিত সংবিধানই উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ০৭ ফারিয়া তার গৃহ শিক্ষকের নিকট থেকে সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। সে বুঝতে পারে যে, এ সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নির্বাচিত দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন সরকার প্রধান। এই সরকারের দোষের চেয়ে গুণই বেশি। সরকার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেন।

ক. যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কখন? ১
খ. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের গুণাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত সরকার প্রধানের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় **১৯৭১** সালের ১০ এপ্রিল।

খ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কেন্দ্রবিন্দু এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের যেকোনো সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থা হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা।

যে সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে। এতে মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন।

উদ্দীপকে ফারিয়ার গৃহ শিক্ষকের নিকট সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে সেখানে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নির্বাচিত দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন সরকার প্রধান। এই সরকারের দোষের চেয়ে গুণই বেশি। সরকার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করেন। এ থেকে বোঝা যায় তিনি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলছিলেন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার নানা রকম গুণ রয়েছে। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় জনগণের মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। সরকার কোনোভাবেই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হওয়ায় এ সরকার ব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। বিরোধী দল এ ব্যবস্থায় বিকল্প সরকার হিসেবে সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে থাকে। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে তিনিই সরকার প্রধান, কারও কাছে জবাবদিহিতা থাকে না এবং নিজের মতামত অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় এমনটি হওয়া সম্ভব নয়।

ঘ উল্লিখিত সরকার তথা সংসদীয় সরকারের সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রকৃত ক্ষমতাধর এবং বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করেন।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। তিনি সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে দেশের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনকারী দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকের ফারিয়ার গৃহশিক্ষক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ সরকারের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতাধর। তাঁর কাজের পরিধি ব্যাপক। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয় বিধায় তাকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ০৮ কিংবদন্তি নেতা আংকেল-হো ১৯৪৫ সালে ২রা সেপ্টেম্বর হ্যানয়ের এক জনসভায় ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার নির্দেশমতো সে দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। আংকেল হো-র মতো নেতার আদর্শে গেরিলা বাহিনী ও মুক্তিফৌজের সাহায্যে দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের বর্তমান নাম কী? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আংকেল-হোর ভাষণের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন ভাষণের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আংকেল হোর মতো একজন নেতা ছিল বিধায় ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের বর্তমান নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল।

খ অসহযোগ আন্দোলন হলো পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালির একটি সর্বাত্মক আন্দোলন।

১ মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৭০ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ কর্মসূচি পালিত হয়। পূর্ব বাংলার সকল সরকারি বেসরকারি অফিস, সেক্রেটারিয়েট, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, হাইকোর্ট, পুলিশ প্রশাসন, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদি পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হয়। এ আন্দোলনই হলো অসহযোগ আন্দোলন।

গ আংকেল-হোর ভাষণের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মিল পাওয়া যায়।

৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা ভাষণ। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালিরা ৭০-এর নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু ১ মার্চ ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের শুরু হয়। ফলে ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দান করেন যা ৭ মার্চের ভাষণ হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকের কিংবদন্তি নেতা আংকেল-হো ১৯৪৫ সালে ২ সেপ্টেম্বর হ্যানয়ের এক জনসভায় ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার নির্দেশমতো সে দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। এরূপ ঘটনার সাথে বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও প্রেক্ষাপটের চিত্র প্রকাশ পায়। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এ ভাষণে তিনি বলেন, প্রত্যেক মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ঘ আংকেল-হোর মতো একজন নেতা ছিল বিধায় ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করেছিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে মন্তব্যটি যথার্থ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– একটি নাম, যার বজ্রকণ্ঠে শান্তিপ্রিয় বাঙালি জাতি অসীম সাহসে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় তাই তাঁর নাম সমুজ্জল।

উদ্দীপকের আংকেল-হোর মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার অগ্রপথিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভেতর ও বাহিরে একজন খাঁটি বাঙালি, জনমানুষের নেতা। তিনি ছিলেন এ দেশের মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা আর পাকিস্তানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আতঙ্ক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে যত আন্দোলন পাকিস্তান শাসনামলে হয়েছে তার অগ্রপথিক ছিলেন তিনি। তাইতো তিনি পাকিস্তানী শাসনামলের বেশিরভাগ সময় কারাগারে কাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অদম্য। তার পাহাড়সম উচ্চ মনোবলের উপর ভিত্তি করে ১৯৬৬ সালে পেশ করেন ঐতিহাসিক ছয় দফা। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন পাকিস্তানি প্রশাসনের মর্মমূলে আঘাত হেনেছিল। তারা এই আন্দোলনের গভীরতা অনুধাবন করে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা নির্যাতন এবং ষড়যন্ত্রের নানারকম ছক কষতে শুরু করে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান আর ৭০-এর নির্বাচনের ষড়যন্ত্রে যখন বাঙালি নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখে ফেলে ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদান করেন ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। যেখানে ছয় দফার আলোকে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এরপর যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তিনি নির্ভয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার সে ডাকে সাড়া দিয়ে আপামর জনসাধারণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালির প্রাণের নেতা, বাঙালির কর্মপ্রেরণার উৎস। তাইতো তার বজ্র কঠিন নেতৃত্বে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্জিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ডি. এল স্কুলের ছাত্ররা ফুলের ডালানিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলে গাইছে আমার ভইয়ের রক্তে রাঙানো .... গানটি। এদিনটি তারা প্রতিবছর স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের ইঙ্গিত রয়েছে তা– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত ঘটনা বাঙালিদের মুক্তির চেতনা বেগবান করে'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলন বলে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু দলটিকে সরকার গঠনে আহ্বান জানানোর পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে।

গ উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। রাষ্ট্রভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৫২ সালে এদেশের অকুতোভয় ভাষা সৈনিকরা শহিদ হন। রক্ত ঝরে রাজপথে। তাদের সেই অত্মত্যাগে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

উদ্দীপকে ছাত্ররা ফুলের তোড়া নিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এসময় তারা আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো– গানটি গেয়ে ওঠে। উক্ত বর্ণনায় ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলনের দাবি প্রবল হয় যখন রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন আবার ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এসময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং উর্দুর বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালিত হয়। সরকার কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ মিছিল বের করে এবং তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ফলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মুক্তির চেতনা বেগবান করে।– উক্তিটি যথার্থ।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং বাঙালি নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানি শাসকদের ক্ষমতার ভিতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয় এবং তারা বাঙালিদের সমীহ করতে শেখে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে।

উদ্দীপকের ছাত্রদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা ভাষা আন্দোলনরই প্রতিচ্ছবি। ১৯৫২ সালে বাঙালির এ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দান করে। এ আন্দোলনেই তাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে, সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণাবেগ তৈরি হয়। এর মাধ্যমেই বাঙালি জাতি স্বকীয়তা বজায় রাখা এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এর অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ৬ দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরও সুসংগঠিত করে তোলে। শুরু হয় ১৯৬৮-৬৯ এর গণআন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরম সাফল্যজনক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, এ আন্দোলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি।

প্রশ্ন ▶ ১০ আলী আকবর সাহেবের দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। নির্বাচন শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দল সরকার গঠন করে। এই দলের নেতা নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। তার মন্ত্রীসভা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। জনাব হাসান সাহেবের দেশে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি প্রধান শাসক হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

ক. সংসদীয় সরকার কাকে বলে? ১

খ. কখন সংসদীয় সরকার অস্থিতিশীল হতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকে আলী আকবর সাহেবের সরকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব হাসান সাহেবের রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা আলী আকবর সাহেবের শাসন ব্যবস্থার চাইতে কি উত্তম? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় সরকার বলে।

খ মন্ত্রীসভা সংসদের আস্থা হারালে সংসদীয় সরকার অস্থিতিশীল হতে পারে।

সংসদীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দোষ বা ত্রুটি হলো এর স্থিতিশীলতার অভাব। মন্ত্রিসভা আইনসভার আস্থা হারালে অথবা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার হেরফের হলে সরকারের পতন ঘটে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সংসদীয় সরকার অস্থিতিশীল হতে পারে।

গ উদ্দীপকে আলী আকবর সাহেবের সরকার ব্যবস্থাটি হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। এ সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব অত্যাধিক।

যে সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে। এতে মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন।

উদ্দীপকে আলী আকবর সাহেবের দেশে সংসদ নির্বাচন শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দল সরকার গঠন করে। এই দলের নেতা নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। তার মন্ত্রীসভা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। এ থেকে বোঝা যায় দেশটিতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রধান ও প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সরকারের যাবতীয় কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও মূলত প্রধানমন্ত্রী সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এজন্য সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাপক।

ঘ উদ্দীপকে জনাব হাসান সাহেবের রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং আলী আকবর সাহেবের রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা হলো সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত। আমি মনে করি সংসদীয় সরকারের তুলনায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা উত্তম।

আইন ও শাসন বিভাগ সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ দুটি বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বা জবাবদিহিতা নীতির ভিত্তিতে সরকারের দুটি রূপ রয়েছে। যথা– সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

উদ্দীপকের সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার মধ্যে আমি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে উত্তম মনে করি। কারণ, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় যুদ্ধ, জরুরি, অবস্থা বা অন্য কোনো সংকটকালে

আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ না করেই রাষ্ট্রপতি দ্রুত, কার্যকর ও জোরালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পক্ষান্তরে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও কার্যকর শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে। যা সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পারে না। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রিবর্গ আইনসভার সদস্যদের প্রভাব থেকে চাপ মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারে মন্ত্রিবর্গ আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতা-স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় প্রত্যেক বিভাগ (আইন, শাসন ও বিচার) পৃথকভাবে কাজ করে কিন্তু সংসদীয় সরকারে এটি উপেক্ষিত থাকে।
আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব মুক্ত হবার ফলে যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সংকট ও জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করতে পারে। যা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পারে না।

প্রশ্ন ▸ ১১

'ক' সংস্থা	'খ' সংস্থা
৭. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে।	৭. শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে।
৮. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।	৮. বিভিন্ন দেশের বিবাদের মিমাংসা করে।
৯. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না।	৯. মানব সেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলে।

ক. আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ করে কারা? ১
খ. অছি পরিষদ বলতে কী বুঝ? ২
গ. ছকের উল্লিখিত 'ক' সংস্থাটির কার্যক্রমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটির বর্ণিত কার্যক্রম কি সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম? মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগ করে জাতিসংঘের সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ।

খ জাতিসংঘের যে ছয়টি শাখার মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে তার মধ্যে একটি শাখা হলো অছি পরিষদ।

বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অছি এলাকার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

গ ছকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো সার্ক। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সার্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা আটটি। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

উদ্দীপকের 'ক' সংস্থাটি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ও অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। এরূপ বর্ণনায় সার্কের উদ্দেশ্যের ও কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটে। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সার্ক গঠিত হয়। এছাড়া সার্ক গঠনের আরো কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন–

১. সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা;
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা;
৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৪. এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
৫. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন;
৬. অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করে সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া;
৭. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা;
৮. দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা এবং
৯. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যক্রম জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম বলে মনে করি।
বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিশ্বনেতৃবৃন্দ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হাতে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পরবর্তী বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশায় জাতিসংঘের জন্ম। বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ বাসস্থান হিসেবে গড়ে তুলতে জাতিসংঘের সদস্যগুলো একযোগে কাজ করে।
উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটি শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে। বিভিন্ন দেশের বিবাদের মীমাংসা করে এবং মানব সেবামূলক সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলে। এরূপ বর্ণনায় জাতিসংঘের উদ্দেশ্যকে উপস্থাপন করে। কারণ, বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার মহান লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো–

১. শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, জাতিসংঘের এই উদ্দেশ্যগুলোর অনেক অংশই উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) — বিষয় কোড 140

সময় : ৩০ মিনিট — **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** — পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান– ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. নিচের কোনটি বাংলাদেশ সরকারের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক) প্রজাতান্ত্রিক খ) সংসদীয় সরকার
গ) সুপরিবর্তনীয় ঘ) সার্বজনীন ভোটাধিকার

২. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে মহিলাদের জন্য কতটি সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করা হয়?
ক) ৫ খ) ১০ গ) ১৫ ঘ) ২০

৩. সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে সরকার ব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তন আনে। উক্ত সংশোধনীর ফলে–
ক) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
খ) প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
গ) প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

৪. পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় হলো–
i. নাগরিক ও নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়
ii. সরকারের বিভিন্ন বিভাগ iii. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. বেকার ভাতা কোন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য?
ক) কল্যাণমূলক খ) গণতান্ত্রিক
গ) সমাজতান্ত্রিক ঘ) একনায়কতান্ত্রিক

৬. একজন বিদেশি নিচের কোন অধিকার ভোগ করে না?
ক) সামাজিক খ) অর্থনৈতিক গ) রাজনৈতিক ঘ) নৈতিক

৭. নিচের কোনটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য?
ক) সহজে পরিবর্তন করা যায় খ) সহজে পরিবর্তন করা যায় না
গ) রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয় বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে
ঘ) জনগণের মতের ভিত্তিতে প্রণীত হয়

৮. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তুর অন্তর্গত ছিল–
ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা
খ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
গ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
ঘ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সামাদ সাহেবের ছাতক অঞ্চলে একটি চুনাপাথর কারখানা আছে। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি প্রতিবছর কারখানার আয়ের উপর সরকার নির্ধারিত কর পরিশোধ করেন।

৯. সামাদ সাহেবের দায়িত্বটিকে কী বলা যায়?
ক) আইনগত অধিকার খ) নৈতিক অধিকার
গ) আইনগত কর্তব্য ঘ) নৈতিক কর্তব্য

১০. সামাদ সাহেবের উক্ত দায়িত্বটির সাথে নিচের কোনটি অধিক সম্পর্কযুক্ত?
ক) নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার খ) নাগরিকের সামাজিক অধিকার
গ) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘ) রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা

১১. ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের মানুষের মাঝে কী জাগ্রত করে?
ক) গণতান্ত্রিক মনোভাব খ) অধিকার চেতনা
গ) ধর্মীয় মূল্যবোধ ঘ) দেশ গড়ার চেতনা

১২. রতন মিয়া জাপানে বসবাস করেন। তিনি সেই দেশের দুটি শহরের উপর আণবিক বোমার ধ্বংসলীলা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেন। এই যুদ্ধে মারা যায় কয়েক কোটি মানুষ। রতন মিয়ার বর্ণিত যুদ্ধ রুখতে সৃষ্টি হয়–
ক) সার্ক খ) কমনওয়েলথ
গ) ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা ঘ) জাতিসংঘ

১৩. শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন–
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী গ) স্পিকার ঘ) প্রধান বিচারপতি

১৪. সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হতে হলে–
i. সুপ্রিম কোর্টে কমপক্ষে ১০ বছর এডভোকেট হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
ii. ১০ বছর এডভোকেট হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
iii. অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. নিচের কোন পদটি পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত নয়?
ক) স্পিকার খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) রাষ্ট্রপতি ঘ) সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন

১৬. 'ক' নামক রাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলো নেতা ও দলের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এগুলো সরকারি দলের গুণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়। 'ক' রাষ্ট্রটির সরকার ব্যবস্থা–
ক) সমাজতান্ত্রিক খ) গণতান্ত্রিক
গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ) একনায়কতান্ত্রিক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাহুল ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। ২৫শে মার্চ রাতে রামপুর গ্রামে চলে আসে। গ্রামের দিনমজুর রতনকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তাদের রণকৌশলে পাকবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

১৭. রাহুল ও রতন মুক্তিযুদ্ধের কোন বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল?
ক) সেনাবাহিনী খ) অনিয়মিত বাহিনী গ) নৌবাহিনী ঘ) বিমান বাহিনী

১৮. যুদ্ধকালীন রাহুল ও রতনদের বাহিনী স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছিল–
i. গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ii. পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি নজরে রেখে
iii. নিয়মিত বাহিনীকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
১৯৬৬ → ? → বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ

১৯. প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানটি কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিকে নির্দেশ করে?
ক) ভাষা আন্দোলন খ) ছয়-দফা কর্মসূচি
গ) এগারো দফা কর্মসূচি ঘ) গণঅভ্যুত্থান

২০. উক্ত কর্মসূচির ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে–
i. স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির হয় ii. বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম নেয়
iii. বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র ভাঙার উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. কমনওয়েলথ কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক) আঞ্চলিক খ) রাজনৈতিক গ) অরাজনৈতিক ঘ) ধর্মীয়

২২. আমেরিকায় কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক) গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রপতি শাসিত খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় পদ্ধতি
গ) এককেন্দ্রিক ও রাষ্ট্রপতি শাসিত ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক

২৩. পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়, কারণ–
i. পরিবারে শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয়
ii. পরিবারে শিশু মানবিক গুণাবলি শিক্ষালাভ করে
iii. সব শিক্ষাই পরিবারে সম্পাদিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

২৪. এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক) জাতীয় ঐক্যর প্রতীক খ) কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কম
গ) আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান সহজ ঘ) বড় রাষ্ট্রের উপযোগী

২৫. রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক) সামাজিক খ) রাজনৈতিক গ) ধর্মীয় ঘ) অর্থনৈতিক

২৬. প্রাচীন গ্রিসে কোন শ্রেণি নাগরিক হিসেবে গণ্য হতো?
ক) পুরুষদের খ) মহিলাদের গ) বিদেশিদের ঘ) ধনাঢ্যদের

২৭. বাংলাদেশে বিভাগীয় কমিশনারের সংখ্যা কতজন?
ক) ৭ খ) ৮ গ) ৯ ঘ) ১০

২৮. বাংলাদেশের সংসদ-সদস্য হওয়ায় অযোগ্য হবেন, যদি–
i. ৩৫ বছরের কম বয়স হয়
ii. আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন
iii. আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মোরশেদ সাহেব গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। তার দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি। তিনি প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদের প্রধান। মন্ত্রীগণ নিজেদের ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট জবাবদিহি করে থাকেন।

২৯. মোরশেদ সাহেবের দেশের রাষ্ট্রপতি যে কাজ করতে পারেন–
i. সংসদে ভাষণ দিতে ও বাণী পাঠাতে পারেন
ii. সংসদ কর্তৃক গৃহীত যেকোনো বিলে সম্মতিদান করতে পারেন
iii. তিনি মন্ত্রীসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃতি ii. উৎপাদন ব্যবস্থার অবাধ প্রতিযোগিতা
iii. গণমাধ্যম রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

ক্রমিক	ঘটনার সাল	ঘটনার বিবরণ
ক	১৯৫৪	একটি নির্বাচনী জোট
খ	১৯৬৬	'?'

ক. প্রথম বাঙালি হিসেবে কে জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন? ১

খ. আগরতলা মামলা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' তে যে নির্বাচনি জোট এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে '?' স্থানে ইঙ্গিতকৃত আন্দোলনটি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ– বিশ্লেষণ কর। ৪

২। সোহাগ সাহেব চাকুরির সুবাদে তার ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে জেলা শহরে বসবাস করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয় কর্মচারী হওয়ায় ছেলেকে বেশি সময় দিতে পারে না। বাসায় সবসময় একা থাকায় সে নিজের সুখ-দুঃখ কারো সাথে ভাগাভাগি করতে পারে না। ফলে বয়স অনুযায়ী তার মানসিক বিকাশ সাধিত হয়নি।

ক. নাগরিকতা কাকে বলে? ১

খ. বিবর্তনমূলক মতবাদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সোহাগ সাহেবের পরিবারটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সোহাগ সাহেবের পরিবারে কোন কাজটির ঘাটতি থাকায় তার ছেলের মানসিক বিকাশ সমৃদ্ধ হয়নি? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। মিতুল উচ্চশিক্ষার জন্যে কানাডায় পাড়ি জমায় কয়েক বছর আগে। পড়ালেখা শেষ করে তিনি তার নাগরিকতার জন্যে সরকারের নিকট আবেদন করেন। আবেদনটি কানাডার সরকার কতৃক গৃহীত হলে তিনি কিছু শর্ত সাপেক্ষ নাগরিকত্ব লাভ করেন। কিছুদিন পর তিনি সেখানে বিবাহ করেন এবং সেখানে তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। জন্মের পরপর তাদের সন্তানটি এই দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে।

ক. সুনাগরিক বলতে কী বুঝায়? ১

খ. কর্তব্য বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিতুল সাহেব ও তার পুত্র সন্তানের কানাডায় নাগরিকত্ব কী একই প্রক্রিয়ায় লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিতুল সাহেবের পুত্র সন্তানটি বাংলাদেশের নাগরিকতা পাবে কি না? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪।

'X' রাষ্ট্র	'Y' রাষ্ট্র
১. আকারে ছোট	১. আকারে বড়।
২. আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন সাধন	২. উন্নয়নের গতি 'X' রাষ্ট্রের চেয়ে অনেকটা কম
৩. অর্থনৈতিক খরচ কম	৩. রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দ্বি-কেন্দ্রিক বলে খরচ বেশি, স্থানীয় পরিষদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়

ক. কোন শাসন ব্যবস্থাকে 'স্বেচ্ছাচারী' শাসন ব্যবস্থা বলে? ১

খ. রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'X' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'Y' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশে সহায়ক"– তুমি কি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। জনাব কায়সার সাহেব পরিবারের প্রধান। কিন্তু পরিবারের সকল কাজ পরিচালনা করার দায়িত্ব দেন তার বড় ছেলে তাওসিফ সাহেবকে। তাওসিফ সাহেব পরিবারের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্যে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে কাজ বণ্টন করে দেন। তাওসিফ সাহেব পরিবারের সকল কাজ পরিচালনা করলেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার বাবা কাওসার সাহেব করেন।

ক. বাংলাদেশের প্রথম সরকারের নাম কী? ১

খ. আপিল বিভাগ কী? ২

গ. তাওসিফ সাহেব বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে কার প্রতিনিধিত্ব করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কাওসার সাহেবের পরিবারটি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রতিনিধি– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। ঘটনা-১ : ১৯৭১ সালের ২৮ নভেম্বর পর্তুগিজ যা তিমুর নামে পরিচিত ছিল। তারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু মাত্র নয় দিন পর ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী এটি দখল করে এবং ইন্দোনেশিয়ার ২৭তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা দেন।

ঘটনা-২ : 'B' একটি বড় রাষ্ট্র যা একদিনে সৃষ্টি হয়নি, বহুদিনের বিতর্ক, পরিবর্তন ও চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

ক. পরিবার কী? ১

খ. আত্মসংযমের শিক্ষা পরিবারের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক তিমুরকে দখল করা রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা-১ ও ঘটনা-২ এ বর্ণিত রাষ্ট্র সৃষ্টির মতবাদগুলোর মধ্যে কোনটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে কর? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১ : জনাব গনি সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সকল অধিকার ভোগ করেন। কিন্তু তার উপর ধার্যকৃত কর তিনি নিয়মিত ও যথাযথভাবে প্রদান করেন না।

দৃশ্যকল্প-২ : জামিল সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি সকল নিয়ম-কানুন মেনে কারখানা পরিচালনা করেছেন। তিনি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেন।

ক. 'তথ্য অধিকার' কী? ১

খ. অর্থনৈতিক অধিকার বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব গনি সাহেব রাষ্ট্রের প্রতি কোন ধরনের কর্তব্য পালনে ব্যার্থ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জামিল সাহেব একজন সুনাগরিক– এর সত্যতা যাচাই কর। ৪

৮। আলতাফ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় থাকাকালীন সময় দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে তার সহপাঠীদের সাথে সুসংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে তাদের অনেকেই শহিদ হন।

ক. বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে? ১

খ. ৭ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য লেখ। ২

গ. আলতাফ সাহেব ও তার সহপাঠীরা মুক্তিযুদ্ধে কাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং তাদের অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "আলতাফ সাহেব ও তার সহপাঠীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।"– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়। উক্ত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক। সংস্থাটির উৎস হিসেবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ক. 'The cteam of UN peacekeepers' হিসেবে কারা আখ্যায়িত? ১

খ. আন্তর্জাতিক আদালত কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সত্যতা নিরূপণ কর। ৪

১০। কাশিমপুর গ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে কমিটির সদস্যগণ ও গ্রামেও জনগণ কী ধরনের অধিকার ভোগ করবে সবকিছু লিপিবন্ধ আছে। অপরদিকে হরিপুর গ্রামের জনগণ ও তাদের এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কমিটি গঠন করে, তবে তারা প্রয়োজনে তাদের নিয়ম কানুনগুলো পরিবর্তন করতে পারবে।

ক. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুইটি গ্রামের কমিটির মধ্যে কোনটির সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুইটি কমিটির নিয়ম কানুনগুলোর সাথে সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১১।

সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা	সদস্য দেশ	সদর দপ্তর
A	১৯৪৯	৫৩	লন্ডন
B	১৯৬৯	৫৭	জেদ্দা

ক. SAARC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জাতিসংঘ কেন অছি পরিষদ গঠন করে? ২

গ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'B' সংস্থাটির অবদান মূল্যায়ন কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে 'A' সংস্থাটি অকৃত্রিম বন্ধুর মতন কাজ করে যাচ্ছে– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	K	৩	L	৪	N	৫	K	৬	M	৭	N	৮	K	৯	M	১০	M	১১	L	১২	N	১৩	K	১৪	M	১৫	L
	১৬	N	১৭	L	১৮	N	১৯	L	২০	L	২১	M	২২	K	২৩	M	২৪	K	২৫	L	২৬	K	২৭	L	২৮	L	২৯	K	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১

ক্রমিক	ঘটনার সাল	ঘটনার বিবরণ
ক	১৯৫৪	একটি নির্বাচনী জোট
খ	১৯৬৬	'?'

ক. প্রথম বাঙালি হিসেবে কে জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন? ১

খ. আগরতলা মামলা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' তে যে নির্বাচনি জোট এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে '?' স্থানে ইঙ্গিতকৃত আন্দোলনটি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ– বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন।

খ আগরতলা মামলা হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জন বাঙালির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উপস্থাপিত ৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করে, যা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নামে পরিচিত। এ মামলার আওতায় বঙ্গবন্ধু ও ৬ দফাপন্থি অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে দীর্ঘসময় বন্দি অবস্থায় কারা অভ্যন্তরে কাটাতে হয়।

গ 'ক' তে যুক্তফ্রন্টের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে দীর্ঘ ৭ বছর দেশে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এরূপ পরিস্থিতিতে বাঙালি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দাবির মুখে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। এই প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন ছিল ৩০৯টি। এর নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে নির্বাচনী জোট গঠিত হয়।

উদ্দীপকের ছক 'ক' তে ১৯৫৪ সাল এবং একটি নির্বচনি জোটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ তথ্যগুলো 'যুক্তফ্রন্ট' নির্বাচনি জোটকে উপস্থাপন করে। যুক্তফ্রন্ট হলো একটি রাজনৈতিক জোট। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষিত হলে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক লীগ, নেজামে ইসলাম ইত্যাদি দল একত্রিত হয়ে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে যে রাজনৈতিক মোর্চা গড়ে ওঠে তাই যুক্তফ্রন্ট। পরবর্তীতে খেলাফতে রব্বানী পার্টি, গণতন্ত্রী দল যুক্তফ্রন্টে শরিক হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত প্রতীক ছিল 'নৌকা'। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে।

ঘ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানের ইঙ্গিতকৃত আন্দোলনটি হলো ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি, যা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।

পাকিস্তান স্বাধীন হলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনায় অতিষ্ঠ হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং ১৯৬৬ সালে ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে তিনি ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত আন্দোলনটি ১৯৬৬ সালে সংঘটিত হয়। আর এর মাধ্যমে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ দাবিকে বাঙালির 'মুক্তির সনদ' বা 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কারণ এ কর্মসূচিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের চাবিকাঠি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের মনে ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় এবং ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তানে এ কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে এ কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করেই পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা লাভ করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের সাদৃশ্যপূর্ণ দাবি ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।

প্রশ্ন ▸ ০২ সোহাগ সাহেব চাকুরির সুবাদে তার ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে জেলা শহরে বসবাস করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয় কর্মচারী হওয়ায় ছেলেকে বেশি সময় দিতে পারে না। বাসায় সবসময় একা থাকায় সে নিজের সুখ-দুঃখ কারো সাথে ভাগাভাগি করতে পারে না। ফলে বয়স অনুযায়ী তার মানসিক বিকাশ সাধিত হয়নি।

ক. নাগরিকতা কাকে বলে? ১

খ. বিবর্তনমূলক মতবাদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সোহাগ সাহেবের পরিবারটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সোহাগ সাহেবের পরিবারে কোন কাজটির ঘাটতি থাকায় তার ছেলের মানসিক বিকাশ সমৃদ্ধ হয়নি? বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকে তাকেই নাগরিকতা বলে।

খ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবর্তনমূলক মতবাদ সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মতবাদ।

ঐতিহাসিক বিবর্তনমূলক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি বরং দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। বিবর্তনমূলক মতবাদ অনুসারে যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফল রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো− সংস্কৃতির বন্ধন, রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ। এজন্য রাষ্ট্র উৎপত্তির ক্ষেত্রে বিবর্তনমূলক মতবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য। এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

গ সোহাগ সাহেবের পরিবারটি একক পরিবার।

পারিবারিক গঠন কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা− একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার গঠিত হয় বাবা-মা ও ভাই-বোন নিয়ে। অর্থাৎ যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তানাদি একত্রে বসবাস করে সে পরিবারকে একক পরিবার বলা হয়। এধরনের পরিবার স্বাভাবিকভাবেই তাই ছোট হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের সোহাগ সাহেব চাকুরির সুবাদে তার ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে জেলা শহরে বসবাস করেন। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় তার পরিবারটি একটি একক পরিবার। কেননা তার পরিবারে তার স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া আর কেউ বসবাস করে না। তাই তার পরিবারের ধরনটি একক পরিবার।

ঘ উদ্দীপকের সোহাগ সাহেবের পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজটির ঘাটতি থাকায় তার ছেলের মানসিক বিকাশ সমৃদ্ধ হয়নি।

পরিবারের বেশকিছু মৌলিক কাজের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক কাজ অন্যতম। মনস্তাত্ত্বিক কাজকে পরিবারের মৌলিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেননা এই কাজের ক্ষেত্রে পরিবারের কোনো বিকল্প নেই। পরিবার মায়ামমতা, স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। নিজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পরিবারের অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে শান্তি লাভ করা যায়। যেমন− কারও মন খারাপ হলে পরিবারের অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তার সমাধান করা যায়। এছাড়া পরিবার থেকে শিশু শিষ্টাচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে থাকে।

উদ্দীপকের সোহাগ সাহেব চাকুরির সুবাধে তার ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে জেলা শহরে বসবাস করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয় কর্মজীবী হওয়ায় ছেলেকে বেশি সময় দিতে পারে না। বাসায় সবসময় একা থাকায় সে নিজের সুখ-দুঃখ কারো সাথে ভাগাভাগি করতে পারে না। ফলে বয়স অনুযায়ী তার মানসিক বিকাশ সাধিত হয়নি। এরূপ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, পরিবারের সাহচর্য না থাকায় নিজের সুখ-দুঃখ কারও সাথে ভাগাভাগি না করতে পারার কারণে ছেলেটি মানসিক প্রশান্তি লাভ ও পারিবারিক শিষ্টাচার অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। সোহাগ সাহেবের ছেলে যদি নিজ পরিবারে বসবাস করত তাহলে সে তার নিজস্ব অনুভূতি ভাগাভাগি ও পারিবারিক শিষ্টাচার গ্রহণ করতে সক্ষম হতো। কিন্তু সে পরিবারের বাইরে থাকার কারণে তার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এতে পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজটিই ব্যাহত হয়েছে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, সোহাগ সাহেবের পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ ব্যাহত হওয়ার কারণে তার ছেলের মানসিক সমৃদ্ধ হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ০৩ মিতুল উচ্চশিক্ষার জন্যে কানাডায় পাড়ি জমায় কয়েক বছর আগে। পড়ালেখা শেষ করে তিনি তার নাগরিকতার জন্যে সরকারের নিকট আবেদন করেন। আবেদনটি কানাডার সরকার কতৃক গৃহীত হলে তিনি কিছু শর্ত সাপেক্ষ নাগরিকত্ব লাভ করেন। কিছুদিন পর তিনি সেখানে বিবাহ করেন এবং সেখানে তাদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। জন্মের পরপর তাদের সন্তানটি এই দেশর নাগরিকত্ব লাভ করে।

ক. সুনাগরিক বলতে কী বুঝায়? ১

খ. কর্তব্য বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিতুল সাহেব ও তার পুত্র সন্তানের কানাডায় নাগরিকত্ব কী একই প্রক্রিয়ায় লাভ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিতুল সাহেবের পুত্র সন্তানটি বাংলাদেশের নাগরিকতা পাবে কি না? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান, যে সব সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যার বিবেক আছে, যে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে, আর যে আত্মসংযমী এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে সেসব গুণসম্পন্ন নাগরিকদের বলা হয় সুনাগরিক।

খ রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিক যে দায়িত্ব পালন করে তাকে নাগরিকের কর্তব্য বলে।

কর্তব্য বলতে করণীয় কাজ বোঝায়। নাগরিকের যেমন অধিকার আছে তেমনি রাষ্ট্রের জন্য কিছু কর্তব্যও রয়েছে। কর্তব্য পালন না করে অধিকার ভোগ করা যায় না। একজন নাগরিক রাষ্ট্রের নিকট হতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার পেয়ে থাকে। তাই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, নিয়মিত কর প্রদান করা, আইন মান্য করা এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন নাগরিকদের কর্তব্য। অধিকার ভোগ করতে যেয়ে নাগরিকরা যেসব দায়িত্ব পালন করে, তাকে কর্তব্য বলে।

গ মিতুল সাহেব ও তার পুত্র সন্তানের কানাডার নাগরিকত্ব লাভ একই প্রক্রিয়ায় হয়নি।

সারা বিশ্বে নাগরিকত্ব লাভের দুটি পদ্ধতি রয়েছে− অনুমোদনসূত্রে ও জন্মসূত্রে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়। যথা− জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি। জন্মনীতি অনুযায়ী পিতামাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। এক্ষত্রে সন্তান যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার পিতামাতা যে দেশের সেও সে দেশের নাগরিক হবে। অন্যদিকে কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো− সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, সরকারি চাকরি করা, সততার পরিচয় দেওয়া, সেদেশের ভাষা জানা, সম্পত্তি ক্রয় করা, দীর্ঘদিন বসবাস করা, সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। তবে রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে।

উদ্দীপকের মিতুল অনুমোদনসূত্রে কানাডার নাগরিকতা লাভ করেছেন। কারণ তিনি ঐদেশে দীর্ঘদিন বসবাস করে সরকারের শর্ত সাপেক্ষে কানাডার সরকার কাকে নাগরিকতা দিয়েছে। কিন্তু তার সন্তান সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছে। সে হিসেবে জন্মসূত্রের উভয় নীতি অনুযায়ী তার পুত্র সন্তান কানাডার নাগরিক।

ঘ উদ্দীপকে মিতুল সাহেবের সন্তানের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতার উদ্ভবের ফলে সে বাংলাদেশেরও নাগরিকতা লাভ করতে পারবে।

একজন ব্যক্তির একই সঙ্গে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকত্ব বলে। সাধারণত একজন ব্যক্তি একটি মাত্র রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগ পায়। তবে জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন– বাংলাদেশ নাগরিকতা অর্জনে জন্মনীতি অনুসরণ করে। এ নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। আবার জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী পিতামাতা যে দেশেরই হোক না সন্তান ঐ দেশের জলভাগ, স্থলভাগ বা আকাশসীমায় জন্মগ্রহণ করলে ঐ সন্তান সেদেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের কতিপয় রাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হবে। তবে পূর্ণবয়স্ক হলে তাকে যেকোনো একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের নাগরিক মিতুল সাহেব কানাডায় অনেক বছর ধরে অবস্থান করছেন। তিনি সেদেশের একজন নাগরিককে বিয়ে করেন। সেখানে তাদের একটি সন্তানের জন্ম হয়। এক্ষেত্রে তার সন্তান জন্মস্থাননীতি অনুযায়ী কানাডার নাগরিক হবে। এভাবে তার দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হবে। তবে পূর্ণবয়স্ক হলে তাকে যেকোনো একটি রাষ্ট্রের অর্থাৎ বাংলাদেশ কিংবা কানাডার নাগরিক হতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, মিতুল সাহেবের পুত্র সন্তানটি বাংলাদেশেরও নাগরিকতা পাবে।

প্রশ্ন ▸ ০৪

'X' রাষ্ট্র	'Y' রাষ্ট্র
১. আকারে ছোট	১. আকারে বড়।
২. আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন সাধন	২. উন্নয়নের গতি 'X' রাষ্ট্রের চেয়ে অনেকটা কম
৩. অর্থনৈতিক খরচ কম	৩. রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দ্বি-কেন্দ্রিক বলে খরচ বেশি, স্থানীয় পরিষদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়

ক. কোন শাসন ব্যবস্থাকে 'স্বেচ্ছাচারী' শাসন ব্যবস্থা বলে? ১

খ. রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'X' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'Y' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশে সহায়ক"– তুমি কি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত? তোমার যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা বলে।

খ যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা লাভ করে তাকে রাজতন্ত্র বলে।

রাজতন্ত্রে রাজার ছেলে বা মেয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের রাজা বা রাণী হয়ে থাকে। রাজতন্ত্র দুই ধরনের, যথা– নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। এ ধরনের রাষ্ট্রে রাজা বা রানী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এতে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের রাষ্ট্রের সংখ্যা নগণ্য। সৌদি আরবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাজা বা রানী উত্তরাধিকার সূত্রে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হন। কিন্তু তিনি সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। যুক্তরাজ্যে (গ্রেট ব্রিটেন) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

গ উদ্দীপকে 'X' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা হলো এককেন্দ্রিক।

যে শাসন ব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য, প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

উদ্দীপকের 'X' রাষ্ট্র আকারে ছোট, আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হয়, অর্থনৈতিক খরচ কম। এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো এককেন্দ্রিক সরকারকে উপস্থাপন করে। কেননা এককেন্দ্রিক সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় কম। ছোট রাষ্ট্রের জন্য খুবই উপযোগী। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের একক সিদ্ধান্তে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহীত হয় বলে রাষ্ট্র দ্রুত উন্নয়নের পথে ধাবিত হয়।

ঘ 'Y' রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এরূপ সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশে সহায়ক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে সেই ধরনের সরকারকে বোঝায়, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার গঠন করে। এ ধরনের সরকার ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের 'Y' রাষ্ট্রটি আকারে বড়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে উন্নয়নের গতি ধরীগতিসম্পন্ন, রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা দ্বি-কেন্দ্রিক বলে খরচ বেশি, স্থানীয় পরিষদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এরূপ বর্ণনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের রূপ প্রকাশ পায়। এধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক। কেননা এ ধরনের সরকার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা বজায় রেখে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে। এতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সেগুলোকে লালন করা হয়। ফলে এ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার সহজেই অঞ্চলের সমস্যাগুলো বুঝতে এবং তা চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জনগণ দুটি সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায় এবং দুই প্রকার আইন ও আদেশ মেনে চলে। ফলে জনগণ রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠে। তাই এ ধরনের ব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে খুবই সহায়ক।

আলোচনা শেষে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় একজন নাগরিক একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ফলে জনগণ তাদের নেতৃত্ব গুণ বিকাশের সুযোগ লাভ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব কায়সার সাহেব পরিবারের প্রধান। কিন্তু পরিবারের সকল কাজ পরিচালনা করার দায়িত্ব দেন তার বড় ছেলে তাওসিফ সাহেবকে। তাওসিফ সাহেব পরিবারের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্যে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে কাজ বণ্টন করে দেন। তাওসিফ সাহেব পরিবারের সকল কাজ পরিচালনা করলেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার বাবা কাওসার সাহেব করেন।

ক. বাংলাদেশের প্রথম সরকারের নাম কী? ১

খ. আপিল বিভাগ কী? ২

গ. তাওসিফ সাহেব বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে কার প্রতিনিধিত্ব করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কাওসার সাহেবের পরিবারটি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রতিনিধি– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম সরকারের নাম মুজিবনগর সরকার।

খ সুপ্রিম কোর্টের যে বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা, ন্যায়বিচার সংরক্ষণ ও পরামর্শ দান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাকে আপিল বিভাগ বলে।

আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারে। রাষ্ট্রপতি আইনের কোনো ব্যাখ্যা চাইলে আপিল বিভাগ এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো ব্যক্তিকে আদালতের সামনে হাজির হতে ও দলিলপত্র পেশ করার আদেশ জারি করতে পারে। আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য অবশ্যই পালনীয়। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা, ন্যায়বিচার সংরক্ষণ ও পরামর্শ দা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের তাওসিফ সাহেব বাংলাদেশ সরকারব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রী পদের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রধান ও প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সরকারের যাবতীয় কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও মূলত প্রধানমন্ত্রী সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এজন্য সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাপক।

উদ্দীপকে জনাব কাওসার সাহেব পরিবারের প্রধান। কিন্তু পরিবারের সকল কাজ পরিচালনা করার দায়িত্ব দেন তার বড়ো ছেলে তাওসিফ সাহেবকে। তাওসিফ সাহেব পরিবারের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্যে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে কাজ বণ্টন করে দেন। এরূপ বর্ণনা বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে উপস্থাপন করে। কেননা, প্রধানমন্ত্রী হলেন বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশে রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি নিয়োগ দেন। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত, পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদ নেতা। তিনি সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থের রক্ষক। জাতীয় স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন ও জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন।

ঘ উদ্দীপকে কাওসার সাহেবের পরিবারটি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রতিচ্ছবি।– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের শাসন বিভাগ মূলত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত। এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা থাকায় শাসনকাজ পরিচালনা করে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদ। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ ও সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। প্রশাসনিক কার্যক্রম তার নামে পরিচালিত হলেও শাসন বিভাগের নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা করেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদের অন্য সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর আদেশ, নিষেধ ও পরামর্শ শুনতে বাধ্য থাকেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের শাসন বিভাগে প্রধানমন্ত্রীই মুখ্য।

উদ্দীপকটিতে জনাব কাওসার সাহেবের যৌথ পরিবারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ পরিবারে প্রধান ব্যক্তি তিনি হলেও পরিবারটি পরিচালনা করেন তার বড় ছেলে তাওসিফ সাহেব। তার আদেশেই পরিবারের সদস্যরা প্রতিটি কাজ সমাধান করে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারটিতে জনাব কাওসার সাহেবের ভূমিকা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ন্যায়, যিনি নামমাত্র প্রধান। আবার, তার বড় ছেলে তাওসিফ সাহেবের ভূমিকা প্রধানমন্ত্রীর ন্যায়, যিনি নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা করেন। পরিবারের অন্য সদস্যরা যেভাবে জনাব তাওসিফ সাহেবকে অনুসরণ করেন, বাংলাদেশের প্রশাসনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাও ঠিক তেমনিভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অনুসরণ করে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত পরিবারের মাঝেই বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ ঘটনা-১ : ১৯৭১ সালের ২৮ নভেম্বর পর্তুগিজ যা তিমুর নামে পরিচিত ছিল। তারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু মাত্র নয় দিন পর ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী এটি দখল করে এবং ইন্দোনেশিয়ার ২৭তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা দেন।

ঘটনা-২ : 'B' একটি বড় রাষ্ট্র যা একদিনে সৃষ্টি হয়নি, বহুদিনের বিতর্ক, পরিবর্তন ও চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

ক. পরিবার কী? ১

খ. আত্মসংযমের শিক্ষা পরিবারের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক তিমুরকে দখল করা রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা-১ ও ঘটনা-২ এ বর্ণিত রাষ্ট্র সৃষ্টির মতবাদগুলোর মধ্যে কোনটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে কর? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বা একাধিক পুরুষ ও মহিলা তাদের সন্তানাদি, পিতামাতা এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে পরিবার বলে।

খ আত্মসংযমের শিক্ষা পরিবারের রাজনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে।

পরিবারে সাধারণত মা-বাবা কিংবা বড় ভাই-বোন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। আমরা ছোটরা তাঁদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলি। তারাও আমাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করেন। বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিক্ষা দেন যা আমাদের সুনাগরিক হতে সাহায্য করে। এভাবে পারিবারিক শিক্ষা ও নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে পরিবারেই শিশুর রাজনৈতিক শিক্ষা শুরু হয়। এ শিক্ষা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় জীবনে কাজে লাগে। এছাড়া বড়দের রাজনৈতিক আলোচনা শুনে ও সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমরা দেশের রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি।

গ ঘটনা-১ এ ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক তিমুরকে দখল করা রাষ্ট্র সৃষ্টির শক্তি বা বল প্রয়োগ মতবাদকে নির্দেশ করে।

বলপ্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়েছে, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি এভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ডেভিড হিউম ও জেলেনিক এ মতবাদে বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস বলেন, "ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায়, আধুনিক সকল রাষ্ট্রই সার্থক রণকৌশলের ফলশ্রুতি।"

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ বলা হয়েছে, ১৯৭৫ সালের ২৮ নভেম্বর পর্তুগিজ যা তিমুর নামে পরিচিত ছিল। তারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু মাত্র নয় দিন পর ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী এটি দখল করে এবং ইন্দোনেশিয়ার ২৭তম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা দেন। এরূপ ঘটনা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে নির্দেশ করে। কেননা ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনী জোর করে পূর্ব তিমুরকে দখল করে তাদের প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে।

ঘ উদ্দীপকে ঘটনা-১ ও ঘটনা-২ এ বর্ণিত রাষ্ট্র সৃষ্টির মতবাদগুলোর মধ্যে ঘটনা-২ এর মতবাদ তথা ঐতিহাসিক মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আসলে বর্তমান রাষ্ট্র বহুযুগের বিবর্তনের ফল। এ প্রসঙ্গে ড. গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।"

উদ্দীপকে ঘটনা-১ মতে, শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বল গোষ্ঠীকে গ্রাস করে আমাদের রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হয়েছে। এ ধারণা রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বলপ্রয়োগ মতবাদে বলা হয়, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। অন্যদিকে, ঘটনা-২ মতে, রাষ্ট্র মানবসভ্যতার বিবর্তনের ফল। এখানে মূলত রাষ্ট্র সৃষ্টির বিবর্তনমূলক বা ঐতিহাসিক মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। বিবর্তনমূলক মতবাদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো– রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক। সুতরাং ঘটনা-১ ও ঘটনা-২ এর মধ্যে ঘটনা-২ তথা রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক মতবাদ নিঃসন্দেহে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ০৭ দৃশ্যকল্প-১ : জনাব গনি সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সকল অধিকার ভোগ করেন। কিন্তু তার উপর ধার্যকৃত কর তিনি নিয়মিত ও যথাযথভাবে প্রদান করেন না।

দৃশ্যকল্প-২ : জামিল সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি সকল নিয়ম-কানুন মেনে কারখানা পরিচালনা করেছেন। তিনি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেন।

ক. 'তথ্য অধিকার' কী? ১

খ. অর্থনৈতিক অধিকার বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব গনি সাহেব রাষ্ট্রের প্রতি কোন ধরনের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জামিল সাহেব একজন সুনাগরিক– এর সত্যতা যাচাই কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য অধিকার হচ্ছে কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

খ অর্থনৈতিক অধিকার নাগরিকের একটি আইনগত অধিকার।

জীবনধারণ করা এবং জীবনকে উন্নত ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন– যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, অবকাশ লাভের অধিকার, শ্রমিকসংঘ গঠনের অধিকার।

গ জনাব গণি সাহেব রাষ্ট্রের প্রতি আইনগত কর্তব্য পালনে ব্যর্থ।

রাষ্ট্রের আইন দ্বারা আরোপিত কর্তব্যকে আইনগত কর্তব্য বলে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, আইন মান্য ও কর প্রদান করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। এসব কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন দ্বারা স্বীকৃত। নাগরিকদের আইনগত কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হয়। এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে শাস্তি পেতে হয়। আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য।

উদ্দীপকের জনাব গনি সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সকল অধিকার ভোগ করেন। কিন্তু তাঁর উপর ধার্যকৃত কর তিনি নিয়মিত ও যথাযথভাবে প্রদান করেন না। তার এরূপ কর প্রদান না করার মাধ্যমে তিনি আইনগত কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, কর প্রদান করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্যের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকের জামিল সাহেব একজন সুনাগরিক।– উক্তিটি যথার্থ।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মাঝে যে বুদ্ধিমান, যার বিবেক রয়েছে এবং যে আত্মসংযমী তাকে সুনাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, যে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যে বিবেক দ্বারা ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পেরে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ থাকে। যথা– বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।

উদ্দীপকের জামিল সাহেব একজন শিল্পপতি। তার এরূপ শিল্পপতি হওয়ার পেছনে তার পরিশ্রম যেমন জড়িত তেমনি তার বুদ্ধিমত্তারও সফল চর্চার ফসল। আবার একজন বিবেকবান নাগরিক হিসেবে তিনি সকল নিয়মকানুন মেনে কারখানা পরিচালনা করেন। তিনি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেন। এমনকি শিল্পপতি হওয়ার পরেও তিনি আত্মসংযমী হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন নিয়ম মেনেই। তার মাঝে এসব গুণাবলির উপস্থিতি তাকে সুনাগরিক হিসেবেই তুলে ধরে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জনাব জামিল সাহেবের মাঝে সুনাগরিকে অপরিহার্য তিনটি গুণ বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের সমন্বয় ঘটেছে। সে হিসেবে বলা যায়, তিনি একজন সুনাগরিক।

প্রশ্ন ▶ ০৮ আলতাফ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় থাকাকালীন সময় দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে তার সহপাঠীদের সাথে সুসংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে তাদের অনেকেই শহিদ হন।

ক. বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে? ১

খ. ৭ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য লেখ। ২

গ. আলতাফ সাহেব ও তার সহপাঠীরা মুক্তিযুদ্ধে কাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং তাদের অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "আলতাফ সাহেব ও তার সহপাঠীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।"– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী।

খ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির জাতীয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন। এদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু তেজদীপ্ত কণ্ঠে বাঙালির মাঝে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বুনে দেন। সেটা লালন করে ২৬শে মার্চ বীর বাঙালি শত্রুসেনার মুখোমুখি হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসীম সাহসিকতায়। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বাঙালি ঘরে ঘরে যার যা ছিল তাই নিয়ে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তোলে। এ দুর্গ এতটাই দুর্ভেদ্য ছিল যে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা।

গ উদ্দীপকে আলতাফ সাহেব ও তাঁর সহপাঠীরা মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর অবদান অবিস্মরণীয়।

মুক্তিযুদ্ধে সেনাসদস্য ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিতি লাভ করে। কখনো এরা গেরিলা নামেও পরিচয় লাভ করে। এই বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি ও নানা কর্মকাণ্ডের সংবাদ মুক্তিবাহিনীকে সরবরাহ করত। গেরিলাদের মধ্যে ছাত্র ও কৃষকদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

উদ্দীপক আলতাফ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় থাকাকালীন সময় দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে তার সহপাঠীদের সাথে সুসংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে তাদের অনেকেই শহিদ হন। আলতাফ সাহেব ও তার সহপাঠীদের এরূপ যুদ্ধে অংশগ্রহণ মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা যুদ্ধকে তুলে ধরে। কারণ সে সময়ে ছাত্র, তরুণ কিশোরের যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়মিত বাহিনীর অধীনে গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। আলতাফ সাহেব যেহেতু ছাত্র অবস্থায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল সে হিসেবে তিনি যুদ্ধের গেরিলা আক্রমণকে উপস্থাপন করে।

ঘ উদ্দীপকের আলতাফ সাহেব ও তার সহযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।– মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও শুরু থেকেই শোষিত ছিল পাকিস্তানের দ্বারা। তাই শোষিত বাঙালির প্রথম আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫২ সালে ভাষাকে কেন্দ্র করে। তারপর একে একে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন সংঘটিত হয়। এখানেও আমাদেরকে নানা বৈষম্যের শিকার হতে হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এসময় তারা গণহত্যা চালায়, নারী নির্যাতন করে, লুণ্ঠন করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

উদ্দীপকের আলতাফ সাহেব ও তার সহপাঠীদের মতো প্রাণের বিনিময়ে এদেশের মানুষ ফিরে পেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। তার মতো মুক্তিযোদ্ধারা নির্ভিক হয়ে বুকের রক্ত দিয়ে এদেশকে স্বাধীন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তারা কখনো অস্ত্র হাতে আবার কখনো গুপ্তচর হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীদের ঘায়েল করার অভিযান পরিচালনা করে। প্রচলিত কায়দার যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিবাহিনীরা গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল অবলম্বন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলে দীর্ঘ ৯ মাস। এ ৯ মাসে ৩০ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারায়, ২ লক্ষ ৭৬ হাজার মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটে এবং গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের আলতাফ সাহেব ও তার সহযোদ্ধারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের।

প্রশ্ন ▶ ০৯ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়। উক্ত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক। সংস্থাটির উৎস হিসেবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ক. 'The cteam of UN peacekeepers' হিসেবে কারা আখ্যায়িত? ১

খ. আন্তর্জাতিক আদালত কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সত্যতা নিরূপণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘে কর্মরত বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনী 'The cream of UN Peacekeepers' হিসেবে আখ্যায়িত।

খ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করা হয়েছে।

জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বা শাখা আন্তর্জাতিক আদালত। জাতিসংঘ সনদের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয় নিয়ে মামলা হলে এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলেও আন্তর্জাতিক আদালত তা মীমাংসা করে। এছাড়া সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ কোনো আইনের ব্যাখ্যা চাইলে আন্তর্জাতিক আদালত তার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। এসব কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ উদ্দীপকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা– সার্ককে নির্দেশ করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। সার্ক দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি জনসংখ্যার আধিক্য, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি দীর্ঘদিনব্যাপী চলে আসা সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যাগুলো দূরীভূত করে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এছাড়াও সার্ক গঠনের আরও কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ ও সমস্যা দূর করে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি করা এবং দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নীতি মেনে চলা।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও পারস্পরিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়। এখানে স্পষ্টত সার্ককে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ সার্কের উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ এশিয়ার সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও পারস্পরিক উন্নয়ন সাধন করা। আর এরূপ উদ্দেশ্যের সাথে সার্কের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থা সার্কের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে।

১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সার্কের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সার্কের সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ৮টি। রাষ্ট্রগুলো হলো– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সার্কের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। কথাটি সত্য। কেননা, সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে বাংলাদেশ ও সার্কের মধ্য সম্পর্ক বরাবরই বেশ ঘনিষ্ঠ। শুরু থেকেই সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যকার বিদ্যমান সংকট সমাধানে বাংলাদেশ অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানব পাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন, পরিবেশ সংরক্ষণ, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা ঘোষণা, সাপ্টা চুক্তি, সন্ত্রাস দমনসহ সার্কের অসংখ্য কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

সর্বোপরি, সার্কের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্কের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আর এতে সার্ক ও বাংলাদেশের মধ্য সুসম্পর্ক থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ▶ ১০ কাশিমপুর গ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে কমিটির সদস্যগণ ও গ্রামেও জনগণ কী ধরনের অধিকার ভোগ করবে সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে। অপরদিকে হরিপুর গ্রামের জনগণ ও তাদের এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কমিটি গঠন করে, তবে তারা প্রয়োজনে তাদের নিয়ম কানুনগুলো পরিবর্তন করতে পারবে।

ক. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুইটি গ্রামের কমিটির মধ্যে কোনটির সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুইটি কমিটির নিয়ম কানুনগুলোর সাথে সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের সদরদপ্তর নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।

খ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরিহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, ধানমন্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাক বাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে। পাক বাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডই অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুইটি গ্রামের কমিটির মধ্যে কাশিমপুর গ্রামের কমিটির সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি একটি লিখিত সংবিধান। যে কারণে এর সব ধারা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এতে মাত্র ১৫৩টি অনুচ্ছেদ বিদ্যমান এবং সম্পূর্ণ সংবিধান মাত্র ১১ ভাগে বিভক্ত। সুতরাং এটি অন্যান্য দেশের সংবিধানের তুলনায় সংক্ষিপ্ত এবং ছোট। এ সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব তার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এতে জনগণের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ সংবিধান পরিবর্তন প্রক্রিয়া কিছুটা জটিল। তবে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এর সংশোধন করা যায়। কেননা সংসদে সরকারি দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে।

উদ্দীপকের কাশিমপুর গ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে কমিটির সদস্যগণ ও গ্রামের জনগণ কী ধরনের অধিকার ভোগ করবে সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কেননা বাংলাদেশ সংবিধানেও সে দেশের জনগণ কী ধরনের অধিকার ভোগ করবে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং এটি লিখিত। সুতরাং বলা যায়, কাশিমপুর কমিটির সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত দুইটি কমিটির নিয়ম-কানুনগুলোতে লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। এই সংবিধান দেশভেদে লিখিত ও অলিখিত হয়ে থাকে। তবে কোনো দেশের সংবিধান সম্পূর্ণ লিখিত বা অলিখিত হয় না। লিখিত সংবিধান যেখানে নির্দিষ্ট সেখানে অলিখিত সংবিধান দীর্ঘদিনের রীতিনীতির সমষ্টি। তাই উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট। এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। ফলে এখানে সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ থাকে। লিখিত সংবিধানে শাসন পরিচালনার অধিকাংশ বিধিবিধান লিপিবদ্ধ থাকে। অপরদিকে, অলিখিত সংবিধানে অধিকাংশ বিষয় অলিখিত। লিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলে বিপ্লবের সম্ভাবনা বেশি থাকে। অপরদিকে, অলিখিত সংবিধানের পরিবর্তন সহজসাধ্য, তাই বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। লিখিত সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে বিশেষ পদ্ধতি বা জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অপরদিকে, অলিখিত সংবিধানের নিয়মকানুনগুলো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আইনসভা পরিবর্তন করতে পারে। লিখিত সংবিধানে সাধারণ আইন এবং সাংবিধানিক আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অপরদিকে, অলিখিত সংবিধানে এরূপ কোনো পার্থক্য করা হয় না।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, লেখার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংবিধান লিখিত ও অলিখিত হিসেবে দেশ শাসনে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উভয় সংবিধানে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ১১

সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা	সদস্য দেশ	সদর দপ্তর
A	১৯৪৯	৫৩	লন্ডন
B	১৯৬৯	৫৭	জেদ্দা

ক. SAARC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জাতিসংঘ কেন অছি পরিষদ গঠন করে? ২

গ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'B' সংস্থাটির অবদান মূল্যায়ন কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে 'A' সংস্থাটি অকৃত্রিম বন্ধুর মতন কাজ করে যাচ্ছে– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Association for Regional Cooperation.

খ বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসঙ্ঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অছি এলাকার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'B' সংস্থা তথা ওআইসির ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের বিপক্ষে।

বিশ্বের মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো ওআইসি। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওআইসির প্রধান লক্ষ্য।

উদ্দীপকের 'B' সংস্থাটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ৫৭। এর সদর দপ্তর জেদ্দায় অবস্থিত। অর্থাৎ 'B' সংস্থাটি হলো ওআইসি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ওআইসির ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে। এর প্রধান কারণ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালায়। এই অপপ্রচারের কারণে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলোর বাংলাদেশের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয়। এ কারণে ওআইসি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে দ্রুতই বাংলাদেশের প্রতি ওআইসির এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায়। এর ফলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সংস্থাটি নানা ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে।

ঘ উদ্দীপকের 'C' সংস্থা দ্বারা কমনওয়েলথকে নির্দেশ করা হয়েছে। কমনওয়েলথ-এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৬। কমনওয়েলথ স্বাধীন উপনিবেশগুলোর সাথে ব্রিটেনের সম্পর্ক ধরে রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে কাজ করা।

উদ্দীপকের 'C' সংস্থাটির সদর দপ্তর বৃটেনে অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠাকালে ১৯৪৯ সাল এবং এর সদস্য ৫৩। এসব তথ্যগুলো কমনওয়েলথকে উপস্থাপন করে। কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই কমনওয়েলথের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। কমনওয়েলথের মূল উদ্যোক্তা যুক্তরাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল। সেখানে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল। কমনওয়েলথ ও এর অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

অতএব, উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, 'B' আন্তর্জাতিক সংস্থা তথা কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

[**বি.দ্র. :** কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য ৫৬। তথ্য সূত্র : উইকিপিডিয়া]

সিলেট বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড [1|4|0]

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান– ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো কয়স্তর বিশিষ্ট?**
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মলি যে দেশে বাস করে সে দেশের জনগণই প্রকৃত ক্ষমতার মালিক। তার দেশটি পরিচালনার নিয়মনীতি এ পর্যন্ত ষোল বার সংশোধন করা হয়েছে।

২. **মলি যে দেশে বাস করে সে দেশটি পরিচালনার নিয়মনীতিগুলো–**
i. সহজে পরিবর্তনযোগ্য ii. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন
iii. লিখিত দলিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. **উক্ত সংবিধানটির পঞ্চদশ সংশোধন করার কারণ–**
i. রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পুনঃপ্রবর্তন
ii. ধর্মচর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য
iii. মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. **ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব কোনটি?**
ক) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা খ) ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
গ) শাসনতন্ত্রে বাংলাকে স্বীকৃতি ঘ) পাকিস্তানি সরকারের পতন

৫. **কিউবার সংবিধান কোন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে?**
ক) ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে খ) বিপ্লবের মাধ্যমে
গ) অনুমোদনের মাধ্যমে ঘ) আলোচনার মাধ্যমে

৬. **দেবব্রতের পরিবারের কর্তৃত্ব করেন। দেবব্রতের পরিবারের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?**
ক) চাকমা পরিবার খ) মারমা পরিবার
গ) গারো পরিবার ঘ) রাখাইন পরিবার

৭. **কত সাল থেকে নতুন এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক) ১৯৮৮ খ) ১৯৯১ গ) ২০১২ ঘ) ২০২১

৮. **সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার নেতা কে?**
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী গ) আইনমন্ত্রী ঘ) স্পিকার

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব স্যামুয়েল 'X' নামক রাষ্ট্রের প্রধান। রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে সে রাষ্ট্রে গৃহিত হয়।

৯. **উদ্দীপকটি কোন মতবাদকে ইঙ্গিত করছে?**
ক) ঐতিহাসিক খ) ঐশী গ) বল প্রয়োগ ঘ) সামাজিক চুক্তি

১০. **আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের উক্ত মতবাদকে অযৌক্তিক বলার কারণ কী?**
i. রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি ii. শাসক স্রষ্টার প্রতিনিধি
iii. জনগণের নিকট দায়ী নন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. **একজন শ্রীলঙ্কান ইরাকে বসবাসরত অবস্থায় আমেরিকায় গিয়ে বিপদে পড়লে সে কোন দেশের সাহায্য পাওয়ার অধিকারী?**
ক) শ্রীলঙ্কার খ) ইরাকের গ) আমেরিকার ঘ) শ্রীলঙ্কা ও ইরাকের

১২. **তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কত কর্মদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন?**
ক) অনধিক ০৫ কর্মদিবস খ) অনধিক ১০ কর্মদিবস
গ) অনধিক ১৫ কর্মদিবস ঘ) অনধিক ২০ কর্মদিবস

১৩. **বিষয়বস্তুর আলোকে পৌরনীতিকে কয়টি অর্থে আলোচনা করা যায়?**
ক) দুটি খ) তিনটি গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

১৪. **আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে কোন সংস্থা?**
ক) অছি পরিষদ খ) নিরাপত্তা পরিষদ
গ) সাধারণ পরিষদ ঘ) আন্তর্জাতিক আদালত

১৫. **রাষ্ট্র গঠনে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কোনটি?**
ক) জনসমষ্টি খ) নির্দিষ্ট ভূখন্ড গ) সরকার ঘ) সার্বভৌমত্ব

১৬. **রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোন মতবাদকে সমালোচকেরা ভ্রান্ত, ক্ষতিকর বলেছেন?**
ক) ঐশী মতবাদ খ) শক্তি প্রয়োগ মতবাদ
গ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঘ) বিবর্তনমূলক মতবাদ

১৭. **বর্তমানে পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কমার যথার্থ কারণ কী?**
ক) প্রযুক্তির উন্নতি খ) শিক্ষার হার হ্রাস
গ) বিজ্ঞানের অপব্যবহার ঘ) রপ্তানি হ্রাস

১৮. **গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গুণাবলির উল্লেখযোগ্য দিক হলো–**
i. দায়িত্বশীল শাসন ii. যুক্তি ও সম্মতির প্রাধান্য
iii. দলীয় শাসন ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. **নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র কোন দেশে প্রচলিত আছে?**
ক) যুক্তরাজ্যে খ) সৌদি আরবে গ) কিউবায় ঘ) যুক্তরাষ্ট্রে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২০ ও ২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' দেশের মন্ত্রীগণ তাদের কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। অপরপক্ষে 'খ' দেশের মন্ত্রীগণ আইনসভার নিকট দায়ী নন।

২০. **অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'খ' দেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?**
ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত খ) সমাজতান্ত্রিক
গ) গণতান্ত্রিক ঘ) সংসদীয়

২১. **'ক' দেশের শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ–**
i. আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন ii. আইনসভার সদস্য নন
iii. সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২. **অলিখিত সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ক) সুস্পষ্টতা খ) স্থিতিশীলতা
গ) প্রগতির অন্তরায় ঘ) প্রগতির সহায়ক

২৩. **কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কম থাকে কোন সরকার ব্যবস্থায়?**
ক) সংসদীয় খ) এককেন্দ্রিক গ) রাজতান্ত্রিক ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয়

২৪. **রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকায় জনগণ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পায় কোন সরকার ব্যবস্থায়?**
ক) একনায়কতান্ত্রিক খ) স্বৈরতান্ত্রিক গ) গণতান্ত্রিক ঘ) রাজতান্ত্রিক

২৫. **কমনওয়েলথ গড়ে ওঠার কারণ কী?**
ক) ব্রিটেনের সাথে স্বাধীন উপনিবেশগুলোর সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখা
খ) ব্রিটেরেনর সম্রাজ্যবাদী মনোভাব বিস্তার করা
গ) ব্রিটেনের ও স্বাধীন উপনিবেশ দেশের মধ্যে বন্ধন ছিন্ন করা
ঘ) ব্রিটেনের স্বাধীন উপনিবেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করা

২৬. **সবুজের পিতা-মাতা ভারতীয় কিন্তু সবুজ জন্মগ্রহণ করে বাংলাদেশে। এক্ষেত্রে সবুজের নাগরিকতা কোনটি হবে?**
ক) উভয় দেশে খ) বাংলাদেশে
গ) ভারতে ঘ) অনুমোদনের মাধ্যমে

২৭. **১৯৯০ সালে স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে নিচের কোন আন্দোলনটির?**
ক) ভাষা আন্দোলন খ) খেলাফত আন্দোলন
গ) অসহযোগ আন্দোলন ঘ) উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

২৮. **ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে কখন?**
ক) ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ) ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ) ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

২৯. **ভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়–**
i. অধিকারের চেতনা ii. জাতীয়তাবোধ iii. জাতীয় ঐক্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. **মনিকা নির্বাচনে সততার সাথে ভোটদান করে। এক্ষেত্রে মনিকার কর্মকাণ্ড কোন কর্তব্যের মধ্যে পড়ে?**
ক) আইনগত খ) সামাজিক গ) নৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। বিন্দুদের পরিবারে দাদা-দাদিসহ সদস্য সংখ্যা ৬ জন। বিন্দুর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সামান্য খারাপ হয়। বিন্দুর দাদা তাকে মন খরাপ না করার পরামর্শ দেন। চেষ্টা করলে ফলাফল আরো ভালো হবে বলে আশ্বাস দেন।

ক. সমাজ কাকে বলে? ১
খ. পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় কেন? ২
গ. বিন্দুর পরিবারটি পারিবারিক কাঠামো নীতির ভিত্তিতে কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজটিই কি পরিবারের একমাত্র কাজ? তোমার মতামত যুক্তিসহকারে তুলে ধরো। ৪

২।

'ক' সংগঠন
- ১০ কোটি লোক বাস করে
- নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা আছে
- ৩টি বিভাগ শাসনে ভূমিকা রাখে
- অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষমতা আছে

ক. নগর রাষ্ট্র কী? ১
খ. রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বিবর্তনমূলক মতবাদ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কেন? ২
গ. ২নং ছকে 'ক' সংগঠনের কোন উপাদানটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ৪নং ছকের উপাদানটির সঠিক প্রয়োগ ছাড়া 'ক' সংগঠন পরিপূর্ণতা পায় না।– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

ক বিভাগ
i. শাসকের জবাবদিহিতা।
ii. রাষ্ট্রের তহবিল রক্ষাকারী।
iii. গুরুতর অপরাধের জন্য রাষ্ট্র প্রধানকে অপসারণ করতে পারে।

খ বিভাগ
i. এর উচ্চবিভাগের দুটি শাখা আছে।
ii. বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা দরকার।
iii. দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় এবং নিরপরাধীকে রেহাই দেয়।

ক. গ্রাম আদালত কী? ১
খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিন্ড বলা হয় কেন? ২
গ. 'ক' বাংলাদেশ সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নাগরিকের অধিকার রক্ষায় 'খ' বিভাগটির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৪।

ছক-'ক'
- একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত
- আঞ্চলিক সরকার বলতে কিছু নেই
- সংগঠন সরল প্রকৃতির

ছক-'খ'
- একাধিক সরকার
- আঞ্চলিক সরকারগুলো স্বাধীন
- জটিল প্রকৃতির শাসন

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কাকে বলে? ১
খ. একনায়কতন্ত্রকে আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী বলা হয় কেন? ২
গ. ছক 'ক' দ্বারা কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক 'খ' এর সরকার ব্যবস্থায় দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৫। 'ক' ব্যক্তি একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তার দল ছাড়া ঐ দেশে আর কোনো রাজনৈতিক দল নেই। অনুসারীরা তার অযৌক্তিক সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করে। তার মতের বাইরে কেউ যেতে পারে না। অন্যদিকে 'খ' ব্যক্তি তার পরিষদের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। তার কাজের সাথে সকলেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে।

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় না কেন? ২
গ. 'ক' ব্যক্তির মাধ্যমে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার দোষ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তোমার কাছে 'খ' ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থাটি কি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। জনাব রাজু 'যুব সমাজ' নামে একটি সমবায় সমিতির পরিচালক। তিনি সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিবছর সমিতির বার্ষিক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে গঠনতন্ত্র সংশোধন করেন। অন্যদিকে জনাব বাধন একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তার সমিতির কোন দালিলিকরূপ নেই। সদস্যরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমিতির নিয়মকানুন পরিবর্তন করেন। এভাবে জনাব বাধনের সমিতিটি একটি প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১
খ. সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব বাধন কোন ধরনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব রাজুর সমিতি পরিচালনার নীতিমালাটি উত্তম"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

ছক-ক
i. একটানা ১০ বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারে না।
ii. সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর।
iii. শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়।

ছক-খ
i. সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান।
ii. তার নির্দেশে বাজেট প্রণয়ন।
iii. আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ক. বিচার বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিন্ড বলা হয় কেন? ২
গ. 'ছক-ক' দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ছক-খ' এর পদাধিকারী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়।"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৮। 'F' রাষ্ট্রটি 'Q' ও 'R' প্রদেশ নিয়ে গঠিত। 'F' রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ৫৫ কোটি। 'Q' প্রদেশের ৩ কোটি মানুষ একটি মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। 'R' প্রদেশের খুব কম মানুষ অন্য মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। কিন্তু 'R' প্রদেশের কম মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমটিই রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ছিল। অন্যদিকে 'F' রাষ্ট্রে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি জাতীয় নির্বাচন হয়। নির্বাচনে 'Q' প্রদেশের একটি জনপ্রিয় দল জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারে না।

ক. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ১
খ. কেন ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের শেষ অংশে তোমার পাঠ্যবই এর কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রথম ঘটনা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো অনুপ্রেরণা যোগায় কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জনাব 'G' পড়াশুনার জন্য ব্রিটেনে গমন করেন। পড়াশুনা শেষ করে সেখানেই একটি চাকুরী করেন। সরকারের নিকট আবেদন করে তিনি সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। অপরদিকে বাংলাদেশি 'L' দম্পতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে যান। সেখানে অবস্থানকালে তাদের 'M' নামে একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে।

ক. তথ্য অধিকার কী? ১
খ. নাগরিক এবং নাগরিকতা একই অর্থে ব্যবহার করা যায় না কেন? ২
গ. জনাব 'G' এর নাগরিকত্বের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব 'M' ১৮ বছর বয়সে দুটি দেশের মধ্যে একটি দেশের নাগরিকত্ব বেছে নিতে পারবেন।"– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

সংস্থা	সদর দপ্তর	প্রতিষ্ঠাকাল	সদস্য সংখ্যা
C	বৃটেন	১৯৪৯	৫৩
O	জেদ্দা	১৯৬৯	৫৭

ক. বাংলাদেশি শান্তি রক্ষাকারীদের কী বলে অভিহিত করা হয়? ১
খ. জাতিসংঘ কেন অছি পরিষদ গঠন করে? ২
গ. উদ্দীপকের 'O' সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের 'C' সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ"– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। জনাব 'X' প্রতিবেশী দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত একটি সংস্থায় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। সংস্থাটি কয়েকটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। সংগঠনটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য কাজ করে। এটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পাঁচটি স্তর আছে। অপরদিকে জনাব 'Y' বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি শাখায় কর্মরত। তিনি আফ্রিকার একটি দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত। তিনি সেখানকার বিদ্যমান বিরোধ মীমাংসায় সফল হন।

ক. আন্তর্জাতিক আদালত কী? ১
খ. ওআইসি গঠিত হয় কেন? ২
গ. জনাব 'X' কোন সংস্থায় কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'Y' এর কর্মরত সংস্থায় বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	M	৩	K	৪	M	৫	L	৬	M	৭	M	৮	L	৯	L	১০	N	১১	K	১২	N	১৩	K	১৪	L	১৫	N
	১৬	L	১৭	K	১৮	N	১৯	L	২০	K	২১	L	২২	N	২৩	N	২৪	M	২৫	K	২৬	M	২৭	N	২৮	M	২৯	N	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ বিন্দুদের পরিবারে দাদা-দাদিসহ সদস্য সংখ্যা ৬ জন। বিন্দুর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সামান্য খারাপ হয়। বিন্দুর দাদা তাকে মন খরাপ না করার পরামর্শ দেন। চেষ্টা করলে ফলাফল আরো ভালো হবে বলে আশ্বাস দেন।

ক. সমাজ কাকে বলে? ১

খ. পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় কেন? ২

গ. বিন্দুর পরিবারটি পারিবারিক কাঠামো নীতির ভিত্তিতে কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজটিই কি পরিবারের একমাত্র কাজ? তোমার মতামত যুক্তিসহকারে তুলে ধরো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়ে বসবাস করে তাকে সমাজ বলে।

খ পরিবার তার সদস্যকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করে বলে এটিকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারের বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ। আর পরিবারে শিশুর এসব প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বলে পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বা চিরন্তন বিদ্যালয় বলা হয়।

গ বিন্দুর পরিবারটি পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তিতে একটি যৌথ পরিবার।

পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা– একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। যৌথ পরিবার হচ্ছে সেই পরিবার যেখানে বাবা-মা, ভাইবোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। মূলত যৌথ পরিবার হচ্ছে একাধিক একক পরিবারের সমষ্টি। এ পরিবারের বন্ধন মূলত রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এ পরিবারের সদস্যরা একত্রে উপার্জন, ব্যয় ও ভোগ করে।

উদ্দীপকের বিন্দুদের পরিবারের দাদা-দাদিসহ সদস্য সংখ্যা ৬ জন। যেহেতু বিন্দুদের সাথে তার দাদা-দাদিও বসবাস করে। সেই হিসেবে তাদের পরিবারটি একটি যৌথ পরিবার।

ঘ উদ্দীপকে পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ প্রকাশ পেয়েছে। আর এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কাজ পরিবারের একমাত্র কাজ নয়।

পরিবার হলো একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য পরিবারের কোনো বিকল্প প্রতিষ্ঠান আজ অবধি গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তির ক্ষুদ্র প্রয়োজন থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে পরিবার নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকের বিন্দুর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সামান্য খারাপ হয়। বিন্দুর দাদা তাকে মন খারাপ না করার পরামর্শ দেন। চেষ্টা করলে ফলাফল আরো ভালো হবে বলে আশ্বাস দেন। এরূপ কাজে পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজ ফুটে উঠে। এর বাইরেও পরিবার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জৈবিক শিক্ষামূলক বিনোদনমূলক কাজ সম্পাদন করে থাকে। পরিবার তার সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য এসব কাজের অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আদিকাল থেকেই দায়িত্ব পালন করে আসছে। জৈবিক কাজ সেসবের একটি মৌলিক কাজ। সমাজ স্বীকৃতভাবে সন্তান জন্মদান ও জৈবিক চাহিদা পূরণের কাজটি একমাত্র পরিবার করে থাকে। পারস্পরিক সহায়তায় পরিবারে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নৈতিকতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে, যা পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ হিসেবে পরিচিত। পরিবার আদি যুগ থেকেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে আসছে। এছাড়া পরিবারে শিশুর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশও ঘটে থাকে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পরিবার একটি নয় বরং একাধিক কাজের মাধ্যমে এর সদস্যদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে।

প্রশ্ন ▸ ০২

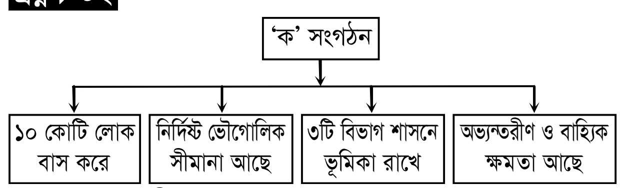

ক. নগর রাষ্ট্র কী? ১

খ. রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বিবর্তনমূলক মতবাদ সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কেন? ২

গ. ২নং ছকে 'ক' সংগঠনের কোন উপাদানটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ৪নং ছকের উপাদানটির সঠিক প্রয়োগ ছাড়া 'ক' সংগঠন পরিপূর্ণতা পায় না।– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন গ্রিসে ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রকে নগররাষ্ট্র বলে।

খ উৎপত্তির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিবর্তনমূলক মতবাদ সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মতবাদ।

ঐতিহাসিক বিবর্তনমূলক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি বরং দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। বিবর্তনমূলক মতবাদ অনুসারে যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো– সংস্কৃতির বন্ধন, রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ। এজন্য রাষ্ট্র উৎপত্তির ক্ষেত্রে বিবর্তনমূলক মতবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য। এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

গ 'ক' সংগঠনটি দ্বারা রাষ্ট্র এবং ২নং ছকে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সকল মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। আমাদের এই পৃথিবীতে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০টি রাষ্ট্র আছে। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই আছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যা। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আরও আছে সরকার ও সার্বভৌমত্ব। মূলত এগুলো ছাড়া কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। অধ্যাপক গার্নার বলেন, 'সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, সুসংগঠিত সরকারের প্রতি স্বভাবজাতভাবে আনুগত্যশীল, বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত স্বাধীন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।' এ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের চারটি উপাদান পাওয়া যায়। যথা – (১) জনসমষ্টি; (২) নির্দিষ্ট ভূভে; (৩) সরকার ও (৪) সার্বভৌমত্ব।

উদ্দীপকের 'ক' সংগঠনটি দ্বারা মূলত রাষ্ট্রকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং ছক গুলোতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ চারটি উপাদান তুলে ধরা হয়েছে। ২নং ছকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা আছে বলতে রাষ্ট্র গঠনের উপাদান ভূখণ্ডকে নির্দেশ করা হয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আবশ্যক। ভূখণ্ড বলতে একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও আকাশসীমাকে বোঝায়। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ছোট বা বড় হতে পারে। যেমন– বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

ঘ ৪নং ছকের উপাদানটি হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্বের সঠিক প্রয়োগ ছাড়া রাষ্ট্র পরিপূর্ণতা পায় না। – মন্তব্যটি যথার্থ।

রাষ্ট্র গঠনের জন্য চারটি উপাদান অপরিহার্য। এগুলো হলো– জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। অপরিহার্য এ উপাদানগুলোর মধ্যে সার্বভৌমত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান। কেননা, এ উপাদান ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্র গঠনের অন্য তিনটি উপাদান বিদ্যমান থাকলেও শুধু সার্বভৌমত্বের অভাবে সেটি রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হবে না।

উদ্দীপকে ৪নং ছকে বলা হয়েছে, এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুরক্ষার ক্ষমতা আছে। এর মাধ্যমে মূলত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের রূপ স্বাধীনভাবে প্রকাশ লাভ করে। পৃথিবীর এমন অনেক এলাকা আছে যাদের রাষ্ট্র গঠনের জন্য সবই আছে শুধু সার্বভৌমত্ব নেই। কোনো অঞ্চলের সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবেই এটি রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হবে না। কেননা, রাষ্ট্র গঠনের জন্য এটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সার্বভৌমত্বের বলেই রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপমুক্ত থাকে। এটি রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের সেই ক্ষমতা যা তাকে রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিত করে তোলে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্র বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩

ক বিভাগ	খ বিভাগ
i. শাসকের জবাবদিহিতা। ii. রাষ্ট্রের তহবিল রক্ষাকারী। iii. গুরুতর অপরাধের জন্য রাষ্ট্র প্রধানকে অপসারণ করতে পারে।	i. এর উচ্চবিভাগের দুটি শাখা আছে। ii. বিচারক হিসেবে দায়িত্বপালনে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা দরকার। iii. দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় এবং নিরপরাধীকে রেহাই দেয়।

ক. গ্রাম আদালত কী? ১

খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয় কেন? ২

গ. 'ক' বাংলাদেশ সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নাগরিকের অধিকার রক্ষায় 'খ' বিভাগটির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত।

খ প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ সম্পন্ন হয় বলে তাকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত মাঠ প্রশাসন সারাদেশে বাস্তবায়িত করে। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

গ 'ক' বাংলাদেশ সরকারের আইন বিভাগকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এটি এককক্ষবিশিষ্ট একটি আইনসভা। সংসদে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার থাকে যারা সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করেন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় এ সংসদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

উদ্দীপকের 'ক' বিভাগটি শাসকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, রাষ্ট্রের তহবিল রক্ষাকারী এবং গুরুতর অপরাধের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণ করতে পারে। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশ সরকারের আইনসভা বা আইনবিভাগের চিত্র ফুটে উঠেছে। জাতীয় সংসদ বা আইনসভা শাসনবিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সংসদীয় বিভিন্ন কমিটি ও সংসদে সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রের তহবিল বা অর্থের রক্ষাকারী। সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনো কর বা খাজনা আরোপ ও আদায় করা যায় না। তাছাড়া সংসদ প্রতিবছর জাতীয় বাজেট পাশ করে। কোনো সংসদ সদস্য অসংসদীয় আচরণ করলে স্পিকার তাকে বহিষ্কার করতে পারেন। তাছাড়া সংবিধান লঙ্ঘন করলে সংসদ স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা ও রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে বা তাদের অপসারণ করতে পারে।

ঘ নাগরিকের অধিকার রক্ষায় 'খ' বিভাগ তথা বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট। এর দুটি বিভাগ রয়েছে। যথা– আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ। সুপ্রিম কোর্টের এই দুই বিভাগের পৃথক কার্যের এখতিয়ার আছে। হাইকোর্ট বিভাগ নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের 'খ' বিভাগের দুটি শাখা আছে। বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা দরকার হয়। বিভাগটি দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় এবং নিরপরাধীকে রেহায় দেয়। এরূপ বর্ণনায় বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য ফুঠে উঠেছে। বিচার বিভাগ নাগরিকের অধিকার রক্ষায় অদ্বিতীয়। কোনো ব্যক্তি মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কোনো কাজ করলে হাইকোর্ট তা বেআইনি ঘোষণা করে থাকে। এছাড়া অধস্তন কোনো আদালতের মামলায় জটিলতা দেখা দিলে উক্ত মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তর করে মীমাংসা করতে পারে। এছাড়া হাইকোর্ট বিভাগ অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে।

আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় বিচার বিভাগ হলো নাগরিকের অধিকার রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচারবিভাগ মূলত নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। সুতরাং নাগরিকের অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▸ ০৪

ছক-‘ক’
- একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত
- আঞ্চলিক সরকার বলতে কিছু নেই
- সংগঠন সরল প্রকৃতির

ছক-‘খ’
- একাধিক সরকার
- আঞ্চলিক সরকারগুলো স্বাধীন
- জটিল প্রকৃতির শাসন

ক. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. একনায়কতন্ত্রকে আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী বলা হয় কেন? ২

গ. ছক- ‘ক’ দ্বারা কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক ‘খ’ এর সরকার ব্যবস্থায় দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।”– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং তিনি সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে।

খ একনায়কতন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবোধ ধারণ ও লালন করা হয়।

ক্ষমতার লোভ একনায়কের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব সৃষ্টি করে। হিটলার এ ধরনের মনোভাব পোষণ করে সারা পৃথিবীতে ধ্বংস ডেকে এনেছিলেন। এ ধরনের মনোভাব আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থি। এজন্য এ ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বিশ্বশান্তির বিরোধী বলা হয়।

গ ছক ‘ক’ দ্বারা এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে।

যে শাসন ব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য, প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

উদ্দীপকের ছক ‘ক’ এর সরকার ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্র থেকে পরিচালিত। আঞ্চলিক সরকার বলতে কিছু নেই, আর সংগঠন সরল প্রকৃতির। এরূপ বর্ণনায় এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থাকেই নির্দেশ করে। কেননা এই সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চল থাকলেও তাদের কোনো স্বায়ত্তশাসন নেই। ফলে সারা দেশের জন্য একই প্রশাসনিক নীতি ও আইন প্রণয়ন বাস্তবায়ন করা হয়, যা জাতীয় সংহতি ও অখন্ডতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এককেন্দ্রিক সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় কম। কারণ এতে কেবল কেন্দ্রে সরকার গঠন করা হয়। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন হয়। স্তরে স্তরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রয়োজন হয় না বলে এতে খরচ কমে। কোনো আঞ্চলিক সরকারের সাথে পরামর্শ বা আঞ্চলিক স্বার্থ বিবেচনার দরকার হয় না বলে এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো জটিলতা তৈরি হয় না।

ঘ ছক ‘খ’ এ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা এককভাবে ভোগ করতে পারে না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য নয়। আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকের ছক ‘খ’ এ একাধিক সরকার থাকে। আঞ্চলিক সরকারগুলো স্বাধীন ও সরকার ব্যবস্থা জটিল প্রকৃতির। এরূপ বর্ণনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার প্রকৃতি প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে যে দুই ধরনের রাষ্ট্র রয়েছে তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশ বা অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলো ক্ষুদ্র অঞ্চল বা প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে বলে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হয়। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। এরূপ বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি রাষ্ট্রে তাই দ্বৈত সরকার ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়।

আলোচনার শেষে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব থাকে। এ কারণে সেখানে দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ ‘ক’ ব্যক্তি একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তার দল ছাড়া ঐ দেশে আর কোনো রাজনৈতিক দল নেই। অনুসারীরা তার অযৌক্তিক সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করে। তার মতের বাইরে কেউ যেতে পারে না। অন্যদিকে ‘খ’ ব্যক্তি তার পরিষদের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। তার কাজের সাথে সকলেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে।

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় না কেন? ২

গ. ‘ক’ ব্যক্তির মাধ্যমে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার দোষ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তোমার কাছে ‘খ’ ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থাটি কি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

খ সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে এখানে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করা হয় না।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না। এতে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত। তাই সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না।

গ 'ক' ব্যক্তির মাধ্যমে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দোষ ফুটে উঠেছে।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হয় একনায়ক বা ডিকটেটর। একনায়কতান্ত্রিক শাসককে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে। কিন্তু তারা শাসকের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে। একনায়কের আদেশই আইন।

উদ্দীপকের 'ক' ব্যক্তি একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তার দল ছাড়া ঐ দেশে আর কোনো রাজনৈতিক দল নেই। অনুসারীরা তার অযৌক্তিক সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করে। তার মতের বাইরে কেউ যেতে পারে না। এরূপ বর্ণনায় একনায়কতান্ত্রিক সরকারের ত্রুটি ফুটে উঠেছে। কেননা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সারাদেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কারও কাছে জবাবদিহিও করেন না। এ শাসনব্যবস্থা একক নেতার নেতৃত্বে চলে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জগণের অংশগ্রহণেরও সুযোগ থাকে না।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' ব্যক্তির শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাটির স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই শাসনব্যবস্থাটি আমার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা।

উদ্দীপকের 'খ' ব্যক্তি তার পরিষদের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। তার কাজের সাথে সকলকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে। এরূপ বর্ণনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চিত্র প্রকাশ পায়। আমি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমর্থন করি। কেননা গণতন্ত্র বর্তমান সময়ে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। অন্য শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলো তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও উৎকর্ষতা হ্রাস করেছে। সেখানে গণতন্ত্র বর্তমান সময়ের যুগোপযোগী, দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অংশ নেবার সময় বা সুযোগ নেই। আবার, একনায়কের বা রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসনও নাগরিকদের অপছন্দের। আর এমন সময়ে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধির শাসনই নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। এতে সব জনগণেরই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। ফলে এতে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। গণতন্ত্রের একাধিক রাজনৈতিক দল ও সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে বলে নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষিত হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্বশীল, সাম্য ও সমঅধিকারের প্রতীক এবং এটি যুক্তি ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্য কোনো শাসনব্যবস্থায় এত গুণের সমন্বয় হয় না বলে গণতন্ত্র অন্য ব্যবস্থার সাথে তুলনার উর্ধ্বে। আর এ কারণে আমি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করি।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব রাজু 'যুব সমাজ' নামে একটি সমবায় সমিতির পরিচালক। তিনি সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিবছর সমিতির বার্ষিক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে গঠনতন্ত্র সংশোধন করেন। অন্যদিকে জনাব বাধন একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তার সমিতির কোন দালিলিকরূপ নেই। সদস্যরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমিতির নিয়মকানুন পরিবর্তন করেন। এভাবে জনাব বাধনের সমিতিটি একটি প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১

খ. সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব বাধন কোন ধরনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব রাজুর সমিতি পরিচালনার নীতিমালাটি উত্তম"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাগনাকার্টা হলো **১২১৫** সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক দানকৃত একটি অধিকার সনদ।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে।

সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এসব বিষয়ে সংবিধানের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল বলা হয়।

গ জনাব বাঁধন অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে।

অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবন্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে ওঠে। অলিখিত সংবিধান সমাজের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে পরিবর্তন করা যায়। তাই জরুরি প্রয়োজন মেটাতে অলিখিত সংবিধান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ সংবিধানে সাধারণত কোনো সমস্যার সমাধান প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করা হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অলিখিত সংবিধান পরিবর্তন হতে পারে বিধায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। তবে অলিখিত সংবিধানের অধিক পরিবর্তনশীলতা আবার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব বাঁধন একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন। তার সমিতির কোন দালিলিকরূপ নেই। সদস্যরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমিতির নিয়মকানুন পরিবর্তন করেন। এভাবে জনাব বাঁধনের সমিতিটি একটি প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো অলিখিত সংবিধানকে তুলে ধরে। কেননা অলিখিত সংবিধানের কোনো লিখিত দলিল থাকে না বিধায় তা সহজে পরিবর্তন করা যায়।

ঘ জনাব রাজুর সমিতি পরিচালনার নীতিমালাটি লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ধারণা করে বিধায় এটি উত্তম।

উত্তম সংবিধান এমন একটি সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি সুস্পষ্ট এবং নাগরিকের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের সংবিধান লিখিত হওয়ায়

সেখানে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। এ ধরনের সংবিধান সাধারণত সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। উত্তম সংবিধান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে বলে বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রাজু 'যুব সমাজ' নামে একটি সমবায় সমিতির পরিচালক। তিনি সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিবছর সমিতির বার্ষিক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে গঠনতন্ত্র সংশোধন করেন। এরূপ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, এটি একটি লিখিত সংবিধান যা উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। কারণ উত্তম সংবিধান হয় লিখিত ও সুস্পষ্ট। এ ধরনের সংবিধান সংশোধন করতে হলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রাজুর গঠিত 'যুব সমাজ' সংগঠনের নীতিমালাটি একটি লিখিত সংবিধান যা উত্তম সংবিধান।

প্রশ্ন ▶ ০৭

ছক-ক	ছক-খ
i. একটানা ১০ বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারে না।	i. সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান।
ii. সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর।	ii. তার নির্দেশে বাজেট প্রণয়ন।
iii. শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়।	iii. আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ক. বিচার বিভাগ কাকে বলে? ১

খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয় কেন? ২

গ. 'ছক–ক' দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ছক-খ' এর পদাধিকারী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়।"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের যে বিভাগ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে তাকে বিচার বিভাগ বলে।

খ প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ সম্পন্ন হয় বলে তাকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত মাঠ প্রশাসন সারাদেশে বাস্তবায়িত করে। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

গ ছক 'ক' দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি নামমাত্র বা আলংকারিক অর্থেই প্রধান। কেননা, দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত তিনি রাষ্ট্রের কোনো কাজ এককভাবে পরিচালনা করেন না।

উদ্দীপকের ছক-ক এর পদাধিকারী ব্যক্তি একটানা ১০ বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারেন না, সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর, শাসন সংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির পদ প্রকাশ পায়। কারণ, রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদসের ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর। তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন, কিন্তু কোনো ব্যক্তি ২ মেয়াদের বেশি অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিশংসন করা যায়। রাষ্ট্রপতি হতে হলে তাকে অবশ্যই ৩৫ বছর বয়স্ক, বাংলাদেশি নাগরিক ও সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

ঘ ছক-খ এর পদাধিকারী ব্যক্তি হলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়।– উক্তিটি যথার্থ।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত ক্ষমতাধর। তিনি একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও মন্ত্রীসভার হৃৎপিণ্ড। তাঁর আদেশ মতোই পুরো প্রশাসন পরিচালিত হয়। তিনি মন্ত্রীপরিষদের সংখ্যা নির্ধারণ, দায়িত্ববণ্টন ও তাদের কাজের তদারকি করেন।

উদ্দীপকের ছক-খ এর ব্যক্তি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান। তাঁর নির্দেশে বাজেট প্রণয়ন করা হয়, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ করে। তিনি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসন পরিচালিত হলেও আসলে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশে রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি নিয়োগ দেন। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত, পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদ নেতা। তিনি সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থের রক্ষক। জাতীয় স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন ও জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন।

আলোচনার পরিশেষে তাই এটি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ০৮ 'F' রাষ্ট্রটি 'Q' ও 'R' প্রদেশ নিয়ে গঠিত। 'F' রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ৫৫ কোটি। 'Q' প্রদেশের ৩ কোটি মানুষ একটি মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। 'R' প্রদেশের খুব কম মানুষ অন্য মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। কিন্তু 'R' প্রদেশের কম মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমটিই রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ছিল। অন্যদিকে 'F' রাষ্ট্রে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি জাতীয় নির্বাচন হয়। নির্বাচনে 'Q' প্রদেশের একটি জনপ্রিয় দল জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারে না।

ক. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ১

খ. কেন ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের শেষ অংশে তোমার পাঠ্যবই এর কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রথম ঘটনা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো অনুপ্রেরণা যোগায় কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জাতিগত তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন। তার এ তত্ত্বই হলো দ্বিজাতি তত্ত্ব।

খ ছয় দফা দাবিতে বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের ও মুক্তির দাবি সন্নিবেশিত ছিল বলে একে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। কার্যত এ ৬ দফাতে পাকিস্তানি ধাঁচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালি জাতির মুক্তি বা স্বাধীনতা কেন্দ্রীভূত ছিল। আর তাই এ ৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের শেষ অংশে আমার পাঠ্যবইয়ের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের মিল আছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্ক এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

উদ্দীপকের শেষ অংশের 'F' রাষ্ট্রে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি জাতীয় নির্বাচন হয়। নির্বাচনে 'Q' প্রদেশের একটি জনপ্রিয় দল জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারে না। এরূপ বক্তব্যে ১৯৭০ সালের পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচনের মিল পাওয়া যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার ওপর বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ বৈষম্য শুরু হয়েছিল প্রথমত ভাষার দিক থেকে। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এ কারণে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, পরবর্তীতে ৬৬-এর ছয় দফা এবং এ অবস্থার নিস্তার না হলে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল। ফলে ভীত পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার উপায়ন্তর না দেখে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করতে থাকে এবং নির্বাচনের রায় বানচাল করার ষড়যন্ত্র করে।

ঘ উদ্দীপকের প্রথম ঘটনাটি বাঙালির ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করছে। ভাষা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে এক রক্তাক্ত, গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য সূচিত হলেও এর মূল চেতনাটি ছিল আত্মমর্যাদাবোধ ও আপন অধিকার দ্বারা সন্নিবেশিত। ভাষা আন্দোলনের সেই শপথ যুগে যুগে বাঙালিদের আলোকবর্তিকার মতো পথ দেখায়। এ আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেরিয়ে বাঙালি ভাষার ভিত্তিতে এক জাতিসত্তার পরিচয়ে পরিচিত হয়।

উদ্দীপকের প্রথমে বলা হয়েছে, 'F' রাষ্ট্রটি 'Q' ও 'R' প্রদেশ নিয়ে গঠিত। 'F' রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ৫৫ কোটি। 'Q' প্রদেশের ৩ কোটি মানুষ একটি মাধ্যমে মনেরভাব প্রকাশ করত। 'R' প্রদেশের খুব কম মানুষ অন্য মাধ্যমে মনেরভাব প্রকাশ করত। কিন্তু 'R' প্রদেশের কম মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমটিই রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ছিল। এরূপ বর্ণনা মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে অধিকার সম্পর্কে বাঙালি জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালি এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস ও আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পায়। ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এ আন্দোলন এদেশের মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া পাকিস্তানি শাসনপূর্বে এটি ছিল বাঙালিদের জাতীয় মুক্তির প্রথম আন্দোলন। তাছাড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভাষা আন্দোলন সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। পাকিস্তানের প্রতি আগে যে মোহ ছিল তা দ্রুত কেটে যেতে থাকে। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং গুরুত্ব পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি হিসেবে নিজের আত্মপরিচয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ভাষাকেন্দ্রিক এই ঐক্যই জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ জনাব 'G' পড়াশুনার জন্য ব্রিটেনে গমন করেন। পড়াশুনা শেষ করে সেখানেই একটি চাকুরী করেন। সরকারের নিকট আবেদন করে তিনি সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। অপরদিকে বাংলাদেশি 'L' দম্পতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে যান। সেখানে অবস্থানকালে তাদের 'M' নামে একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে।

ক. তথ্য অধিকার কী? ১

খ. নাগরিক এবং নাগরিকতা একই অর্থে ব্যবহার করা যায় না কেন? ২

গ. জনাব 'G' এর নাগরিকত্বের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব 'M' ১৮ বছর বয়সে দুটি দেশের মধ্যে একটি দেশের নাগরিকত্ব বেছে নিতে পারবেন।"– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য অধিকার হলো কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

খ নাগরিক ও নাগরিকতার উৎস রাষ্ট্রের জনগণ হলেও নাগরিক এবং নাগরিকতার অর্থ এক নয়। এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

নাগরিক ও নাগরিকতাকে কেউ কেউ একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়। নাগরিক হলো ব্যক্তির পরিচয়। যেমন– আমাদের পরিচয় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আর রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকে তাকে নাগরিকতা বলে। সুতরাং বলা যায়, নাগরিক ও নাগরিকতার অর্থ ভিন্ন।

গ জনাব 'G' অনুমোদনসূত্রে ব্রিটেনের নাগরিকতা লাভ করেছে।

কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো– ১. সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, ২. সরকারি চাকরি করা, ৩. সততার পরিচয় দেওয়া, ৪. সে দেশের ভাষা জানা, ৫. সম্পত্তি ক্রয় করা, ৬. দীর্ঘদিন বসবাস করা ও

৭. সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে। কোনো ব্যক্তি যদি এর মধ্যে এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে, তবে সে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারে। আবেদন ওই রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে সে অনুমোদনসূত্রে দেশটির নাগরিক হবে।

উদ্দীপকের জনাব 'G' পড়াশুনার জন্য ব্রিটেনে গমন করেন। পড়াশুনা শেষ করে সেখানেই একটি চাকুরী করেন। সরকারের নিকট আবেদন করে তিনি সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। অর্থাৎ জনাব 'G' অনুমোদনসূত্রে ব্রিটেনের নাগরিকতা লাভ করেছে। এক্ষেত্রে সে ঐদেশে চাকরি করা শর্ত পূরণ করে আবেদনের প্রেক্ষিতে নাগরিকত্ব পেয়েছে।

ঘ জনাব 'M' ১৮ বছর বয়সে দুটি দেশের মধ্যে একটি দেশের নাগরিকত্ব বেছে নিতে পারবেন।– মন্তব্যটি যথার্থ।

নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা– জন্মসূত্রে ও অনুমোদনসূত্রে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণই ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের জন্য সারাবিশ্বে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যথা : ১. জন্মনীতি ও ২. জন্মস্থান নীতি। জন্মনীতি অনুসারে শিশু যে দেশে বা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পিতামাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। যেমন বাংলাদেশের কোনো এক দম্পতি যুক্তরাজ্যে গিয়ে একটি সন্তান জন্ম দিল। এ নীতি অনুসারে ঐ সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করবে। কারণ তার পিতা-মাতা বাংলাদেশের নাগরিক। অন্যদিকে জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতা যে দেশেরই হোক না কেন সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে ঐ রাষ্ট্রেরই নাগরিকতা লাভ করবে। আমেরিকা, কানাডাসহ অল্প কয়েকটি দেশে জন্মস্থান নীতির মাধ্যমে নাগরিকতা নির্ধারণ করে। অন্যদিকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ নাগরিকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জন্মনীতি অনুসরণ করে থাকে।

উদ্দীপকের বাংলাদেশি 'L' দম্পতির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে যান। সেখানে অবস্থান কালে তাদের 'M' নামক একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। এরূপ ক্ষেত্রে 'M' বাংলাদেশ ও আমেরিকা উভয় দেশের নাগরিক। কারণ, জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থাননীতি উভয়নীতি অনুসরণ করে। কাজেই বাংলাদেশের বাবা-মায়ের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান জন্মস্থাননীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে 'M' এর করণীয় হলো সে পূর্ণ বয়োপ্রাপ্ত হলে অর্থাৎ ১৮ বছর পূর্ণ হলে যেকোনো একটি দেশের নাগরিকত্ব বেছে নেবে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১০

সংস্থা	সদর দপ্তর	প্রতিষ্ঠাকাল	সদস্য সংখ্যা
C	বৃটেন	১৯৪৯	৫৩
O	জেদ্দা	১৯৬৯	৫৭

ক. বাংলাদেশি শান্তি রক্ষাকারীদের কী বলে অভিহিত করা হয়? ১

খ. জাতিসংঘ কেন অছি পরিষদ গঠন করে? ২

গ. উদ্দীপকের 'O' সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের 'C' সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ"– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশি শান্তিরক্ষা বাহিনীদের The cream of UN Peacekeepers বলে অভিহিত করা হয়।

খ অছি এলাকার তত্ত্বধানের জন্য জাতিসংঘ অছি পরিষদ গঠন করে।

বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এর কোনে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অছি এলাকার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

গ উদ্দীপকের 'O' সংস্থাটি হলো ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা বা OIC।

বিশ্বের মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হলো ওআইসি। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওআইসির প্রধান লক্ষ্য।

উদ্দীপকের 'O' সংস্থাটির সদরদপ্তর জেদ্দা, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৯ সাল এবং সদস্য সংস্থা ৫৭। এ থেকে বোঝা যায় সংস্থাটি হলো ওআইসি। ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ সংস্থার অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো– ১. ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা; ২. সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ৩. বর্ণবৈষম্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিলোপ করা, ৪. ইসলামি পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা, ৫. মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা এবং মুসলিম জাতির সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য সাহায্য করা, ৬. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সমর্থন করা। ৭. সংস্থাভুক্ত সকল দেশ ও অন্যান্য দেশের সাথে সৌহার্দ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, ৮. দেশসমূহের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো এবং ৯. কোনো সংঘর্ষ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপস প্রভৃতির মাধ্যমে এর শান্তিপূর্ণ সমাধান।

ঘ উদ্দীপকের 'C' সংস্থা দ্বারা কমনওয়েলথকে নির্দেশ করা হয়েছে। কমনওয়েলথ-এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৬। কমনওয়েলথ স্বাধীন উপনিবেশগুলোর সাথে ব্রিটেনের সম্পর্ক ধরে রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে কাজ করা।

উদ্দীপকের 'C' সংস্থাটির সদর দপ্তর বৃটেনে অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠাকালে ১৯৪৯ সাল এবং এর সদস্য ৫৩। এসব তথ্যগুলো কমনওয়েলথকে উপস্থাপন করে। কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের

সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই কমনওয়েলথের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। কমনওয়েলথের মূল উদ্যোক্তা যুক্তরাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল। সেখানে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল। কমনওয়েলথ ও এর অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

অতএব, উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, 'B' আন্তর্জাতিক সংস্থা তথা কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

[**বি.দ্র. :** কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য ৫৬। তথ্য সূত্র : উইকিপিডিয়া]

প্রশ্ন ▸ ১১ জনাব 'X' প্রতিবেশী দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত একটি সংস্থায় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। সংস্থাটি কয়েকটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। সংগঠনটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য কাজ করে। এটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পাঁচটি স্তর আছে। অপরদিকে জনাব 'Y' বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি শাখায় কর্মরত। তিনি আফ্রিকার একটি দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত। তিনি সেখানকার বিদ্যমান বিরোধ মীমাংসায় সফল হন।

ক. আন্তর্জাতিক আদালত কী? ১
খ. ওআইসি গঠিত হয় কেন? ২
গ. জনাব 'X' কোন সংস্থায় কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'Y' এর কর্মরত সংস্থায় বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক আদালত হলো জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা, যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে।

খ বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হচ্ছে ওআইসি।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রেখে শত্রুর কবল থেকে ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওআইসির প্রাথমিক লক্ষ্য। এছাড়া ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জোরদার করা, রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি, বর্ণ বৈষম্যবাদ বিলোপ, ইসলামি পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা, মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে OIC প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ জনাব 'X' দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক-এ কাজ করছেন।

পাশাপাশি ৮টি রাষ্ট্র মিলে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Co-operation) বা SAARC গঠিত হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি এ দেশগুলোর দীর্ঘদিনের সমস্যা। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা দূরীকরণ ও পারস্পরিক উন্নয়ন সাধনই এ সংস্থার উদ্দেশ্য। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঐ বছরই ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্কের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান সার্কের সদস্য রাষ্ট্র। সার্ক তার ৫টি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে।

উদ্দীপকের জনাব 'X' প্রতিবেশী দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত একটি সংস্থায় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। সংস্থাটি কয়েকটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। সংগঠনটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য কাজ করে। এটির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পাঁচটি স্তর আছে। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে সার্কের চিত্র পাওয়া যায়। সে হিসেবে জনাব 'X' সার্কে কর্মরত।

ঘ জনাব 'Y' জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষনীয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান খুবই গৌরবের। এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কমান্ডার হিসেবে ও ঊর্ধ্বতন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের ভূমিকার আরেকটি স্বীকৃতি, যা দেশের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবিসি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের "The cream of UN Peacekeepers" বলে আখ্যায়িত করেছে।

উদ্দীপকের জনাব 'Y' বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি শাখায় কর্মরত। তিনি আফ্রিকার একটি দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত। তিনি সেখানকার বিদ্যমান বিরোধ মীমাংসায় সফল হন। অর্থাৎ জনাব 'Y' জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত। আর বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অন্যতম সদস্য দেশ। শুরু থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কর্মকাণ্ডে সমর্থন জানাচ্ছে ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। সর্বপ্রথম ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ নামিবিয়া (UNITAG) এবং ইরাক-ইরানে (UNIIMOG) দুটি শান্তিরক্ষার অপারেশনে অংশগ্রহণের জন্য সেনাসদস্য প্রেরণ করে। তখন থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ৪০টি দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষাকারী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সেনাসদস্য প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে এ পর্যন্ত প্রায় ১.৪৬ লক্ষ সেনাসদস্য পাঠিয়েছে। ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৭১০ জন নারী পুলিশ মিশন শেষ করে দেশে ফিরেছেন।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 140

সময় : ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান– ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পরিবার কোনটি?**
ক) মাতৃতান্ত্রিক খ) যৌথ গ) বর্ধিত ঘ) বহুপত্নীক

২. **ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোন মতবাদটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?**
ক) বিবর্তনমূলক খ) সামাজিক চুক্তি গ) ঐশী ঘ) শক্তি প্রয়োগ

৩. **নাগরিকতা স্থানীয় বিষয় কোনটি?**
ক) সিটি কর্পোরেশন খ) জাতীয় সংসদ গ) সার্ক ঘ) জাতিসংঘ

৪. **জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে কয়টি নীতি অনুসরণ করা হয়?**
ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মি. রাজিবের বয়স ২৮ বছর। সম্প্রতি তিনি আঠারোর্ধ এক নারীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার পাশের ফ্ল্যাটেই বসবাস করেন বয়স্ক এক দম্পতি। তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে মি. রাজিব এবং তার স্ত্রী তাদের সেবা শুশ্রুষা করতে থাকেন।

৫. **মি. রাজিব কোন ধরনের নাগরিক অধিকার ভোগ করেন?**
ক) নৈতিক খ) সামাজিক গ) রাজনৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক

৬. **বয়স্ক দম্পতির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নাগরিক অধিকার–**
i. লঙ্ঘিত হলে শাস্তির ব্যবস্থা নেই
ii. সুষ্ঠু সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে
iii. রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭. **তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকদের কোন তথ্যটি জানার অধিকার রয়েছে?**
ক) কারো ব্যক্তিগত জীবনের খ) দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত
গ) ত্রাণবিতরণ সংক্রান্ত ঘ) বিচারাধীন কোনো বিষয় সংক্রান্ত

৮. **সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ক) ভোক্তার স্বাধীনতা খ) অবাধ প্রতিযোগিতা
গ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুপস্থিতি ঘ) সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা

৯. **নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনটি?**
ক) পুঁজিবাদী খ) রাজতান্ত্রিক
গ) একনায়কতান্ত্রিক ঘ) গণতান্ত্রিক

১০. **ক্ষমতা বণ্টননীতি অনুসরণ করা হয় কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায়?**
ক) এককেন্দ্রিক খ) নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র
গ) একনায়কতান্ত্রিক ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয়

১১. **আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারের কয়টি রূপ রয়েছে?**
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

১২. **"সংবিধান হলো এমন এক জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে।" উক্তিটি কার?**
ক) ই. এম. হোয়াইট খ) অ্যারিস্টটল
গ) গার্নার ঘ) জন লক

১৩. **একটি দেশের আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৪৫০ জন। উক্ত রাষ্ট্রের সংবিধানটি সুপরিবর্তনীয় প্রকৃতির। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনে কমপক্ষে কতজন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে?**
ক) ২০০ খ) ২২৫ গ) ২২৬ ঘ) ৩০০

১৪. **সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয় কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?**
ক) অষ্টম খ) একাদশ গ) দ্বাদশ ঘ) ত্রয়োদশ

১৫. **পঞ্চদশ সংশোধনীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় কোনটি?**
ক) উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা
খ) সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি
গ) সংসদে ৩০টি সংরক্ষিত আসন সৃষ্টি
ঘ) বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি

১৬. **বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হলেন–**
i. শাসন বিভাগের প্রধান
ii. রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক
iii. রাষ্ট্রের সকল সম্মানের উৎস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলাদেশ সরকারের কোনো এক মেয়াদে মন্ত্রিপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন। জনাব 'ক' ছিলেন তাদের নেতা।

১৭. **উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্ত্রিপরিষদে সংসদ সদস্য নন এমন কতজনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা যেত?**
ক) ২ খ) ৪ গ) ৮ ঘ) ১০

১৮. **উদ্দীপকের 'ক' ব্যক্তি হলেন বাংলাদেশের–**
i. রাষ্ট্রের প্রধান
ii. সংসদ নেতা
iii. সরকার প্রধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. **সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোতে চতুর্থ ধাপের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কে?**
ক) সিনিয়র সহকারী সচিব খ) যুগ্ম সচিব
গ) অতিরিক্ত সচিব ঘ) উপসচিব

২০. **জনাব 'প' জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন–**
i. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে
ii. সংরক্ষিত নারী সদস্য নির্বাচনে
iii. স্পিকার নির্বাচনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. **ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে কয়টি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়?**
ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

২২. **৬ দফা কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে সরাসরি কয়টি দাবি উত্থাপিত হয়?**
ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

২৩. **১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কয়টি সাধারণ আসন লাভ করে?**
ক) ৮৩ খ) ১৩১ গ) ১৬০ ঘ) ১৬৭

২৪. **পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য জনাব জহুর আলী ছুটিতে গ্রামের বাড়ি কুমিল্লায় অবস্থান করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন?**
ক) নিয়মিত খ) অনিয়মিত গ) আঞ্চলিক ঘ) গেরিলা

২৫. **সার্কের সচিবালয় কোথায় অবস্থিত?**
ক) কাঠমান্ডু খ) ঢাকা গ) নয়াদিল্লি ঘ) ইসলামাবাদ

☐ **নিচের সারণিটি দেখ এবং ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

সংস্থা	সদস্য সংখ্যা
P	৫৪
Q	১৫

২৬. **'P' দ্বারা জাতিসংঘের কোন সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে?**
ক) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ খ) সাধারণ পরিষদ
গ) নিরাপত্তা পরিষদ ঘ) আন্তর্জাতিক আদালত

২৭. **বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করে বাংলাদেশ–**
i. যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে
ii. অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে
iii. কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিধা পাচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৮. **১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্তেহার ছিল কোনটি?**
ক) ২১ দফা খ) ১১ দফা গ) ৮ দফা ঘ) ৬ দফা

২৯. **ভারতের সাথে ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোনটি ঘটেছে?**
ক) ভূখণ্ডের আয়তন কমেছে খ) ছিটমহলবাসীর কষ্ট বেড়েছে
গ) সার্বভৌমত্ব হুমকিতে পড়েছে ঘ) ভূখণ্ডের আয়তন বেড়েছে

৩০. **বর্তমানে ওআইসির সদস্য সংখ্যা কত?**
ক) ৮ খ) ১৫ গ) ৫৩ ঘ) ৫৭

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। এনামুল দম্পতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের সন্তান ইফতি ও ইভা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। ব্যস্ততার মাঝেও নিজ সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি তারা খুবই দায়িত্বশীল ও যত্নবান। সন্তানদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের সার্বিক যত্ন নিজেরাই করেন। ইফতি ও ইভা ভালো ছাত্রী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। সন্তানদের আচরণে এনামুল দম্পতি সন্তুষ্ট।

ক. ম্যাকাইভার প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেমন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে এনামুল দম্পতি পরিবারের কোন কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সন্তানদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এনামুল দম্পতির ভূমিকা কি যথেষ্ট? যুক্তি দাও। ৪

২। মুন্নি বেগম বিশেষ প্রয়োজনে কাবিননামার কপি আনার জন্য কাজী অফিসে যান। কাজী সাহেব তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেন। অবশেষে তিনি তথ্য পেতে সক্ষম হন।

ক. অধিকার কাকে বলে? ১
খ. নৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মুন্নি বেগম কোন আইনের সহায়তায় তার তথ্য পেলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুশাসনের ক্ষেত্রে মুন্নি বেগমের সফলতা আশাব্যঞ্জক— মূল্যায়ন কর। ৪

৩। 'X' রাষ্ট্রের অধিবাসী সবাই মিলে সেই দেশের সরকার নির্বাচন করে। এই কাজটি তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উৎসবের মতো পালন করে। তাদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

'Y' রাষ্ট্র অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে গঠিত। সকল অঞ্চলের উন্নতির অর্থ 'Y' রাষ্ট্রের উন্নতি। প্রত্যেক অঞ্চলের পৃথক সরকার থাকলেও আবার সকলে মিলে একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী।

ক. একনায়কতন্ত্র কাকে বলে? ১
খ. একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তির বিরোধী— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'X' রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর 'X' রাষ্ট্রের তুলনায় 'Y' রাষ্ট্র দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ফাহাদের গবেষণার বিষয় ছিলো বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও এর প্রণয়ন পদ্ধতি। সে গবেষণা চালানোর সময় জানতে পারে, 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত হয়। সংবিধানটি সহজে পরিবর্তন ও সংশোধন করা যায় না।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১
খ. সংবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানকে কি উত্তম সংবিধান বলা যায়? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। 'ক' সংস্থার সভাপতি সংস্থাটির প্রশাসনিক প্রধান। সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে তিনি সংস্থা পরিচালনা করেন। তার নামে সংস্থা পরিচালিত হলেও তিনি আনুষ্ঠানিক প্রধান। সাধারণ সম্পাদক সংস্থাটির নির্বাহী প্রধান। তিনি সদস্যদের মাঝে কাজ বণ্টন করে দেন এবং তাদের কাজের তদারকি করেন। তিনিই সংস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি পদত্যাগ করলে সংস্থাটি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

ক. বাংলাদেশে কোন পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? ১
খ. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' সংস্থার সভাপতির সাথে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার কার কাজের মিল খুজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। হামিদ সাহেব 'সন্তোশপুর' গ্রামের একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি বিভিন্ন সময়ে সমাজের নিপীড়িত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। একসময় জনগণের দুঃখ লাঘবের আশায় তিনি বিভিন্ন দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব বার্ষিক কাউন্সিলর অধিবেশনে পেশ করেন।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১
খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. হামিদ সাহেবের দাবিটি ঐতিহাসিক কোন প্রস্তাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, "ঐ প্রস্তাবেই ৭১-এর স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। মি. আজিজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। ২০১৫ সালে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে গোলযোগপূর্ণ সুদানে শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে মি. জহির বেসামরিক নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থাটি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে কাজ করেছে।

ক. কমনওয়েলথ প্রধান কে? ১
খ. অছি এলাকা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. আজিজ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কর্মরত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. জহির যে আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব তার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। সামিদ নবম শ্রেণির মানবিক শাখার একজন ছাত্র। তার একটি পাঠ্যপুস্তকে মানুষের আচার-আচরণ, দায়িত্ব-কর্তব্য, অধিকার, রাষ্ট্র ও সংবিধান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে তার মধ্যে নাগরিক সচেতনতাবোধ জেগে উঠে। সে আরো উপলব্ধি করে যে, বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার সমাধান বিষয়টির মধ্যে নিহিত।

ক. সার্বভৌমত্ব কাকে বলে? ১
খ. খুলনা রাষ্ট্র নয়। – ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে পাঠ্যপুস্তকের কথা বলা হয়েছে, তার উৎপত্তিগত দিক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি নাগরিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক"— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৯। জনাব তানিম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি তার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রুমনকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তান জেলির জন্ম হয়। পরবর্তীতে জনাব তানিম তার স্ত্রী কন্যা জেলি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে। কিন্তু রুমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে পারেনি। বর্তমানে পরিবারটি বাংলাদেশে বসবাস করে।

ক. কানাডায় কোন নীতির ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জিত হয়? ১
খ. বুদ্ধিমান নাগরিককে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব তানিম, তার স্ত্রী ও জেলি কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করল? ৩
ঘ. উদ্দীপকের রুমন ও জেলির নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ কর। ৪

১০।

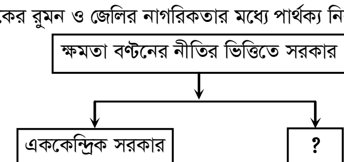

ক. কোন সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য নন? ১
খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কেন? ২
গ. ছকের '?' চিহ্নিত স্থানটি কোন ধরনের সরকারকে নির্দেশ করে? উক্ত সরকারের গুণাবলিসমূহ আলোচনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সরকারের ত্রুটিসমূহ আলোচনা কর। ৪

১১। জনাব নাসির মিয়া একজন শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি। তিনি গণতন্ত্র ও মানুষের মনোবলের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তিনি এক সমাবেশে বলেন, মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা ও আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আমরা বাঙালি জাতি এক সময় দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। আর সেই আন্দোলনে ভীত হয়েই তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেছিল।

ক. বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কোথায়? ১
খ. অসহযোগ আন্দোলন কেন শুরু হয়? ২
গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর এই ধরনের একটি আন্দোলন তৎকালীন পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	K	৩	K	৪	L	৫	L	৬	K	৭	M	৮	M	৯	N	১০	N	১১	K	১২	L	১৩	N	১৪	M	১৫	L
	১৬	L	১৭	L	১৮	M	১৯	L	২০	N	২১	L	২২	M	২৩	M	২৪	K	২৫	K	২৬	K	২৭	M	২৮	N	২৯	N	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ এনামুল দম্পতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের সন্তান ইফতি ও ইভা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। ব্যস্ততার মাঝেও নিজ সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি তারা খুবই দায়িত্বশীল ও যত্নবান। সন্তানদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের সার্বিক যত্ন নিজেরাই করেন। ইফতি ও ইভা ভালো ছাত্রী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। সন্তানদের আচরণে এনামূল দম্পতি সন্তুষ্ট।

ক. ম্যাকাইভার প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেমন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে এনামুল দম্পতি পরিবারের কোন কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সন্তানদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এনামূল দম্পতির ভূমিকা কি যথেষ্ট? যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাকাইভার প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা হলো, 'সন্তান জন্মদান ও লালনপালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে'।

খ সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। আর সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবনদান করে। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে বলে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গড়ে তোলে। বস্তুত মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজে বসবাস করে এবং সামাজিক পরিবেশেই সে নিজেকে বিকশিত করে। এসব কারণেই বলা যায়, সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

গ এনামুল দম্পতি পরিবারের শিক্ষামূলক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন।

পরিবার মানবসমাজের আদি প্রতিষ্ঠান। জন্মের পর থেকে মানবশিশু পরিবারেই বেড়ে ওঠে। তাই পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে থাকে। এসব কাজগুলোর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিক্ষামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ।

উদ্দীপকের এনামুল দম্পতি শত ব্যস্ততার মাঝেও নিজ সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি যত্নবান ও দায়িত্বশীল। সন্তানদের শারীরিক বর্ধন ও মানসিক বিকাশের সার্বিক দায়িত্বও তারা পালন করেন। তাদের এরূপ কাজের মাধ্যমে পরিবারের শিক্ষামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজের চিত্র পাওয়া যায়। কোনো শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত লাভ করে। এছাড়া পরিবার তার সদস্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা, মানবিক গুণাবলির বিকাশ ইত্যাদি শিক্ষামূলক কাজ করে থাকে। অন্যদিকে পরিবার মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। নিজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করে প্রশান্তি লাভ করে। এ সবই পরিবারের মনস্তাত্ত্বিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি উদ্দীপকের এনামুল দম্পতির মধ্যে লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবারের শিক্ষামূলক ও মানস্তাত্ত্বিক কাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ সন্তানদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এনামুল দম্পতির ভূমিকা যথেষ্ট।

পরিবার মানবসমাজের ক্ষুদ্র ও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। মানুষ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরিবারেই অবস্থান করে। তাই পরিবার তার সদস্যদের জন্য নানারকম কাজ সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের এনামুল দম্পত্তি তাদের সন্তানদের শিক্ষামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ সম্পাদন করেছে। মূলত এ দুটি কাজ আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশ পেলেও পরিবারটি তাদের সন্তানদের বেড়ে ওঠার জন্য সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সার্বিক যত্ন নিজেরাই করেন। এর মধ্যদিয়ে এনামুল দম্পতি তাদের অর্থনৈতিকভাবে যেমন সহযোগিতা করেছে তেমনি স্নেহ, ভালোবাসা, মমতা আর বিনোদনের ব্যবস্থাও করেছে। একটি পরিবার তার সদস্যদের জন্য জৈবিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, বিনোদনমূলক ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে থাকে। যার অধিকাংশ এনামুল দম্পতি তাদের সন্তানদের জন্য পালন করেছে আর এগুলো তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, পরিবার হলো আদর্শ মানুষ গড়ার সূতিকাগার। পরিবার সদস্যদের প্রতি যত বেশি ভূমিকা পালন করে সেইভাবে তাদের জীবন সুশোভিত হয়। সুতরাং সন্তানদের বেড়ে ওঠার জন্য এনামুল দম্পতি যেসব ভূমিকা পালন করেছে তা যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ০২ মুন্নি বেগম বিশেষ প্রয়োজনে কাবিননামার কপি আনার জন্য কাজী অফিসে যান। কাজী সাহেব তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেন। অবশেষে তিনি তথ্য পেতে সক্ষম হন।

ক. অধিকার কাকে বলে? ১

খ. নৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মুন্নি বেগম কোন আইনের সহায়তায় তার তথ্য পেলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুশাসনের ক্ষেত্রে মুন্নি বেগমের সফলতা আশাব্যঞ্জক– মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

খ নৈতিক অধিকার মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে।

নৈতিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না। তাছাড়া এ অধিকার ভঙ্গাকারীকে কোনো শাস্তি দেওয়ারও বিধান নেই। আর এ কারণেই নৈতিক অধিকারের আইনগত ভিত্তি নেই। দুর্বলের সাহায্য লাভের অধিকার একটি নৈতিক অধিকার।

গ উদ্দীপকে মুন্নি বেগম তথ্য অধিকার আইনের সহায়তায় তার কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেলেন।

তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। এ আইন অনুসারে তথ্য জানার জন্য লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে আবেদন করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রদান না করলে তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে অনুরোধকারী আপিল করতে পারবেন। আবেদনকারী আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আইন মোতাবেক সুবিচার না পেলে তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ পাঠাতে পারবেন। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের কাজ হচ্ছে মূলত অভিযোগ গ্রহণ করা ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুন্নি বেগম তার বিয়ের কাবিননামার কপি ও বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য কাজী অফিসে যান। কিন্তু কাজী সাহেব তাকে সহযোগিতা না করে বরং হয়রানি করেন। মুন্নি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সক্ষম হন। এটি সম্ভব হয় তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ফলে।

ঘ সুশাসনের ক্ষেত্রে মুন্নি বেগমের কাঙ্ক্ষিত তথ্য প্রাপ্তি আশাব্যঞ্জক– উক্তিটি যথার্থ।

সুশাসন বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আছে। ন্যায় বিচার ও ন্যায় পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্পদ ও সেবা বিতরণের ফলে দরিদ্রতম ও দরিদ্র নাগরিকেরা মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করার সুযোগ লাভ করেছে। এককথায় সুশাসন হচ্ছে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিতামূলক এবং কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা। জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা ও সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সুশাসনের অন্যতম লক্ষ্য।

উদ্দীপকে দেখা যায় মুন্নি বেগম কাবিননামার কপি ও বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য কাজী অফিসে যান। কাজী সাহেব তাকে সহযোগিতা না করে বরং বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করে প্রয়োজনীয় তথ্য পেলেন। মুন্নি বেগমের কাঙ্ক্ষিত তথ্যপ্রাপ্তির এ ঘটনাটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক, যা একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখবে। কেননা মৌলিক অধিকার ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করে। এছাড়া মৌলিক অধিকার ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যও অপরিহার্য। নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হলে তা সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়। তাই বলা যায়, সুশাসনের ক্ষেত্রে মুন্নি বেগমের সফলতা আশাব্যঞ্জক।

প্রশ্ন ▸ ০৩ 'X' রাষ্ট্রের অধিবাসী সবাই মিলে সেই দেশের সরকার নির্বাচন করে। এই কাজটি তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উৎসবের মতো পালন করে। তাদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

'Y' রাষ্ট্র অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে গঠিত। সকল অঞ্চলের উন্নতির অর্থ 'Y' রাষ্ট্রের উন্নতি। প্রত্যেক অঞ্চলের পৃথক সরকার থাকলেও আবার সকলে মিলে একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী।

ক. একনায়কতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তির বিরোধী– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'X' রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'X' রাষ্ট্রের তুলনায় 'Y' রাষ্ট্র দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন জনগণের হাতে না থেকে এক স্বেচ্ছাচারী শাসক বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং দলের নেতাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তাকে একনায়কতন্ত্র বলে।

খ একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। তাই এটি বিশ্বশান্তির বিরোধী।

একনায়কতন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবোধ ধারণ ও লালন করা হয়। ক্ষমতার লোভ একনায়কের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব সৃষ্টি করে। হিটলার এ ধরনের মনোভাব পোষণ করে সারা পৃথিবীতে ধ্বংস ডেকে এনেছিলেন। এ ধরনের মনোভাব আন্তর্জাতিক শক্তির পরিপন্থি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বলা হয় একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তি বিরোধী।

গ 'X' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকারব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে 'X' রাষ্ট্রের অধিবাসী সবাই মিলে সেই দেশের সরকার নির্বাচন করে। এই কাজটি তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উৎসবের মতো পালন করে। তাদের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই সরকারের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে। এরূপ বর্ণনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা তারা উৎসবের মতো করে সরাসরি সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। জনগণ ও সরকারের মাঝে কোনো মধ্যবর্তী সংস্থার অস্তিত্ব থাকে না। তাই বলা যায় 'X' রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার বা শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ হ্যা, আমি মনে করি 'X' রাষ্ট্রের তুলনায় তথা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের তুলনায় 'Y' রাষ্ট্র তথা যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে পারে।

যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র ও প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে, তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশ বা অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে বা যুক্ত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে বলে এ ধরনের রাষ্ট্র খুবই শক্তিশালী হয়।

উদ্দীপকে 'Y' রাষ্ট্র অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে গঠিত। সকল অঞ্চলের উন্নতির অর্থ 'Y' রাষ্ট্রের উন্নতি। প্রত্যেক অঞ্চলের পৃথক সরকার থাকলেও আবার সকলে মিলে একটি রাষ্ট্রের অধিবাসী। 'Y' রাষ্ট্রের ধরন পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় রাষ্ট্রটি যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার সম্পদ আহরণ করে একটি বৃহৎ অর্থনীতি গঠনপূর্বক রাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে ধাবিত করতে পারে। যে কারণে বিশ্বের সকল যুক্তরাষ্ট্রই কমবেশি উন্নত। যেটি একটি গণতান্ত্রিক তথা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব হয় না।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার একাধিক ভূখণ্ড এবং বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত থাকে। এ কারণে এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণও বেশি পাওয়া যায়, যা একীভূত করে রাষ্ট্রের সামাজিক অর্থনীতিকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং এতে দেশটি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে। অতএব বলা যায়, প্রশ্নোল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ০৪ স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ফাহাদের গবেষণার বিষয় ছিলো বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও এর প্রণয়ন পদ্ধতি। সে গবেষণা চালানোর সময় জানতে পারে, 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত হয়। সংবিধানটি সহজে পরিবর্তন ও সংশোধন করা যায় না।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১

খ. সংবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানকে কি উত্তম সংবিধান বলা যায়? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাগনাকার্টা হলো ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক দানকৃত একটি অধিকার সনদ।

খ সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান প্রয়োজন।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। সংবিধান ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। সংবিধান নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করে। রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের গঠন ও ক্ষমতা কী হবে, জনগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত কী কী অধিকার ভোগ করবে এবং জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে– এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই দেশ পরিচালিত হয়।

গ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানটি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিচ্ছবি।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান তৈরি করে এবং তা গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে বিভিন্ন সদস্যের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রদানের পর অবশেষে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান গৃহীত ও কার্যকর হয়।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত হয়। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টত ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ সংবিধানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি একটি লিখিত সংবিধান। এটি লিখিত বলে জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। এর ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এটি ১১টি ভাগে বিভক্ত। এর একটি প্রস্তাবনাসহ সাতটি তফসিল রয়েছে। আবার, বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। এক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। কারণ এর কোনো নিয়ম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

ঘ হ্যাঁ, 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলা যায়।

উত্তম সংবিধান এমন একটি সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি সুস্পষ্ট এবং নাগরিকের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ সংবিধানে জনমতের প্রতফলন ঘটে। এ ধরনের সংবিধান লিখিত হওয়ায় সেখানে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। এ ধরনের সংবিধান সাধারণত সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। উত্তম সংবিধান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে বলে বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

উদ্দীপকের 'ক' সংবিধানে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে। আর বাংলাদেশের সংবিধানকে উত্তম সংবিধান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কারণ, বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এটি এ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া এ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের বর্ণনা রয়েছে। এ সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সুস্পষ্ঠ। এতে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিষয় বিভাগের বিধান রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে এর সংশোধন পদ্ধতিরও সুস্পট উল্লেখ রয়েছে।

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান হলো বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতিরূপ। সে হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান তথা 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান।

প্রশ্ন ▸ ০৫ 'ক' সংস্থার সভাপতি সংস্থাটির প্রশাসনিক প্রধান। সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে তিনি সংস্থা পরিচালনা করেন। তার নামে সংস্থা পরিচালিত হলেও তিনি আনুষ্ঠানিক প্রধান। সাধারণ সম্পাদক সংস্থাটির নির্বাহী প্রধান। তিনি সদস্যদের মাঝে কাজ বণ্টন করে দেন এবং তাদের কাজের তদারকি করেন। তিনিই সংস্থার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি পদত্যাগ করলে সংস্থাটি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

ক. বাংলাদেশে কোন পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? ১

খ. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' সংস্থার সভাপতির সাথে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার কার কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

খ যে রাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয় তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে।

এককেন্দ্রিক সরকারের সংগঠন সরল প্রকৃতির। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ঝামেলা নেই। যেকোনো সিদ্ধান্ত খুব সহজেই সমগ্র দেশে বাস্তবায়ন করা যায়। এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় থাকে। এককেন্দ্রিক সরকারে প্রশাসনিক ব্যয় কম হয়। এ ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। বাংলাদেশ, জাপান প্রভৃতি এককেন্দ্রিক সরকার দ্বারা পরিচালিত।

গ 'ক' সংস্থার সভাপতির সাথে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার রাষ্ট্রপতির কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি রাষ্ট্রের জন্য অনেক কাজ করে থাকেন।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তাঁর নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা যেমন– মহাহিসাবরক্ষক, রাষ্ট্রদূত, তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন।

উদ্দীপকের 'ক' সংস্থার সভাপতি সংস্থাটির প্রশাসনিক প্রধান। সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে তিনি সংস্থা পরিচালনা করেন। তার নামে সংস্থা পরিচালিত হলেও তিনি আনুষ্ঠানিক প্রধান। এসব তথ্যগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ করে। তিনি প্রজাতন্ত্রের জন্য নানাবিধ কাজ করে থাকেন। তিনি সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলে সম্মতি দান করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থবিল সংসদে উপস্থাপন করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, আপিল ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তিনি জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বরেণ্য ব্যক্তিদের খেতাব, পদক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী ও বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি। এভাবে রাষ্ট্রপতি নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ 'ক' সংস্থার সাধারণ সম্পাদকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাজের অনুরূপ। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত ক্ষমতাধর। তিনি একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও মন্ত্রীসভার হৃৎপিণ্ড। তাঁর আদেশ মতোই পুরো প্রশাসন পরিচালিত হয়। তিনি মন্ত্রীপরিষদের সংখ্যা নির্ধারণ, দায়িত্ববণ্টন ও তাদের কাজের তদারকি করেন।

উদ্দীপকের 'ক' সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সংস্থাটির নির্বাহী প্রধান। তিনি সদস্যদের মাঝে কাজ বণ্টন ও তাদের কাজের তদারকি করেন। সংস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তিনি পদত্যাগ করলে সংস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এরূপ তথ্যগুলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে উপস্থাপন করে। তিনি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসন পরিচালিত হলেও আসলে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশে রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি নিয়োগ দেন। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত, পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদ নেতা। তিনি সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থের রক্ষক। জাতীয় স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন ও জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন।

আলোচনার পরিশেষে তাই এটি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ হামিদ সাহেব 'সন্তোশপুর' গ্রামের একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি বিভিন্ন সময়ে সমাজের নিপীড়িত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। একসময় জনগণের দুঃখ লাঘবের আশায় তিনি বিভিন্ন দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব বার্ষিক কাউন্সিলর অধিবেশনে পেশ করেন।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১

খ. দ্বি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. হামিদ সাহেবের দাবিটি ঐতিহাসিক কোন প্রস্তাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, "ঐ প্রস্তাবেই ৭১-এর স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরেবাংলা একে ফজলুল হক।

খ দ্বিজাতি তত্ত্বকে আমরা দুটি জাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করতে পারি।

ব্রিটিশ শাসন আমলেই অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কথিত একটি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন। তার এ তত্ত্বের নাম হচ্ছে "দ্বিজাতি তত্ত্ব"।

গ হামিদ সাহেবের দাবিটি ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অধিকার সংবলিত ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উপস্থাপিত ৬ দফা কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বা 'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয়।

উদ্দীপকের হামিদ সাহেব 'সন্তোশপুর' গ্রামের একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনি বিভিন্ন সময়ে সমাজের নিপীড়িত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। একসময় জনগণের দুঃখ লাঘবের আশায় তিনি বিভিন্ন দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে পেশ করেন। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের বৈষম্য ও দুঃশাসন থেকে বাঙালিকে রক্ষার আশায় ৬টি দাবি সংবলিত ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

ঘ ঐ প্রস্তাবেই তথা ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির মাঝেই ৭১-এর স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।– মন্তব্যটি যথার্থ।

৬ দফা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিপক্ক রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচায়ক। মূলত এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালির জাতীয় নেতায় পরিণত হন।

উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পেশকৃত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ৬ দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ বা 'ম্যাগনাকার্টা'। কার্যত এ ৬ দফার মধ্যদিয়ে পাকিস্তানি ধাঁচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙ্গে বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির হয়। ৬ দফায় পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকসহ সকল অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। জেনারেল আইয়ুব ৬ দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' 'বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার' কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তা নস্যাৎ করতে যেকোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেন। এ কর্মসূচি বাঙালির জাতীয় চেতনা-মূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এ ৬ দফা কর্মসূচি বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। যার ফলশ্রুতিতে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয় ও '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত ৬ দফায় বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। সুতরাং যৌক্তিকভাবেই একথা বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পেশকৃত ছয়দফা দাবির মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৭ মি. আজিজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। ২০১৫ সালে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে গোলযোগপূর্ণ সুদানে শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে মি. জহির বেসামরিক নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থাটি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে কাজ করেছে।

ক. কমনওয়েলথ প্রধান কে? ১

খ. অছি এলাকা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. আজিজ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কর্মরত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. জহির যে আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব তার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কমনওয়েলথ প্রধান হলেন বৃটেনের রাজা বা রাণী।

খ বিশ্বে যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাকে অছি এলাকা বলে।

অছি এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার ওপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত।

গ মি. আজিজ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে কর্মরত।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোটকথা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করে থাকে।

উদ্দীপকের মি. আজিজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। ২০১৫ সালে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে গোলযোগপূর্ণ সুদানে শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরূপ বর্ণনায় সহজেই অনুমান করা যায় মি. আজিজ জাতিসংঘের অধীনে কর্মরত ছিলেন। কেননা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে সারাবিশ্বের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অঞ্চলে শান্তিরক্ষার নিমিত্তে শান্তিরক্ষী বাহিনী কাজ করে থাকে। আর এ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা।

ঘ মি. জহির যে আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব সেটি হলো কমনওয়েলথ। কমনওয়েলথ-এর সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে।

কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। কমনওয়েলথ স্বাধীন উপনিবেশগুলোর সাথে ব্রিটেনের সম্পর্ক ধরে রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে কাজ করা।

উদ্দীপকের মি. জহির বেসামরিক নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থাটি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে কাজ করেছে। এরূপ বর্ণনায় কমনওয়েলথের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আর কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই কমনওয়েলথের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। কমনওয়েলথের মূল উদ্যোক্তা যুক্তরাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল। সেখানে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল। কমনওয়েলথ ও এর অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

আলোচনা থেকে এটি তাই স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ লাভ করে। আর সদস্যপদ প্রাপ্তির আগে এবং পরবর্তীতে কমনওয়েলথ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। তাই কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ০৮ সামিদ নবম শ্রেণির মানবিক শাখার একজন ছাত্র। তার একটি পাঠ্যপুস্তকে মানুষের আচার-আচরণ, দায়িত্ব-কর্তব্য, অধিকার, রাষ্ট্র ও সংবিধান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয় অধ্যয়নের মাধ্যমে তার মধ্যে নাগরিক সচেতনতাবোধ জেগে উঠে। সে আরো উপলব্ধি করে যে, বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার সমাধান বিষয়টির মধ্যে নিহিত।

ক. সার্বভৌমত্ব কাকে বলে? ১
খ. খুলনা রাষ্ট্র নয়। ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে পাঠ্যপুস্তকের কথা বলা হয়েছে, তার উৎপত্তিগত দিক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি নাগরিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক"– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা।

খ খুলনার সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকায় খুলনা রাষ্ট্র নয়।
খুলনা বাংলাদেশের একটি বিভাগীয় শহর। এর রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভূমি, জনসংখ্যা এবং স্থানীয় কাজ পরিচালনার জন্য সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। কিন্তু খুলনার কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। এ কারণে খুলনা রাষ্ট্র নয়। আর সার্বভৌমত্ব একটি রাষ্ট্রের চরম, পরম, চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এ উপাদানের অভাবে বিশ্বের বহু নির্দিষ্ট অঞ্চল জনসংখ্যা ও সরকার থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। কার্যত সার্বভৌমত্ব ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অসম্ভব। একারণে খুলনা রাষ্ট্র নয়।

গ উদ্দীপকে যে পাঠ্যপুস্তকের কথা বলা হয়েছে সেটি হলো পৌরনীতি।
পৌরনীতি মানুষের আচরণ, দায়িত্ব ও কর্তব্য, অধিকার, রাষ্ট্র ও সংবিধান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। এ বিষয়টি অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে নাগরিক সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়। এছাড়া বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার সমাধানও এ বিষয়টির মধ্যে নিহিত।
পৌরনীতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics। শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Civis এবং Civitas থেকে। শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে নাগরিক এবং নগররাষ্ট্র। প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র ছিল অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং পৌরনীতি বা Civics শব্দটির উৎপত্তিগত বিচারে বলা যায়, বিষয়টির উৎপত্তি হয়েছে মূলত প্রাচীন গ্রিসে। অন্যদিকে রাষ্ট্র ও এর কার্যাবলি সম্পর্কিত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে গ্রিসে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। এ সময় থেকেই মূলত পৌরনীতির যাত্রা শুরু। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (Plato) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Republic'-এ নাগরিক, নাগরিকের শ্রেণিবিভাগ এবং সমাজ সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করেন। পরবর্তীতে প্লেটোর সুযোগ্য ছাত্র এরিস্টটল তাঁর 'The Politics' গ্রন্থে বাস্তবভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। নাগরিক, রাষ্ট্র ও তার কার্যাবলি সম্পর্কে এত বেশি বাস্তবভিত্তিক আলোচনা এরিস্টটলের পূর্বে আর কেউ করেননি। এ বিবেচনায় এরিস্টটলকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তথা পৌরনীতির জনক বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থাৎ পৌরনীতি নাগরিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক– উক্তিটির সাথে আমি একমত পোষণ করি।
একটি রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতন, সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করে রাষ্ট্রের নাগরিকের ওপর। উত্তম নাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ। নাগরিকের উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মূলত রাষ্ট্রের উৎপত্তি। নাগরিক ও নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি, নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপে, সুনাগরিকতার গুণাবলি, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যবোধ ইত্যাদির স্বরূপ ও বিবর্তন নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে।
উদ্দীপকের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার সমাধান বিষয়টির মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ বিষয়টি নাগরিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু সময়ের সাথে সাথে নাগরিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এমতাবস্থায় পৌরনীতি বিষয়ে সুশৃঙ্খল জ্ঞান অর্জন ছাড়া সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক বার্নাড শ' বলেন, "একমাত্র পৌরনীতি পাঠের জনপ্রিয়তা ছাড়া মানবসভ্যতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।" কাজেই বলা যায়, নাগরিক জীবন সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করে সভ্যসমাজের সদস্য হতে হলে পৌরনীতির জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। অতএব আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি অর্থাৎ পৌরনীতি নাগরিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক– উক্তিটি যথার্থ ও প্রমাণিত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব তানিম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি তার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রুমনকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তান জেলির জন্ম হয়। পরবর্তীতে জনাব তানিম তার স্ত্রী কন্যা জেলি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে। কিন্তু রুমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে পারেনি। বর্তমানে পরিবারটি বাংলাদেশে বসবাস করে।

ক. কানাডায় কোন নীতির ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জিত হয়? ১
খ. বুদ্ধিমান নাগরিককে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব তানিম, তার স্ত্রী ও জেলি কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করল? ৩
ঘ. উদ্দীপকের রুমন ও জেলির নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কানাডায় অনুমোদনসূত্রে ও জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জিত হয়।

খ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে বিধায় বুদ্ধিমান নাগরিককে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়।
বুদ্ধি সুনাগরিকের অন্যতম গুণ। সুনাগরিকের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতা। তাই বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রতিটি রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকের যথাযথ শিক্ষাদানের মাধ্যমে বুদ্ধিমান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

গ জনাব তানিম ও তার স্ত্রী অনুমোদন সূত্রে এবং তাদের কন্যা জেলী জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করল।
সারাবিশ্বে নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটি হলো অনুমোদন সূত্রে এবং অন্যটি হলো জন্মসূত্রে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি প্রচলিত আছে। এর একটি হলো

জন্মনীতি ও অন্যটি হলো জন্মস্থান নীতি। জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। যেমন– কোনো বাংলাদেশি পিতা-মাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে, সেই সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে নাগরিকতা নির্ধারণে রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদন সূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত পালন করতে হয় সেগুলো হলো – (১) সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, (২) সরকারি চাকরি করা, (৩) সততার পরিচয় দেওয়া, (৪) সে দেশের ভাষা জানা, (৫) সম্পত্তি ক্রয় করা, (৬) দীর্ঘদিন বসবাস করা, (৭) সেনাবাহিনীতে যোগদান করা। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে।

উদ্দীপকের তানিম ও তার স্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সে দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন। এক্ষেত্রে তাদের নাগরিকতা লাভের একমাত্র উপায় হলো অনুমোদনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে তাদের অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা লাভের এক বা একাধিক শর্ত পালন করতে হয়েছে। অন্যদিকে তাদের সন্তান জেলীর জন্ম হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাই জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী জেলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি ও জন্মস্থানীতি উভয়ই অনুসরণ করে।

ঘ উদ্দীপকের রুমন ও জেলীর নাগরিকতার মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে।

নাগরিকতা হলো একটি রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তির নাগরিক মর্যাদা। কোনো ব্যক্তি যখন একটি রাষ্ট্রের সব ধরনের অধিকার ভোগ করতে পারে তখন তার নাগরিকতা প্রকাশ পায়। নাগরিকতার অর্থ হলো কোনো ব্যক্তির বৈধভাবে এবং শর্তহীনভাবে ঐ দেশে বসবাসের অনুমোদন লাভ।

উদ্দীপকের রুমনের জন্ম বাংলাদেশে আর তার বোন জেলীর জন্ম হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাই তাদের নাগরিকতার মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। রুমনের জন্ম যেহেতু বাংলাদেশে, সে হিসেবে সে বাংলাদেশের নাগরিক। সে বাংলাদেশের সকল অধিকার ভোগ করতে পারবে। আর যখন সে তার বাবার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করবে তখন সে একজন বিদেশি হিসেবেই সে দেশে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে সে তার নাগরিক পরিচয় পাবে না। অন্যদিকে তার বোন একই সাথে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। কারণ তার বাবা-মায়ের নাগরিকত্ব দ্বারা সে বাংলাদেশের নাগরিক আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করাই সে ঐ দেশেরও নাগরিক। সে হিসেবে তার ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব সৃষ্টি হবে। সে একই সাথে দুই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। তবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে তাকে যেকোনো একটি দেশের নাগরিকতা বেছে নিতে হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, একই পিতামাতার সহোদর হলেও জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকাই রুমন ও জেলীর নাগরিকতার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০

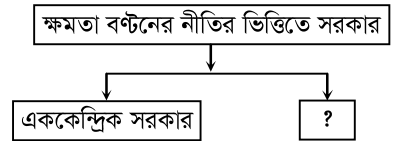

ক. কোন সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য নন? ১

খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কেন? ২

গ. ছকের '?' চিহ্নিত স্থানটি কোন ধরনের সরকারকে নির্দেশ করে? উক্ত সরকারের গুণাবলিসমূহ আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত সরকারের ত্রুটিসমূহ আলোচনা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য নন।

খ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে বলে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য জনস্বার্থমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। ফলে দেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে জনগণের আস্থা লাভের জন্য সরকার সততার সাথে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। এজন্য গণতন্ত্রকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলা হয়।

গ ছকের '?' চিহ্নিত স্থানটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে নির্দেশ করছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নানারকম গুণ রয়েছে।

ক্ষমতাবন্টন নীতির ভিত্তিতে সরকারব্যবস্থার দুটি ধরন লক্ষ করা যায়। একটি এককেন্দ্রিক ও অপরটি যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে সেই ধরনের সরকারকে বোঝায়, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার গঠন করে। এ ধরনের সরকার ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের ছক চিত্রে ক্ষমতাবণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণিবিন্যাস নির্দেশ করা হয়েছে। এর একদিকে এককেন্দ্রিক সরকারকে নির্দেশ করা আছে। সুতরাং প্রশ্নচিহ্নিত স্থানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা বজায় রেখে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে। এতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সেগুলোকে লালন করা হয়। ফলে এ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে। এ সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। ফলে কেন্দ্রের কাজের চাপ কমে যায় এবং কেন্দ্রের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন সহজ হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকার সহজেই অঞ্চলের সমস্যাগুলো বুঝতে এবং তা চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণ রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠে। এ ধরনের ব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে খুবই সহায়ক। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ফলে কেন্দ্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। ফলে কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

ঘ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে নির্দেশ করা হয়েছে যা ত্রুটিমুক্ত নয়।

বর্তমান সময়ে প্রচলিত এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থার নাম হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা। এ সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় ঘটে। এটি রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি ও স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশে সহায়ক। কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের চাপ কমায় প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত। তবুও এ সরকার ব্যবস্থাটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের সরকার ব্যবস্থা তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নানা রকম ত্রুটি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গঠনপ্রণালি জটিল প্রকৃতির। এ যেন সরকারের ভিতর সরকার। ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ, ক্ষমতা বণ্টন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এতে ক্ষমতার এখতিয়ার নিয়ে কেন্দ্র, প্রদেশ এমনকি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এ ধরনের সরকারে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা হয় প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কার্যত কিছু করেন না। সংসদীয় সরকারে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে।

আলোচনা হতে তাই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে জনপ্রিয় হলেও তার নানারকম ত্রুটি রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ১১ জনাব নাসির মিয়া একজন শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি। তিনি গণতন্ত্র ও মানুষের মনোবলের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তিনি এক সমাবেশে বলেন, মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা ও আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আমরা বাঙালি জাতি এক সময় দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। আর সেই আন্দোলনে ভীত হয়েই তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেছিল।

ক. বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কোথায়? ১

খ. অসহযোগ আন্দোলন কেন শুরু হয়? ২

গ. উদ্দীপকে যে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর এই ধরনের একটি আন্দোলন তৎকালীন পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় মুজিবনগরে।

খ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানি সরকার আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

মূলত স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক পাকিস্তানি শাসকদের বদলে দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া এবং শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছয় দফা দাবির বাস্তবায়ন করার দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন হয়।

গ উদ্দীপকে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে যেটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে।

মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা, আইয়ুব খানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনসহ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। তখন তারা আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে এ আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং দুর্বার গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

উদ্দীপকের শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি জনাব নাসির মিয়া এক সমাবেশে বলেন, মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা মামলা ও আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আমরা বাঙালি জাতি একসময় দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। আর সেই আন্দোলনে ভীত হয়েই তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেছিল। এরূপ বর্ণনায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এটি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। সকল পেশাজীবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান তৎকালীন পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এটি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এটি বিপ্লবাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। সকল গণতান্ত্রিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও মানুষ যার যার অবস্থান থেকে এ আন্দোলনে যুক্ত হয়।

উদ্দীপকের জনাব নাসির মিয়ার বক্তব্যে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তৎকালীন আইয়ুব সরকারের পতনসহ পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ আন্দোলন তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর পূর্বে তিনি ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা তুলে নেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নতুন সামরিক সরকার বাধ্য হয়। গণঅভ্যুত্থানের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭০-এর নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ব্যাপক প্রভাব ছিল। মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে এসব অর্জন সম্ভব হয়। অতএব, এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, বাংলার ইতিহাসের মোড় ঘুরাতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট **[২০২৩ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান– ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?
ক) সুপ্রিম কোর্ট খ) হাইকোর্ট গ) জাতীয় সংসদ ঘ) সচিবালয়

২. ঐশী মতবাদ অনুসারে শাসক একাধারে–
i. রাষ্ট্রপ্রধান ii. সরকারপ্রধান iii. ধর্মীয় প্রধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. ছয় দফার মূল লক্ষ্য কী ছিল?
ক) মুসলমানদের মুক্তি খ) বাঙালির মুক্তি
গ) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘ) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল

৪. সার্ক সচিবালয় কোথায় অবস্থিত?
ক) নয়া দিল্লীতে খ) ঢাকায় গ) কাঠমন্ডুতে ঘ) ইসলামাবাদে

৫. বাংলাদেশ প্রথম শান্তি মিশনে সেনা পাঠায় কত সালে?
ক) ১৯৮৮ সালে খ) ১৯৯১ সালে গ) ১৯৯৯ সালে ঘ) ২০০২ সালে

৬. জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় কোনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?
ক) তথ্য অধিকার খ) জননিরাপত্তার অধিকার
গ) নৈতিক অধিকার ঘ) সামাজিক অধিকার

৭. 'ক' রাষ্ট্র নানা অজুহাত দেখিয়ে 'খ' রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এ ক্ষেত্রে কোন মতবাদের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়?
ক) ঐশী মতবাদ খ) বল প্রয়োগ মতবাদ
গ) বিবর্তনমূলক মতবাদ ঘ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ

৮. 'এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা' কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আছে?
ক) গণতান্ত্রিক খ) একনায়কতান্ত্রিক
গ) সমাজতান্ত্রিক ঘ) রাজতান্ত্রিক

৯. চতুর্দশ লুই কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?
ক) জার্মানি খ) ইতালি গ) গ্রিস ঘ) ফ্রান্স

১০. ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়া কোন ধরনের অধিকার?
ক) সামাজিক খ) রাজনৈতিক গ) নৈতিক ঘ) অর্থনৈতিক

১১. সুইডেনে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত খ) একনায়কতান্ত্রিক
গ) সংসদীয় পদ্ধতির ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয়

১২. কর্তব্যের দাবি কীসের সীমা নির্ধারণ করে?
ক) স্বাধীনতার খ) সম্প্রীতির গ) ভোটাধিকারের ঘ) অধিকারের

১৩. কোন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম?
ক) সমজাতান্ত্রিক খ) গণতান্ত্রিক গ) একনায়কতান্ত্রিক ঘ) স্বৈরতান্ত্রিক

১৪. ঐতিহাসিক মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত এবং সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মতবাদ, কারণ–
i. এতে সকল মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে
ii. এটি স্বয়ং বিধাতা সৃষ্টি করেছেন
iii. এতে বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতার প্রতিফলন রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক) অলিখিত খ) সুপরিবর্তনীয় গ) লিখিত ঘ) একদলীয়

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব লিমন বাংলাদেশের একজন নাগরিক। তিনি নিজে যেমন শিক্ষিত তেমনি তার সন্তানদেরও শিক্ষিত করে তুলেছেন। তিনি নিজে যথাসময়ে কর দেন এবং অন্যদেরকেও কর দিতে উৎসাহিত করেন।

১৬. জনাব লিমন যেসব দায়িত্ব পালন করেন সেগুলোকে কী নামে আখ্যায়িত করা যায়?
ক) নৈতিক দায়িত্ব খ) মৌলিক কর্তব্য গ) অধিকার ঘ) কর্তব্য

১৭. উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে–
i. নৈতিক কর্তব্য ii. ঐচ্ছিক কর্তব্য iii. আইনগত কর্তব্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮. কোন সংবিধান জরুরি প্রয়োজন মেটাতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে?
ক) দুষ্পরিবর্তনীয় খ) সুপরিবর্তনীয় গ) লিখিত ঘ) অলিখিত

১৯. কোনটি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ?
ক) বিচার সংক্রান্ত খ) কর আদায় সংক্রান্ত
গ) চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ঘ) বাজেট সংক্রান্ত

২০. লিখিত সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার উপযোগী বলা হয় কেন?
ক) ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়ার জন্য খ) সহজে পরিবর্তন করা যায় বলে
গ) প্রগতির সহায়ক বলে ঘ) জরুরি প্রয়োজনে সহায়ক হওয়ার জন্য

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২১ ও ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রিমি 'ক' দেশে বসবাস করে। সে দেশের সব শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। ফলে কেন্দ্র থেকে দেশ পরিচালনা করা হয়।

২১. উল্লিখিত 'ক' দেশে কোন ব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক) সমাজতান্ত্রিক খ) একনায়কতান্ত্রিক
গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ) এককেন্দ্রিক

২২. উক্ত সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে–
i. প্রাদেশিক সরকার ii. আঞ্চলিক সরকার iii. স্থানীয় সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. কোনটির মাধ্যমে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আলাদা আবাসভূমির চিন্তা জাগ্রত হয়?
ক) নেহেরু রিপোর্ট খ) বঙ্গভঙ্গ গ) লাহোর প্রস্তাব ঘ) দ্বি-জাতি তত্ত্ব

□ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

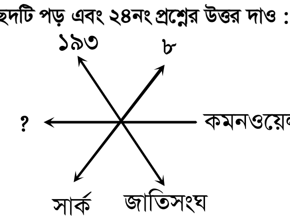

২৪. প্রশ্ন '?' চিহ্নিত স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?
ক) ৫৩ খ) ৫৪ গ) ৫৫ ঘ) ৫৬

২৫. বাংলাদেশের নাগরিকের নিয়মিত কর প্রদান করা প্রয়োজন, কারণ–
i. দেশের প্রশাসন পরিচালনার জন্য
ii. প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য
iii. রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৬. অভিশংসন কী?
ক) এক ধরনের অধ্যাদেশ খ) কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে অপসারণ করা
গ) কোনো কারণে অপসারণ করা ঘ) কূটনৈতিক সম্পর্ক

২৭. প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শে জাতীয় সংসদে বাজেট উত্থাপন করেন কে?
ক) অর্থসচিব খ) অর্থমন্ত্রী গ) প্রধানমন্ত্রী ঘ) স্পিকার

২৮. কোন দেশ সার্কের সদস্য নয়?
ক) বাংলাদেশ খ) ভারত গ) রাশিয়া ঘ) ভুটান

২৯. সুমি তমাকে বললো আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক নিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ জাতিসংঘ করে থাকে। উল্লিখিত কাজটি জাতিসংঘের কোন শাখাটি করে থাকে?
ক) সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ খ) অছি পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ
গ) সামাজিক পরিষদ ও অর্থনৈতিক পরিষদ
ঘ) সাধারণ পরিষদ ও অছি পরিষদ

৩০. ছয়দফা কর্মসূচি কী?
ক) বৈষম্যের এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ খ) একটি নির্বাচনি ইশতেহার
গ) প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম ঘ) সাংবিধানিক নিয়ম

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান জনগণের আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খেয়ে পরিবর্তন করা যায় বিধায় সে দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। অপরদিকে 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানটি কখনও কখনও প্রগতির অন্তরায় হিসেবে প্রতীয়মান হয়, প্রয়োজনে জনগণ বিপ্লব করতে বাধ্য হয়। আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ধারা পরিবর্তন করা যায় না।

ক. সংবিধান কী? ১

খ. সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। মি. আজিজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। ২০১৫ সালে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে গোলযোগপূর্ণ সুদানে শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে মি. জহির বেসামরিক নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থাটি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে কাজ করেছে।

ক. কমনওয়েলথ প্রধান কে? ১

খ. অছি এলাকা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. আজিজ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কর্মরত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. জহির যে আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব তার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে 'A' সংস্থাটি গড়ে তোলে। সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য দরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়াও সংস্থাটি শিক্ষার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণে, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে।

ক. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব এর নাম কী? ১

খ. লিগ অব নেশনস কেন স্থয়িত্ব লাভ করেনি? ২

গ. 'A' সংস্থাটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সাথে 'A' সংস্থাটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। 'A' রাষ্ট্রের সরকার ও সংবিধান সম্পর্কে খুটিনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষক জনাব আবদুল হাই বলেন যে, সংবিধান প্রণয়ন করা হয় ১৯৭২ সালে। উল্লিখিত দেশটির সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। উক্ত সংবিধানে ইতোমধ্যে ষোলটি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে।

ক. রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি কাকে বলে? ১

খ. 'অলিখিত সংবিধান প্রগতির সহায়ক'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান উত্তম সংবিধান– তোমার মতামত দাও। ৪

৫। 'ক' অঞ্চলে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষদের মারা হয়। এর ফলে উক্ত অঞ্চলে যুবকরা প্রতিবেশি দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। যুবকরা নিজ এলাকায় ফিরে এসে শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। অবশেষে তারা তাদের অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে। বিশ্বের মানচিত্রে 'A' অঞ্চলটি একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ক. কাকে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়? ১

খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' অঞ্চলে যে আন্দোলনকে নির্দেশ করে তার সংগঠন ও পরিচালনা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলের আন্দোলনটি ছিল স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেতনা– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। রাকিব বাংলাদেশের জন্মগ্রহণ করেছে। পড়ালেখা শেষ করে সে যুক্তরাষ্ট্রে যায় এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক মেরিনাকে বিবাহ করে বসবাস করছে। মেরিনার বাবা-মা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

ক. তথ্য অধিকার কী? ১

খ. নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মেরিনা কোন নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'রাকিব দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করতে পারে।"– বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৭। মি. শফিক ও মি. রাফেজ দুই ভাই। মি. শফিক একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত এক নাগাড়ে ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে মি. শফিকের প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। অপরদিকে মি. রাফেজ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য যার মাধ্যমে তিনি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করেন।

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় সংসদের নেতা বলা হয় কেন? ২

গ. মি. শফিকের প্রতিষ্ঠানটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. রাফেজের কাজটিই কি তার প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কাজ বলে তুমি মনে কর– তোমার মতামত দাও। ৪

৮। স্ত্রী ও এক সন্তানের সাথে রহিম মিয়া গ্রামে বাস করে। করিম মিয়া তার প্রতিবেশি। গ্রামের কেউ করিম মিয়াকে বসবাস করতে বাধা দেয় না। সে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। সে সততার সাথে ভোট দেয়। নিয়মিত কর প্রদান করে।

ক. সমাজ কাকে বলে? ১

খ. মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

গ. রহিম মিয়ার পরিবারটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. করিম মিয়ার কর্মকাণ্ডে "পৌরনীতি ও নাগরিকতার" বিষয়বস্তুর যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। 'X' ও 'Y' রাষ্ট্রের অবস্থান পাশাপাশি। 'X' তার পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্র 'Z' কে যুদ্ধে পরাজিত করে দখল করে নেয়। 'Y' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা দানের মাধ্যমে কালক্রমে সকলে মিলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. 'রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরকার'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'X' রাষ্ট্র কর্তৃক 'Z' রাষ্ট্রকে দখল করে নেয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদের সমর্থন করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Y' রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পেছনে যে মতবাদের ধারণা রয়েছে সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। 'X' নামক একটি রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার পর একটি কমিটি গঠন করে সে দেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ঐ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে বিল আকারে উত্থাপন, গৃহীত ও কার্যকর হতে দীর্ঘ দশ মাস সময় লাগে।

অন্যদিকে 'Y' নামক রাষ্ট্রের সংবিধান গড়ে ওঠে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যম ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে। এ জন্য এ সংবিধানের ক্ষেত্রে কোনো কমিটি বা গণপরিষদে বিল উত্থাপনের প্রয়োজন হয়নি।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'X' নামক দেশটির সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন সংবিধানটি তোমার কাছে উত্তম সংবিধান বলে মনে হয়? যুক্তিসহ তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

১১। ঘটন-১ : 'A' নামক একটি রাষ্ট্র জোরপূর্বক 'B' রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ দখল করে নেয়। এ সমস্যা নিরসনকল্পে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 'A' রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর্থিক ও বৈদেশিক সম্পর্কের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

ঘটনা-২ : কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র মিলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় একটি সংস্থা গড়ে তোলে। ১৯৬৯ সালে সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে একটি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে।

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. অছি এলাকা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ঘটনা-১ এর 'A' রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব সংস্থার যে অঙ্গসংগঠনটি কাজ করছে তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	N	৩	L	৪	M	৫	K	৬	K	৭	L	৮	L	৯	N	১০	M	১১	M	১২	N	১৩	L	১৪	L	১৫	M
	১৬	N	১৭	M	১৮	N	১৯	M	২০	K	২১	N	২২	M	২৩	N	২৪	L	২৫	K	২৬	L	২৭	L	২৮	M	২৯	K	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান জনগণের আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খেয়ে পরিবর্তন করা যায় বিধায় সে দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। অপরদিকে 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানটি কখনও কখনও প্রগতির অন্তরায় হিসেবে প্রতীয়মান হয়, প্রয়োজনে জনগণ বিপ্লব করতে বাধ্য হয়। আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ধারা পরিবর্তন করা যায় না।

ক. সংবিধান কী? ১

খ. সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব নিয়মের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, তাই সংবিধান।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল, রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ।

সংবিধানের মাঝেই রাষ্ট্রের যাবতীয় মৌলিক বিধানাবলি ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচারবিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে এসব বিষয়। সংবিধানে উল্লেখ করা থাকে এবং এসব বিষয়ে সংবিধান পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব হলো তার সংবিধান। আর তাই বলা হয়, সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ।

গ 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। এই মৌলিক দলিলের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এই সংবিধান প্রতিটি দেশে বিদ্যমান রয়েছে। তবে একেক দেশের সংবিধান একেকভাবে গড়ে উঠেছে বা তৈরি হয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধান আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে, কিউবার সংবিধান বিপ্লবের দ্বারা আর ব্রিটেনের সংবিধান বিবর্তনের মাধ্যমে।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান জনগণের আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ 'ক' দেশের সংবিধান বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। প্রথা ও লোকাচারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা সংবিধানকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান বলা হয়। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমেও সংবিধান গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন– ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। তাই বলা হয়ে থাকে, ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে। সুতরাং ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমেও সংবিধান গড়ে ওঠে।

ঘ 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানটি বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি।– উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি দুষ্পরিবর্তনীয় ও লিখিত সংবিধান। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। এক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির। বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি লিখিত সংবিধান। এরূপ লিখিত সংবিধানে সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ থাকায় তা পরিবর্তিত সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এজন্য এটি কখনো কখনো প্রগতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানটি কখনও কখনও প্রগতির অন্তরায় হিসেবে প্রতীয়মান হয়, প্রয়োজনে জনগণ বিপ্লব করতে বাধ্য হয়। আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ধারা পরিবর্তন করা যায় না। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশ সংবিধানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো হলো সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা ও লিখিত সংবিধান। এ দুটি বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশ সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ সংবলিত একটি লিখিত দলিল। এর কোনো ধারা সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্য দুইতৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমতির প্রয়োজন হয়।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, আংশিক হলেও 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধানটি বাংলাদেশের সংবিধানেরই প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶ ০২ মি. আজিজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। ২০১৫ সালে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে গোলযোগপূর্ণ সুদানে শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে মি. জহির বেসামরিক নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থাটি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে কাজ করেছে।

ক. কমনওয়েলথ প্রধান কে? ১

খ. অছি এলাকা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. আজিজ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কর্মরত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. জহির যে আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব তার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কমনওয়েলথ প্রধান হলেন বৃটেনের রাজা বা রাণী।

খ বিশ্বে যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাকে অছি এলাকা বলে।

অছি এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার ওপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত।

গ মি. আজিজ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে কর্মরত।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে পারে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোটকথা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করে থাকে।

উদ্দীপকের মি. আজিজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। ২০১৫ সালে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে গোলযোগপূর্ণ সুদানে শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরূপ বর্ণনায় সহজেই অনুমান করা যায় মি. আজিজ জাতিসংঘের অধীনে কর্মরত ছিলেন। কেননা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে সারাবিশ্বের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অঞ্চলে শান্তিরক্ষার নিমিত্তে শান্তিরক্ষী বাহিনী কাজ করে থাকে। আর এ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কাজ করে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা।

ঘ মি. জহির যে আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব সেটি হলো কমনওয়েলথ। কমনওয়েলথ-এর সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে।

কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩। কমনওয়েলথ স্বাধীন উপনিবেশগুলোর সাথে ব্রিটেনের সম্পর্ক ধরে রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নে কাজ করা।

উদ্দীপকের মি. জহির বেসামরিক নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। সংস্থাটি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে কাজ করেছে। এরূপ বর্ণনায় কমনওয়েলথের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আর কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই কমনওয়েলথের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। কমনওয়েলথের মূল উদ্যোক্তা যুক্তরাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেছিল। সেখানে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের জন্য সাহায্য তহবিল। কমনওয়েলথ ও এর অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনার সদস্য। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

আলোচনা থেকে এটি তাই স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ লাভ করে। আর সদস্যপদ প্রাপ্তির আগে এবং পরবর্তীতে কমনওয়েলথ বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। তাই কমনওয়েলথের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট।

প্রশ্ন ▸ ০৩ ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে 'A' সংস্থাটি গড়ে তোলে। সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য দরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়াও সংস্থাটি শিক্ষার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণে, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে।

ক. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব এর নাম কী? ১

খ. লিগ অব নেশনস কেন স্থয়িত্ব লাভ করেনি? ২

গ. 'A' সংস্থাটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সাথে 'A' সংস্থাটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিবের নাম ট্রিগভেলি।

খ সদস্য দেশগুলোর নিরবতা এবং স্বার্থপরতার কারণে লীগ অব নেশনস স্থায়ীত্ব লাভ করেনি।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যোগ নিয়ে লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু নানারকম কারণে এটি স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনি। এ সংস্থার মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রগুলোকে একত্রিত করা। কিন্তু অনেক রাষ্ট্র এতে কখনো যোগদান করেনি। আবার অনেক রাষ্ট্র যোগ দেওয়ার পর বেরিয়ে যায়। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট উডো উইলসন এর প্রস্তাবক হলে ও যুক্তরাষ্ট্র কখনও এর সদস্য ছিল না। এছাড়া তৎকালীন সময়ের দুই পরাশক্তি জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এ সংস্থায় যোগদানের অনুমতি ছিল না। এটি ছিল লীগ অব নেশনস এর ব্যর্থতার মূল কারণ। এছাড়া নিজস্ব আর্মড ফোর্স না থাকা, সংস্থাটির ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

গ উদ্দীপকের 'A' সংস্থাটি হলো সার্ক।

১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা এই ৭টি দেশ নিয়ে সার্ক গঠিত হয়। পরবর্তীতে আফগানিস্তান এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় আনুষ্ঠানিক সার্কের কাজ শুরু হয়। সার্কের সদর দপ্তর নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে 'A' সংস্থাটি গড়ে তোলে। সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে জাতীয়ভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য দরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়াও সংস্থাটি শিক্ষার মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, 'A' সংস্থাটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা সার্কের প্রতিচ্ছবি। কারণ, ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সার্কের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সার্কের সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ৮টি। সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর রয়েছে। এগুলো হলো— (১) রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন; (২) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, (৩) স্ট্যান্ডিং কমিটি; (৪) টেকনিক্যাল কমিটি; (৫) সার্ক সচিবালয়। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়।

ঘ বাংলাদেশের সাথে 'A' সংস্থাটির তথা সার্কের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হলো সার্ক। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্ক গঠিত হয়। সার্কের জন্মভূমি হিসেবে এর সাথে বাংলাদেশের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

উদ্দীপকে 'A' সংস্থার অধীনে সার্কের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে। আর সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। কারণ, সার্কের উদ্যোক্তা হিসেবে শুরু থেকেই সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তি এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যকার বিদ্যমান সংকট সমাধানে বাংলাদেশ অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া সদস্য দেশগুলোতে মানবপাচার রোধ, সন্ত্রাস দমন, পরিবেশ সংরক্ষণ, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নানা ধরনের যৌথ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা ঘোষণা, সাপ্টা চুক্তি, সন্ত্রাস দমনসহ সার্কের অসংখ্য কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

সর্বোপরি, সার্কের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্কের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আর এতে সার্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ ‘A’ রাষ্ট্রের সরকার ও সংবিধান সম্পর্কে খুটিনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষক জনাব আবদুল হাই বলেন যে, সংবিধান প্রণয়ন করা হয় ১৯৭২ সালে। উল্লিখিত দেশটির সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। উক্ত সংবিধানে ইতোমধ্যে ষোলটি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে।

ক. রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি কাকে বলে? ১
খ. ‘অলিখিত সংবিধান প্রগতির সহায়ক’– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ‘A’ রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ‘A’ রাষ্ট্রের সংবিধান উত্তম সংবিধান– তোমার মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানকে রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি বলে।

খ অলিখিত সংবিধান সহজেই পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় বিধায় এটি প্রগতির সহায়ক।

সমাজ সর্বদা প্রগতির দিকে ধাবিত হয়। আর অলিখিত সংবিধান সমাজের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ এটি সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। সুতরাং অলিখিত সংবিধান প্রগতির সহায়ক। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে ধাপে ধাপে তাল মিলিয়ে এটা জাতীয় অগ্রগতির পথকে সুগম করে।

গ 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান বলতে এখানে বাংলাদেশের সংবিধানকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়।

সংবিধান প্রণয়নের যে চারটি পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতিটি একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী পদ্ধতি। সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদ বা আইন পরিষদ সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হলে তাকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি বলে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সংবিধান এভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

উদ্দীপকের শিক্ষক আব্দুল হাই 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান সম্পর্কে বলেন, এটি প্রণয়ন করা হয় ১৯৭২ সালে। উল্লিখিত দেশটির সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। উক্ত সংবিধানে ইতোমধ্যে ষোলটি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতিরূপ প্রকাশ পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। এ কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া তৈরি করে এবং তা ১৯শে অক্টোবর ১৯৭২ গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। এরপর সংবিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গণপরিষদে আলোচনার পর ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সালে সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়।

ঘ 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান তথা বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান।– উক্তিটি যথার্থ।

কোনো সংবিধানকে উত্তম প্রকৃতির সংবিধান হতে হলে, সেটাকে লিখিত, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হতে হয়, নাগরিকের মৌলিক অধিকার উল্লেখ করতে হয়, জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে হয়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ থাকতে হয়, সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ থাকতে হয় এবং জনকল্যাণকামী হতে হয়।

উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান তথা বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এটি একটি লিখিত দলিল। এর অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করব তা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সংবিধানে জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করতে গেলে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলো উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, 'A' রাষ্ট্রের সংবিধান তথা বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান।

প্রশ্ন ▶ ০৫ ‘ক’ অঞ্চলে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষদের মারা হয়। এর ফলে উক্ত অঞ্চলে যুবকরা প্রতিবেশি দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। যুবকরা নিজ এলাকায় ফিরে এসে শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। অবশেষে তারা তাদের অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে। বিশ্বের মানচিত্রে ‘A’ অঞ্চলটি একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ক. কাকে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়? ১
খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ‘ক’ অঞ্চলে যে আন্দোলনকে নির্দেশ করে তার সংগঠন ও পরিচালনা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ‘ক’ অঞ্চলের আন্দোলনটি ছিল স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেতনা– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেরেবাংলা একে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়।

খ দ্বিজাতি তত্ত্বকে আমরা দুটি জাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করতে পারি।

ব্রিটিশ শাসন আমলেই অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কথিত একটি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন। তার এ তত্ত্বের নাম হচ্ছে "দ্বিজাতি তত্ত্ব"।

গ 'ক' অঞ্চলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নির্দেশ করে। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনায় তৎকালীন গঠিত মুজিবনগর সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞে ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়। সেই রাতের শেষ প্রহরে অর্থাৎ ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়।

উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষদের মারা হয়। এর ফলে উক্ত অঞ্চলে যুবকরা প্রতিবেশি দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। যুবকরা নিজ এলাকায় ফিরে এসে শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। অবশেষে তারা তাদের অঞ্চলকে শত্রুমুক্ত করে। এখানে স্পষ্টত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল অপরিকল্পিত ও অবিন্যাস্তভাবে। মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ভাবে পরিচালিত হতে থাকে। তৎকালীন ইপিআরের বাঙালি সদস্য, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের সমন্বয়ে নিয়মিত সেনা ব্যাটলিয়ন গঠন করা হয়। এছাড়া সেনাসদস্য ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় মুক্তিফৌজ ও গোরিলা বাহিনী। এ বাহিনীর মধ্যে ছাত্র ও কৃষকদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। তারা গোয়েন্দা বাহিনীর ভূমিকা পালন করতো। মুজিবনগর সরকার সারা দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে প্রতিটি সেক্টরে যুদ্ধ পরিচালিত হতো। পরিচালিত কায়দায় যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশল গ্রহণ করে মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। ক্রমাগত যুদ্ধে জনবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্রমশ হীনবল ও হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে মাত্র কয়েদিনের যুদ্ধে তারা বিদ্ধস্ত ও পরাজিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' অঞ্চলের আন্দোলনটি তথা মুক্তিযুদ্ধ ছিল স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেতনা।– মন্তব্যটি যথার্থ।

সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট পেরিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর হতে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিকভাবে চরম বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক এদেশের জনগণের ওপর প্রথম বাধা আসে ভাষার ওপর। তারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে এদেশের ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে আপামর জনতা প্রতিবাদে ও বিক্ষোভে ফেঁটে পড়ে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথম জাতীয়তাবোধের আলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জয়লাভ করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়। এরপরে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালিরা প্রমাণ করে তারা অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলেও পাকিস্তানি জান্তা সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি শুরু করে। এর ফলে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। ৭ মার্চ তিনি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের চিত্র তুলে ধরেন এবং বাঙালিদের মুক্তির সংগ্রামে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসলেও অপারেশন সার্চলাইটের নীল নকশা প্রণয়ন করে কোনো ঘোষণা না দিয়ে ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে যান। ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা চালানো হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ফলে ২৬ মার্চ থেকে বাঙালিদের জন্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে বাঙালি নানা রকম বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছে। তাদের নির্যাতন অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে নিজেদের জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। অবশেষে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার প্রমাণস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসীম সাহসে। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয় যে মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচায়ক।

প্রশ্ন ▸ ০৬ রাকিব বাংলাদেশের জন্মগ্রহণ করেছে। পড়ালেখা শেষ করে সে যুক্তরাষ্ট্রে যায় এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক মেরিনাকে বিবাহ করে বসবাস করছে। মেরিনার বাবা-মা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

ক. তথ্য অধিকার কী? ১

খ. নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মেরিনা কোন নীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'রাকিব দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করতে পারে।'’– বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য অধিকার অর্থ কোনো কিছু সম্পর্কে জানার অধিকার।

খ নাগরিকতা হচ্ছে নাগরিকের গুণ বা মর্যাদা।

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিক ও নাগরিকতা বিষয়ক আলোচনাই পৌরনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সব সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে, তাকেই নাগরিক বলা হয়। আর নাগরিকরা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রের দেয়া যে মর্যাদা লাভ করে, পৌরনীতিতে তাকেই নাগরিকত্ব বা নাগরিকতা বলে।

গ মেরিনা জন্মনীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেছে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভের দুটি নীতি প্রচলিত আছে। এর একটি হলো জন্মনীতি ও অন্যটি জন্মস্থান নীতি। জন্মনীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে শিশু যে দেশে বা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পিতা-মাতা যে দেশের নাগরিক তাদের সন্তানও সেই দেশের নাগরিকতা লাভ করবে। যেমন– বাংলাদেশের কোনো দম্পতি যুক্তরাজ্যে গিয়ে সন্তান জন্ম দিলে জন্মনীতি অনুসারে ঐ সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করবে। কারণ তার পিতা-মাতা বাংলাদেশের নাগরিক।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মেরিনার বাবা-মা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। এক্ষেত্রে মেরিনার নাগরিকতা তার বাবা-মার নাগরিকতা দ্বারা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ জন্মনীতি অনুযায়ী কোনো সন্তানের নাগরিকতা তার পিতামাতার নাগরিকতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রেও জন্মনীতি অনুযায়ী নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। সে হিসেবে মেরিনা জন্মনীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

ঘ রাকিব দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করতে পারে। মন্তব্যটি যথার্থ।

কোনো ব্যক্তির একই সাথে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হয়। যেমন- বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। ফলে বাংলাদেশি পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সে জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশের নাগরিক। এভাবে দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, রাকিব বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে। পড়ালেখা শেষ করে সে যুক্তরাষ্ট্রে যায় এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক মেরিনাকে বিবাহ করে বসবাস করছে। এখানে রাকিব জন্মনীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিক। আবার যেহেতু সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করেছে সে হিসেবে সে অনুমোদন সূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করতে পারে। কেননা অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা লাভের জন্য যেসকল শর্ত পূরণ করতে হয় তার মধ্যে একটি হলো ঐ রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে বিয়ে করা। রাকিবও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক মেরিনাকে বিয়ে করে সেই শর্ত পূরণ করেছে। তাই সে আবেদন করার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করতে পারে। তখন তার ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ সে একই সাথে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, রাকিবের ক্ষেত্রে জন্মনীতি ও অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা লাভের সুযোগ বিদ্যমান বিধায় সে দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মি. শফিক ও মি. রাফেজ দুই ভাই। মি. শফিক একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত এক নাগাড়ে ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে মি. শফিকের প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। অপরদিকে মি. রাফেজ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য যার মাধ্যমে তিনি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করেন।

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় সংসদের নেতা বলা হয় কেন? ২

গ. মি. শফিকের প্রতিষ্ঠানটির গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. রাফেজের কাজটিই কি তার প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কাজ বলে তুমি মনে কর– তোমার মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক অভিশংসন হলো সংবিধান লঙ্ঘন বা কোনো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করে রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করার পদ্ধতি।

খ প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে বিধায় তাকে জাতীয় সংসদের নেতা বলা হয়।

প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা। তিনি যেরূপ মনে করছেন সেরূপ সংখ্যক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। মন্ত্রিসভার নেতা হিসেবে তিনি মন্ত্রীদের মাঝে পদ বন্টন ও মন্ত্রিসভার সভাপতিত্ব করবেন। তার নেতৃত্বে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সংসদ ভেঙে যায়। এ সকল কারণে সংসদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সর্বেসর্বা।

গ মি. শফিক আইনসভার তথা জাতীয় সংসদের সদস্য।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে রাষ্ট্র তিনটি বিভাগ নিয়ে তার কাজ পরিচালনা করে। এগুলো, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। বাংলাদেশের আইনসভা এককক বিশিষ্ট্য। সারাদেশ থেকে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্যরা এ বিভাগের সদস্য। জাতীয় সংসদের কোনো সদস্য একটানা ৯০ দিনের অধিক সময় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়।

উদ্দীপকের মি. শফিক একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত এক নাগাড়ে ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে তার প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ বাতিল হয়। এ থেকে বোঝা যায়, তার প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশের আইন বিভাগ। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এটি এককক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদের সদস্যসংখ্যা ৩৫০। এর মধ্যে ৩০০ আসনের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এলাকাভিত্তিক সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যগণ ৩০০টি আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হন। তবে মহিলারা ইচ্ছে করলে ৩০০ আসনের যেকোনোটিতে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে নির্বাচন করতে পারেন। সংসদে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার থাকেন। সংসদের কার্যকাল পাঁচ বছর। প্রতি পাঁচ বছর পরপর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ঘ মি. রাফেজ হলেন বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সদস্য। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা বিচার বিভাগের একমাত্র কাজ নয়।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রিম কোর্ট। এর রয়েছে দুটি বিভাগ : আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ। এ দুটি বিভাগের কার্যাবলি নিয়েই সুপ্রিম কোর্টের কার্যাবলি বিস্তৃত। সুপ্রিম কোর্টের এ দুটি বিভাগের পৃথক কাজের এখতিয়ার আছে।

উদ্দীপকের মি. রাফেজ এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য যার মাধ্যমে তিনি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করেন। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় মি. রাফেজ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সদস্য। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ। তবে এর বাইরেও বিচার বিভাগ নানা রকম কার্যাবলি সম্পাদন করে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা,

অপরাধীর শাস্তিবিধান এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার বিভাগ আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসেবে বিচার বিভাগ গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। বিচার বিভাগ সংবিধানের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। বিচার বিভাগ দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করে। ন্যায়বিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। গণতন্ত্রের স্বরূপ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও বিচার বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান ও নিরপরাধীকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত। বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, সংবিধানের ব্যাখ্যা, আইনের ব্যাখ্যাসহ আরো অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ স্ত্রী ও এক সন্তানের সাথে রহিম মিয়া গ্রামে বাস করে। করিম মিয়া তার প্রতিবেশি। গ্রামের কেউ করিম মিয়াকে বসবাস করতে বাধা দেয় না। সে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। সে সততার সাথে ভোট দেয়। নিয়মিত কর প্রদান করে।

ক. সমাজ কাকে বলে? ১

খ. মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য লেখ। ২

গ. রহিম মিয়ার পরিবারটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. করিম মিয়ার কর্মকাণ্ডে "পৌরনীতি ও নাগরিকতার" বিষয়বস্তুর যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদল জনগোষ্ঠী যখন সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে।

খ বংশ গণনা ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে পরিবারের যে দুটি ধরন রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের মায়ের বংশপরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত হয় এবং মা পরিবারের নেতৃত্ব দেন। এছাড়া এ ধরনের পরিবারের মেয়েরাই শুধু সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। সাধারণত এরূপ পরিবারের স্বামী তার নিজ পরিবার ছেড়ে স্ত্রীর পরিবারভুক্ত হয়ে বসবাস করে। বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

গ রহিম মিয়ার পরিবারটির ধরন হলো একক পরিবার।

পারিবারিক গঠন কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারের দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। যথা একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। যে পরিবার এক পুরুষে আবদ্ধ অর্থাৎ পিতার অধীনে তার স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তানাদি বাস করে তাকে একক পরিবার বলা হয়। একক পরিবার একটি ক্ষুদ্র পরিবার।

উদ্দীপকের রহিম মিয়া স্ত্রী ও এক সন্তানের সাথে গ্রামে বাস করেন। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, রহিম মিয়ার পরিবারটি একটি একক পরিবার। কারণ তার পরিবারে সে তার স্ত্রী এবং তার অবিবাহিত সন্তান বাস করে। এরূপ একক পরিবার আকারে ক্ষুদ্র হয় বলে এরূপ পরিবারকে অনু পরিবারও বলা হয়। দিন দিন এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ করিম মিয়ার কর্মকাণ্ডে পৌরনীতি ও নাগরিকতার বিষয়বস্তু 'নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য' দিকটি ফুটে উঠেছে।

পৌরনীতি হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় পৌরনীতির বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় অথবা নাগরিকতার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয় পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু।

উদ্দীপকে গ্রামের কেউ করিম মিয়াকে বসবাস করতে বাধা দেয় না। সে সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। সে সততার সাথে ভোট দেয়। নিয়মিত কর প্রদান করে। করিম মিয়া সম্পর্কিত এসব তথ্যাবলি নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যকে উপস্থাপন করে, যা পৌরনীতি ও নাগরিকতার অন্যতম বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মৌলিক অধিকার ভোগ করি, তেমনি আমাদেরকেও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন– রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, আইন মান্য করা, সঠিক সময়ে কর প্রদান করা, সন্তানদের শিক্ষিত করা, রাষ্ট্রের সেবা করা, সততার সাথে ভোটদান ইত্যাদি।

আলোচনা শেষে বলা যায়, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা'র বিষয়বস্তু। তাছাড়া সুনাগরিকতার বৈশিষ্ট্য, সুনাগরিকতা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা এবং তা দূর করার উপায় 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা' বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৯ 'X' ও 'Y' রাষ্ট্রের অবস্থান পাশাপাশি। 'X' তার পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্র 'Z' কে যুদ্ধে পরাজিত করে দখল করে নেয়। 'Y' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা দানের মাধ্যমে কালক্রমে সকলে মিলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. 'রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরকার'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'X' রাষ্ট্র কর্তৃক 'Z' রাষ্ট্রকে দখল করে নেয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদের সমর্থন করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Y' রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পেছনে যে মতবাদের ধারণা রয়েছে সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে তাকে নাগরিক বলে।

খ সরকার রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড হিসেবে রাষ্ট্রের সমস্ত কাজ পরিচালনা করে বিধায় রাষ্ট্রে সরকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। তাই রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের জন্য সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ 'X' রাষ্ট্র কর্তৃক 'Z' রাষ্ট্রকে দখল করে নেওয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে সমর্থন করে।

বলপ্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়েছে, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি এভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ডেভিড হিউম ও জেলেনিক ও মতবাদে বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস বলেন, "ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায়, আধুনিক সকল রাষ্ট্রই সার্থক রণকৌশলের ফলশ্রুতি।"

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'X' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্র 'Z' কে আক্রমণ করে সহজেই দখল করে নেয়। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, 'X' রাষ্ট্র কর্তৃক 'Z' রাষ্ট্রকে দখল করে নেওয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে সমর্থন করে। এই বলপ্রয়োগ মতবাদকে কিছু সমালোচক একটি ভ্রান্ত, অযৌক্তিক ও মারাত্মক মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের অভিমত হলো বল বা শক্তি প্রয়োগেই যদি রাষ্ট্র সৃষ্টি হতো তাহলে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বৃহৎ শক্তির পাশাপাশি সামরিক শক্তিতে দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারতো না।

ঘ 'Y' রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পিছনে ঐতিহাসিক মতবাদের ধারণা রয়েছে।

ঐতিহাসিক মতবাদের মূলবিষয় হলো রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ। যেটির সাথে উদ্দীপকের ধারণা সম্পূর্ণ মিলে যায়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে 'Y' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতাদানের মাধ্যমে কালক্রমে সকলে মিলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। উদ্দীপকের এরূপ মতবাদ বিবর্তনমূলক মতবাদকে উপস্থাপন করে। কারণ রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতার দরুণ ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে তার মধ্যে একটি উপাদান হলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ। পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা রাষ্ট্রগুলোকে যুগের পর যুগ ঠিকে থাকতে সাহায্য করেছে। এর ভিত্তিতে এক সময় জন্ম নিয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

উপরিউক্ত বিষয় থেকে এটি স্পষ্ট হয়, 'Y' ও অন্যান্য রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় রাষ্ট্র সৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বিষয়টি প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। আর এরূপ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও আদর্শ রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক মতবাদের একটি উপাদান। এ কারণে এখানে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। আর তাই রাষ্ট্র সৃষ্টির বিবর্তনমূলক মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১০ 'X' নামক একটি রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার পর একটি কমিটি গঠন করে সে দেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ঐ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে বিল আকারে উত্থাপন, গৃহীত ও কার্যকর হতে দীর্ঘ দশ মাস সময় লাগে।

অন্যদিকে 'Y' নামক রাষ্ট্রের সংবিধান গড়ে ওঠে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যম ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে। এ জন্য এ সংবিধানের ক্ষেত্রে কোনো কমিটি বা গণপরিষদে বিল উত্থাপনের প্রয়োজন হয়নি।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'X' নামক দেশটির সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন সংবিধানটি তোমার কাছে উত্তম সংবিধান বলে মনে হয়? যুক্তিসহ তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়।

খ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩য় ভাগে ২৬নং অনুচ্ছেদ হতে ৪৭নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সংবিধান হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করতে পারব তা বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন– জীবনধারণের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি। এসব অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের 'X' নামক দেশটির সংবিধান প্রণয়ণের ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অবলম্বণ করা হয়েছে।

সংবিধান প্রণয়নের যে চারটি পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতিটি একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী পদ্ধতি। সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদ বা আইন পরিষদ সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হলে তাকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি বলে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সংবিধান এভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানও ১৯৭২ সালে গণপরিষদ সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়।

উদ্দীপকে 'X' নামক একটি রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার পর একটি কমিটি গঠন করে সে দেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ঐ খসড়া সংবিধান গণপরিষদে বিল আকারে উত্থাপন, গৃহীত ও কার্যকর হতে দীর্ঘ দশ মাস সময় লাগে। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে সহজেই বলা যায়, 'X' দেশের সংবিধানটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' ও 'Y' দেশের সংবিধানের মধ্যে আমার কাছে 'X' দেশের সংবিধানটি উত্তম বলে মনে হয়।

উত্তম সংবিধান এমন একটি সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি সুস্পষ্ট এবং নাগরিকের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের সংবিধান লিখিত হওয়ায় সেখানে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। এ ধরনের সংবিধান সাধারণত সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। উত্তম সংবিধান পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে ফলে বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার উত্তম সংবিধানে উল্লেখ থাকে।

উদ্দীপকে 'Y' দেশটির সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার মাধ্যমে এবং 'X' দেশটির সংবিধান দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। 'X' দেশটির সংবিধানকে তাই আমি অধিক উত্তম বলে মনে করি। কারণ সংবিধানটি দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং গণপরিষদে তা উত্থাপন করা হয় বলে এখানে জনমতের প্রতিফলন সর্বাধিক লক্ষ করা যায়। এটি সংক্ষিপ্ত এবং সুষম প্রকৃতির হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়া এর মাঝে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিও দেওয়া হয়। এ ধরনের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ থাকে। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সংবিধান হয় তুলনামূলক বৃহৎ এবং সেটি সুষম প্রকৃতির নাও হতে পারে। সেখানে জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে, যা উত্তম সংবিধানের পরিপন্থী।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান প্রণীত হলে তা সর্বাধিক জনকল্যাণের কথা চিন্তা করেই করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সংবিধানের সাথে তুলনামূলক আলোচনারও সুযোগ থাকে। ফলে সে সংবিধান হয়ে ওঠে উত্তম প্রকৃতির। তাই আমার মতে 'X' দেশটির সংবিধান উত্তম সংবিধান।

প্রশ্ন ▸ ১১ ঘটন-১ : 'A' নামক একটি রাষ্ট্র জোরপূর্বক 'B' রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ দখল করে নেয়। এ সমস্যা নিরসনকল্পে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 'A' রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর্থিক ও বৈদেশিক সম্পর্কের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

ঘটনা-২ : কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র মিলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় একটি সংস্থা গড়ে তোলে। ১৯৬৯ সালে সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে একটি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে।

ক. SAARC-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. অছি এলাকা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ঘটনা-১ এর 'A' রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব সংস্থার যে অঙ্গসংগঠনটি কাজ করছে তার গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Associasion for Regional Cooperation.

খ বিশ্বে যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, তাকে অছি এলাকা বলে।

অছি এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার ওপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত।

গ ঘটনা-১ এর 'A' রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কাজ করছে।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য কোথাও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোট কথা আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করে থাকে।

উদ্দীপকের 'A' নামক একটি রাষ্ট্র জোরপূর্বক 'B' রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ দখল করে নেয়। এ সমস্যা নিরসনকল্পে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 'A' রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর্থিক ও বৈদেশিক সম্পর্কের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এরূপ কাজ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। নিরাপত্তা পরিষদ মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। বাকি ১০টি অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হলো- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন। এরা বৃহৎ পঞ্চশক্তি নামে পরিচিত। অস্থায়ী সদস্যরা প্রতি দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়।

ঘ ঘটনা-২ এ উল্লিখিত সংস্থাটি হলো ওআইসি। ওআইসির সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত OIC-এর দ্বিতীয় সম্মেলনে এর সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। শুরু থেকেই বাংলাদেশ ওআইসির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২-এ কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র মিলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় একটি সংস্থা গড়ে তোলে। ১৯৬৯ সালে সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে একটি শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। এখানে মূলত ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা ওআইসির রূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের সাথে এ সংস্থাটির গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। ওআইসির প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, অঙ্গসংগঠন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ওআইসির প্রতিটি উদ্যোগে বাংলাদেশ সংহতি প্রকাশ, একাত্মতা ঘোষণা ও সহযোগিতা করেছে। আবার, বাংলাদেশ ওআইসি-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা বিভিন্ন সহযোগিতাও পেয়েছে। সংস্থাভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোতে বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তি রপ্তানির দ্বারা বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ছাড়াও শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা লাভ করে আসছে। প্রতিবছর বাংলাদেশের বহুসংখ্যক লোক হজ্জ করার জন্য সৌদি আরব যায়। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরাতন মসজিদ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ওআইসির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পায়। গাজীপুরে অবস্থিত ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ওআইসির আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য হওয়ার পর থেকে এর নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় ঘটনা-২ এ বর্ণিত সংস্থাটি অর্থাৎ ওআইসির সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।